প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ,১৯৭১

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৫০০

পাণ্ডুলিপি ঃ ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
অংকন প্রিণ্টিং প্রেস
২৫৩, এলিফ্যাণ্ট রোড, ঢাকা-৫
বাণী মুদ্রণ
১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ কাজী হাসান হাবিব

সূচীপত্র

বগুড়া

১। বগুড়া জেলা থেকে 'বক রাজার কিসসা' ও 'শিয়ালের কিসসা' দুটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আখতারউজ্জামান। গ্রাম ও ডাকঘর—চান্দাইকোনা, জিলা—বগুড়া।

২। বগুড়া জেলা থেকে 'ময়ূরের কিসসাটি' সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব তারেকুল ইসলাম। ১৬/১, তল্লাবাগ, ঢাকা।

বক রাজার ছান্তোর

কাহিনী সংক্ষেপ

এক বিধবা তার ছেলেকে কোন এক কৃষক বাড়ীতে চাকুরীতে দেয়। সে একদিন গরু চরাতে গিয়ে ফাঁদ দিয়ে একটি বক মারে। সেটি হ'ল বকের রাজা। বক রাজা তখন চাকরটাকে আজীবন সুখী করে দেবে এমন একটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে মুক্তি পায়। তারপর বক রাজা তার ছোট কন্যাকে চাকরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। কন্যাটি চাকরের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগাড় করে দেয়। কন্যাটিকে সে বার বছরের জন্য রাখে। কিছুদিন পর সে আর একটি রাজকন্যাকে বিয়ে করে। এরপর সিদুরকন্যা তার মা-বাবার কাছে ফিরে যায়। অতঃপর যাবার সময় রাজকন্যার কাছে সিদুরকন্যা সব কথা খুলে বলে যায়, কিভাবে খোঁজ করলে সিদুরকন্যাকে চাকর আবার ফিরে পাবে। সিদুরকন্যা তার একটা শাড়ী ছিঁড়ে কুটিকুটি করে সারা রাস্তায় ফেলে যায়। একদিন চাকরটি সেই শাড়ীর টুকরা দেখে দেখে সিদুরকন্যার উদ্দেশ্যে যেতে থাকে। অতঃপর এক সাধুর কাছে হাজির হয়। রাখাল সিদুর কন্যার কথা সাধুর নিকট খুলে বলে। তখন সাধু চাকরকে বলে যে, আমরা সাতটি ভাই এই পথে ধ্যান করছি। তুমি আমার দ্বিতীয় ভাইয়ের কাছে যাও। তারপর চাকরটি তার দ্বিতীয় ভাইয়ের নিকট গেল। দ্বিতীয় সাধু তখন বলে, আমার তৃতীয় ভাইয়ের নিকট যাও। এইভাবে একে একে চাকরটি সাধুদের সাতটা ভাইয়ের সাথেই দেখা করল। অবশেষে সাধুদের বড় ভাইয়ের শরণাপন্ন হল এবং তার আদেশ ও বুদ্ধির বলেই চাকর ছেলেটি তার সিদুরকন্যাকে ফিরে পেল। অতঃপর তারা দেশে ফিরে এসে মার সাথে দেখা করলো। দুই স্ত্রী ও মাকে নিয়ে রাখাল শেষ জীবন সুখে কাটাতে লাগল।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আছিল একটো গরীর ম্যায়া[১]। তার একটো ব্যাটা আটিল, বয়স আচিল তার আট কি নয় বছর। তার মায় বাড়ী বাড়ী কাম-কাজ কইর‍্যা যা পায় তাই দিয়্যা দুই মায় ব্যাটার দিন কাইটা যায়। এইভাবে কয়াক মাস যাওয়ার পর এ্যাকদিন ছলডো[২] তার মায়কে কোইলো, মা তুমি বাড়ী বাড়ী একলা একলা কতকাল আর কাম কোইর‍্যা খাইব্যা। আমি এহুন এল্লা[৩] বড় অইচি। তুমি দেইহ্যা হুইন্যা আমাকে একজোনের বাড়ীতে থুইয়্যা দ্যাও।

তহন ওর মায় কোইচে, তুই কি কাম কাজ কোইরব্যার পারবি? তার ছল কয় আর কিছু পারি আর না পারি, তাগারে গরু-বাচুর তো চরাতে লিয়া খাওয়াইবার পাইরবো। তুমি গুইর‍্যা মুইর‍্যা দ্যাহো কোন একটো গিরাস্তো বাড়ীতে আমাকে থুইব্যার পার নাহি। তার পরে তার মায় বাড়ী বাড়ী গুইর‍্যা গুইর‍্যা এক বাড়ীতে ঠিক কোরিচে। তাঁরা তার মায়না দিবি না, খালি প্যাট ভইর‍্যা খাইবার দিবি। তারপরে ছলের মায় বাড়ীতে যায়া তার ছলকে কোইচে—বাবা আমি তোমার গিরাস্তো ঠিক কোরচি, তারা কোন মায়না টায়না দিবি লয়, খালি ভাত-কাপুড় যা লাগে তাই দিবি। তাগারে গরু বাছুরগুলা খালি চরাত লিয়া লাকপি। আর কোন কাম করা লাইগবো না। তারপরে তার ব্যাটা তার মায়কে কোইলো মা, আমি তাই কোরমু। মায়না তারা না দিল, আমি প্যাট-বাতাই খাটমু। তাওতো আমার প্যাটের বাত কয়ডো জোগায়া খাইব্যার পারমু। বিধবা ম্যায়ডো একদিন তার ব্যাটাকে লিয়া ওারে গাইরাস্তো বাড়ী থুইয়্যা আইলো। তার পরে তার গিরাস্তো কোইলো,[৪] তোর নাম কি? তহন ছলডো কোইলো আমার নাম মনি। তারপরে মনি তার গিরাস্তোর গরু-বাচুর লিয়্যা চরাত যাওয়া আসা কোইরব্যার লাইগলো। এইবাবে কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন মনি দ্যাহে যে, চরার মোদে ম্যালা আহোল পাহোল গরু চরায়। তারপরে মনি একদিন গরু চরাতি চরাতি তার সব আহোল পাহোলের[৫] কাচে গ্যাচে। তাগারে কাছে যায়া কোইচে, আচ্ছা বাই, আমি তোমাগারে দলে আইসপ্যার চাই। তোমরা আমাকে হাতে[৬] লিব্যানা? তহন আর সব আহোল পাহোল কোইচে, তা বেশ বালো কতা, তুমিও গরু বাচুর চরাও, আমরাও গরু বাচুর চরাই।

১। মেয়ে ২। ছেলেটা ৩। একটু ৪। বললো ৫। রাখালেরা ৬। সাথে।

তোমাকে হাতে না ল্যাওয়ার[১] কি আচে। তুমি যদি রোজ আমাগারে হাতে আইসপ্যার পার আর যাইবার পার তবে তোমাকে আমাগারে হাতে লিব্যার পারি। যে সোমায় আমাকে ডাক দিব্যা হেই সোমায় আমি তোমাগারে হাতেই যাব আর তোমাগারে হাতেই আস্পো। তারপর হে দিনকার মত আহোল পাহোল সব যার যার বাড়ী বিল্যা[২] চৈল্যা গ্যালো। এ্যারপরে একদিন মনি তার আর সব আহোল পাহোলের হাতে গরু চরাতে নিয়্যা গ্যাচে। যায়া দ্যাহে যে আর সব আহোল বগ মারত্যাচে। তহোন মনি কিচু কয় নাই। তারপরে দুই দিন বাদে একদিন আহোল পাহোলের দলের যে সরদার তাকে কোইত্যাচে। আচ্ছা ভাই, আপনেরা বগ মারেন, আমাকে একটো বগ মারা ফান বানায়া দ্যান। আমিও আপনেগারে হাতে বগ মারমু। তহন সর্দার কোইচে মনি তোমার কাম না বগ মারা। এ বগমারা বড় ঠ্যালার কাম। তুমি আমাগারে দলের মোদে হগগোলের[৩] ছোট। তুমি এ ফান দিয়্যা বগ মাইরব্যার পাইরব্যা না। তুমি আমাগারে গরু বাছুর দেইহো, আমরা বগ মাইর্যা দুই একটো তোমাকে দিমু। তহন মনি তাই স্বীকার কোরিচে। তারপরে মনিকে সর্দার মাঝে মাঝেই দুই একটো কোইর্যা বগ দিয়্যা দ্যায়। মনি হেই বগ বাড়ী আইন্যা তার গিরাস্তোর বৌকে দ্যায়।

গিরাস্তোর বৌ একদিন মনিকে কোইচে, কি মনি? তুমি এ বগ মাইর্যা আনো কোনথানে[৪]। তহন মনি কোইলো, আমাগারে দলের সরদার রোজ বগ মারে। তারাই আমাকে মাঝে মাঝে দুই একটো বগ দেয়।

এই বাবে আরও কিছু দিন গ্যাচে। মনি একদিন যায়া তার গিরাস্তোর বৌকে কোইচে, আমাগারে কি একটো ফান নাই? আমাকে একটো ফান দ্যান। যাগারে হাতে গরু রাহি, তারা রোজ বগমারে। আমাকে একটো ফান বানাইয়া দ্যান, না অয় কিন্যা দ্যান। ফান না দিলি আমি আর গরু বাচুর নিয়্যা চরাত যামু না। হাতের[৫] মানুষ ফান দিয়া বগ মারে। আর আমি বগ মাইরব্যার পারি না। তারপরে মনির সব কতা শুইন্যা মনির গিরাস্তোনী, গিরাস্তোর কাচে কোইচে। তহন গিরাস্তো মনিকে হাতে কইরা আর সব আহোল পাহোলের কাচে গ্যাচে। যায়া তাগারে কোইচে ক্যারে তোরা সব ফান পাইতা বগ মারোস আর আমাগারে মনিকে একটো ফান বানায়া দিবার পারোস না।

আমাগারে মনিকে এ্যাকটো ফান বানায়া দে। তারপর তারা আর ফান

১। নেয়ার ২। দিকে ৩। সকলের ৪। কোথা থেকে ৫। সাথের

বানায়া দ্যায়না। তহন একজন কয়, আরাক জনের কতা। আরাক জন কয়, আরাক জনের কতা। এ কয় আমি ফান বানান জানি না। ও কয় আমি ফান বানান জানি না। মোট কথা মনিকে ফানবানায়া দিবি না। তাতো কয় না, এ দ্যায় অর ঠ্যালা ও দ্যায় অর ঠেলা। পরে মনি তার গিরাস্তোকে হাতে লিয়া গ্যালো, তাগারে[১] দলের সরদারের কাচে। এ্যারপরে নানান কতা[২] কওয়ার পরে সর্দার মনিকে একগাছ পুরান ফান আইন্যা দিল। মনি বাড়ীতে আইন্যা বোইস্যা বোইস্যা হেইফান আদামাদি[৩] কোইর‍্যা হাইরলো। তারপরে গরু-বাছুর লিয়া আহোল পাহোলের হাতে চরাত গ্যালো। যায়া আর সব আহোলরা যেহানে ফান পাইতলো, হেহানে মনির ফান পাতার যাগা ওইলো না। মনি তহন অন্য জাগাত ফান পাইত্যা দেইকপ্যার লাগলো। বগ কোন হ্যানে আসে, তারপর মনি দ্যাহে যে একঝাঁক বগ আইস্যা একটো বটগাছের পার বোইলো। এ্যারপরে অস্তে অস্তে মাটিতে পোইলো। হে দিন মনির ফানে বগমগ আর পোইলো না। তহন মনির হাতের আর সব আহোলরা[৪] মনিকে তেরস্কার কোইরবার লাইগলো। আর কোইলো মনি বগমারা অত হোজ।[৫] না, তোমার কাম-না বগমারা। হে দিন হগল আহোল পাহোলগারে কতা হুইন্যা মনির মন মেজাজ খুব ছোট অয়া গ্যালো। তারপরে মনি হে দিন মন ভার কোইর‍্যা গরু লিয়া বাড়ী বিলা চৈল্যা গ্যালো।

পরেরদিন মনি আর ফান পাইতলো না। তহন তার আর সব আহোলরা কোইলো, কি মনি ফান পাইত ল্যা না? একদিন বগ পরে নাই ফানে, তাই ফান পাইত ল্যা না। ফান পাত, পাঁচ দিন যাতি যাতি একদিন ফানে বগ পৈরবোই। তহন মনি তার আহোল বন্ধুগারে কৈাইলো, আপনেরা ফান পাতেন। আমি পরে পাতপোনে। হগোলের ফান পাতা অয়া গেলি, মনি তহন তার ফান লিয়্যা হেই বট গাছের আগায় পাইত্যা থুইয়া আইলো। তারপরে একগাচ দড়ি লিয়া তার ফান গাচের ডালের হাতে বাইদা থুইলো। অতঃপর ফান গাচের আগায় বাইদ্যা থুইয়া গাচে থ্যা নাইমা আইলো।

তারপরে আর সব আহোলরা মনিকে কইলো, আইজ যত বগ মনির ফাদেই পৈরবো। আমরা ফান পাতি বিলে আর মনি ফান পাতে বট গাছের আগায়। এ্যারপরে মনি বট গাছের তলে আইস্যা বোইস্যা লোইলো।[৬] অনেক সোমায় বাদে একঝাঁক বগ উইর‍্যা আইস্যা গাচের পার পৈইলো।

১। তাদের ২। কথা ৩। কোন রকম ৪। রাখালেরা ৫। সহজ না ৬। রইলো।

আর বগের রাজা হে শুইর‍্যা আইস্যা ফানে পৈইলো। তারপরে মনি টপ[১] কইরা বট গাচে উহট্যা বগ দৈর‍্যা আইনলো। আর সব আহোল বন্ধুরা কানাকানি কৈইরব্যার লাইগলো। আর কৈইবার লাইগলো, আমরা এতদিন ওইলো ফান পাইত্যা আইসতাচি তা বগের রাজা মাইরব্যার পাইরলাম না আর মনি ইদুল্লাহ[২] ছ্যারা ইততুহানে[৩] ছ্যারা আর হেই ছ্যারা মাইরলো বগের রাজা।

মনি তো বগের রাজা মাইর‍্যা খুশীত বাগ বাগ অয়া গ্যালো, তহন আহোলগারে মনি কোইত্যাচে কি ভাই, তে-না বোলে বগ মাইরব্যার পারমু না? দ্যাহো বগের রাজাক মাইর‍্যা ফালাচি। মনি বগের রাজা মাইর‍্যা আগেই বাড়ী বিল্যা ম্যালা[৪] দিল গরু বাচুর লিয়্যা। পতের মোদে আইস্যা কোইত্যাচে। কি বগরাজ, এদদিন তুমি কোহানে আচিলা, আর আইজক্যা তুমি কোনে আইচাও? তোমাকে আর ছাইর‍্যা দিতাচি না। বগরাজ তহন কোইতাচে মনিকে, মনি তুমি আমাকে ছাইর‍্যা দ্যাও। তোমার ভালো ওইবো। মনি তহন কোইলো, তুমি একটো বগ। তোমাকে ছাইড়্যা দিলেই বা আমার কি অইবো। আর তোমাকে ছাইরা দিলি তুমি কি আর কোন দিন ধরা দিবা? বগরাজ তহন কোইতাচে, মনি আমি তোমার কাচে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই। আমাকে তুমি যদি প্রাণে বাঁচাও, তে আমি তোমাকে এমুন জিনিষ দিমু তা দিয়্যা তোমার এহকাল চৈল্যা যাইবো। তোমার কাম কাজ কইর‍্যা খাওয়া লাইগবো না।

মনি তহন বগরাজকে কোইতাচে, তুমি আমাকে কি জিনিষ দিব্যা, কওচেন[৫] আমি হুনি। বগরাজ তহন কোইলো, আমি তোমাকে একটো সিন্দুর কন্যা দেব। সে কন্যা এমন সুন্দর তা আতরাজ্য[৬] জুইর‍্যা পাইবা না। এই কন্যার কাচে তোমার যা ইচ্ছা তাই চাইব্যা। তহন সব তোমার কাচে আইস্যা যাইবো। কিন্তুক আমি যে সব কতা তোমাকে কয়া দেব, আমার হে সুমস্ত কথা যদি তুমি মাইন্যা চল, তবে তোমার কাচে সিন্দুর কন্যা থাইকপো তানালী আর থাইকপো না। আমার সাতটো কন্যা আচিল। ছয়ডোর বিয়া অয়া গ্যাচে। এহুন এই একটো মেয়্যাই আচে তার নাম সিন্দুর কন্যা। এহুন তুমি যদি আমাকে আইজ ছাইর‍্যা দ্যাও, তবে আমার হেই মেয়া তোমাকে দিব। আমাকে আইজ ছাইর‍্যা দাও আমি আইজ থাইক্যা সাত দিন বাদে তোমার কাছে ঠিক এই জাগাই

১। তাড়াতাড়ি ২। ছোট ছেলে ৩। অল্প বয়সের ছেলে ৪। রওয়ানা ৫। বলতো ৬। সাত রাজ্য।

আইস্যা আমার সিন্দুর কন্যা দিয়া যামু। বগরাজার এই সব কথা হুইন্যা মনি তাকে ছাইর‍্যা দিল। তারপরে বগরাজ তার আরশে চৈল্যা গ্যালো। তহন মনি কোইতাচে, যদিও একটো বগ মাইরলাম তাও আবার ছাইর‍্যা দিলাম। জোংলা পহী, ছাইরা দিচি। তার মত হে উইর‍্যা গ্যাচে। ঐ বগ কি আর আমার কাচে আইসপো? বিপদে পৈর‍্যা বাঁচার লাইগ্যা কতজন কত কতা কয়। বগরাজও বাঁচার লাইগ্যা আমাকে এ সব কতা কয়া গ্যাচে। আমি একটো পাগল ছাড়া আর কিছু না। ফানে পরা বগ, হে কি ছুটি পালি আর কোন দিন ধরা দ্যায়? এই সব কতা কয়া আবার কৈাইতাচে, যাইক উর‍্যা গ্যাচে ব্যালাই গ্যাচে। এ্যাটটা বগ ইতো, আর তো কিছু না। খুব বেশী ওলি এক ওক্তোর[১] কাচে দুই ওক্তো খাইলাম নে। ঐ ছাই উইর‍্যা গ্যাচে। ওরই লাইগ্যা আবার এত ভাবনা। এই সব কতা কোতি কোতি মনি বাড়ী বিল্যা গ্যালো। বাড়ীত যায়া গরু-বাছুর বাইন্দ্যা থুইয়্যা ভাত খাইবার বোইলো। তারপরে ওর গিরাস্তোনী ওকে ভাত দিয়্যা কোইলো, আরে মনি আজ তোর ফানে বগ পড়ে নাই? মনি তহন কইলো, আমার ফানে বড় একটা বগ পড়িচিল তা থাইকলো না। আমার ফানই ছেড়া ছুটা। কতক্ষণ হাট পাইর‍্যা উইরা গ্যালো।

গিরাস্তোনী তহন তেরোষ্কার কইর‍্যা কোইতাচে, আমাগারে মনি আইজ নিজে ফান বানায়া লিয়্যা গ্যাচে, না জানি আইজ কত বগাবগী মাইর‍্যা আইনতাচে। যাই হোক, মনি তহন ভাত খায়া যায়া হুইয়্যা লোইলো[২]। এদিকে বগরাজ বগীকে কইলো, আমি আইজ ফানে আইটক্যা পড়ছিলাম। যার ফানে আমি আইটক্যা পড়ছিলাম, হে আমাকে পায়া খুব খুশী ওইচিলো। হে আমাকে আর ছাইর‍্যা দিব্যার চাইলো না। আমি তাকে এক করাল দিয়্যা তার কাছথ্যা ছুইট্যা আইচি, সাত দিন বাদে যায়া তার করাল খালাস কোরমু। তহন বগী বগাকে কোইলো, তুমি কি করাল দিয়্যা আইল্যা আমার কাচে কও। তারপরে বগা কইলো ছোট মেয়া সিন্দুর কন্যা আচে, তাকেই মনি আহোলকে দ্যাওয়ার স্বীকার কোইর‍্যা আইচি। বগী কইলো, আমি আর কি কোমু। তোমার জানের লাইগ্যা যদি আমার মরা লাগে আমি তাও রাজী আচি। তুমি যে মেয়ার কতা কয়া জানে বাইচ্যা আইচাও, আমি তার লাইগ্যা খুশী ওইচি।

পরের দিন মনি গরুবাছুর লিয়্যা চরাত-থ্যা আইস্যা তার গিরাস্তোকে

১। একবার ২। রইলো।

কোইলো, আমাকে চরার মোদে একটো গর তুইল্যা দ্যান। এদপুরথ্যা গরু-বাচুর ল্যাওয়া আনা ব্যাজাল[১] অয়। অতঃপর তার গিরাস্তো কোইলো, হোত্তি তো, দৈনিকই খাওয়া লাগে। কাম কি আচে চরার মোদে যে বাড়ী আচে। ঐ সব বাড়ীর কাচে ওর একটা গরতুইল্যা দেই। চাইল ডাইল সব দিয়্যা দেই, নিজে পাক কোইর‍্যা খাইবো আর গরুবাচুর লিয়্যা থাইকপো। তহন মনির গিরাস্তো মনিকে চরার মোদে একটো থাহার ঘর আর একটো গরুর গোয়াল বানায়া দিল। এইভাবে মনির ছয়দিন গড়াইয়া গ্যালো। এরপর মনি সাতদিনের দিন তার গরুবাচুর লিয়্যা চরাত গ্যালো। কতক্ষণ গরু-বাচুর লাইহ্যা তারপরে বগরাজার তালাসে আইলো। ঠিক বগরাজ মনিকে যেহানে থাইকপ্যার কোইচিলো মনি ঠিক হেই জাগাতেই লোইলো[২]। অতঃপর মনি গরুবাচুর সব বাইদ্যা থুইলো। গরু-বাচুর বাইদ্যা থুইয়া চাইর মুর‍্যা গুইর‍্যা গুইর‍্যা দেইকপ্যার লাইগলো বগরাজ আইসত্যাচে নাহি। আর কোনহানেই বগের সোন্দান পাইলো না। তারপরে মনি আহাশ বিলা চায়া দ্যাহে যে বগরাজ কি জানি ঠোঁটে কৈাইর‍্যা লিয়্যা আইসত্যাচে। তহন মনির চিন্তা এটু কোম ওইলো। এ্যারপরে বগরাজ উইর‍্যা আইস্যা মনির কাচে খারা ওইলো। তহন মনির অস্তে অস্তে বগরাজার কাচে গ্যালো। তারপরে বগ মনির আতে[৩] একটো সোনার কৈট্যা দিল। আর কয়া দিল তুমি এই সিন্দুরকন্যা এহুকালের মনে চাও, না বার বছরের মনে চাও? তহন মনি কোইলো, আমি বার বছরের মনে চাই। বগরাজ তহন মনিকে কোইলো, মনি তুমি এই সিন্দুরকন্যাকে সব সময় তোমার হাতে লাইকপ্যা। অন্য মানুষ জানি আর দ্যাহে না। যদি কেউ এই সিন্দুর কন্যাকে দ্যাহে তালানী আর তোমার কাচে থাইকপো না। তুমি একলা একগরে থাইকপ্যা। তোমার গরে আর জানি কেত্তলি[৪] থাহে না। তারপরে মনি হেই সোনার কৌটাডো তার জামার পকেটে থুইয়া গরুবাচুর লিয়্যা তার গরবিল্যা গ্যালো।

গরে যায়া জামা কাপড় খসায়া থুইয়্যা ভাত নাইদলো।[৫] তারপরে খায়া-দায়া হুইয়া লোইলো। যহন রাইত বেশী ওইলো, মানুষজন হোইলো তহন মনি অস্তে অস্তে বেচানায় থ্যা উইট্যা গরের মোদে কৌটাডো ঘসাইলো। আর কোইলো দেহি বগরাজা আমাকে কি দিয়া গ্যালো। বালো জিনিষই দিল না আর কিচু দিয়্যা গালো। এই কতা কয়া মনি যেই কৌটা খুইললো আর ওমনি খুব সোন্দার একটো কন্যা বাড়ায়া পইড়চে। তার গায়ের রোং ঠিক

১। অসুবিধা ২। রইলো ৩। হাতে ৪। কেহই ৫। রান্না করলো।

সিন্দুরের মত। তার গায়ের রোংএতে[1] হারাগর য়্যাহাবারে[2] আগুনের মত আলো অয়া গাচে। তারপরে বাড়ীর কাচের মানুষ দুই একজন যারা চৈতান আচিল তারা লোরা-লুরি কোইর‍্যা আইসত্যাচে, আর কোইত্যাচে মনির বাড়ীতে আগুন লাগিচেরে। এইভাবে মানুষজন যহন শোরগোল লাগাইয়া দিচে। মনি তহন তার কৌটা আটকায়া ফালাইচে। তারপরে মানুষজন মনির বাড়ীতে আইস্যা মনিকে কোইত্যাচে মনি তোমার বাড়ীতে আগুন দেইকল্যাম, এ আগুন কিসের ?

মনি তহন কোইলো, না তো। আমার বাড়ীতে কোন আগুন লাগে নাই। আমি ভাত আনাদিছি[3] কোন হহালে[4] আমার বাড়ীতে আগুন আইসপো কোন থ্যান। তহন লোকজন সব যার যার বাড়ীতে চৈল্যা গ্যালো। পরের রাইতে আবার মনি কৌটা খসাইচে আর সিন্দুর কন্যার রূপেতে হারা গর জুইর‍্যা আলো আয়া গ্যাচে। তহন গেরামের লোকজন চেরহা চিরহি লাগা দিচে। এই খবর মনির গিরাস্তো পায়া দৌড়ায়া আইচে। আসতি কালে পতে থ্যাই দ্যাহে যে মনির গরের মোদে আলো। এত্তোরে মানুষ জনের বাচ পায়া মনি তার সোনার কৌটা আটকায়া ফালাইয়া কাপড় চোপড়ের মোদে হামলায়া থুইয়া হুইয়া লোইচে। তারপরে মনির গিরাস্তো আইস্যা মনিকে ডাইহ্যা উঠাইয়া কোইলো, কি মনি গরের মোদে এভাকে আগুন জ্বালাও কি হামে, তুমি কি বাড়ী-গরে আগুন লাগা দিবা নাহি ? মনি কইলো, আমার গরের মোদে আইস্যা দ্যাহেন, আমি কোনে আগুন লাগাইচি।

তারপরে লোকজন সব আইস্যা মনির গরের মোদে দেইকলো কোন আগুনের র‍্যাস নাই। অতোচো আলো দ্যাহা যায় ইয়ার কোন কারণ বুঝি না। মনির গিরাস্তো মনিকে কোইলো, তোমার আর এহানে থাহা যাইবে না। তুমি কবে কার বাড়ীতে আগুন লাগা দিয়া আমাকে জেলে দিব্যা। কাম নাই তুমি গর বাইংগা লিয়া আমার বাড়ীতে লও। তোমাকে আর এহানে থোয়া যাইবো না। এই সব কথা কয়া মনির গিরাস্তো বাড়ী বিল্যা চইলা গেল।

পরের দিন আইস্যা মনির গর বাইংগা বাড়ীতে লিয়া গ্যাল্যো। তারপর মনির আবার থাহার খুব অসুবিধা অয়া গ্যালো। মনি আর সিন্দুরের

১। রং ২। একেবারে ৩। রান্না ৪। সকালে

কৌটা বাইর কোইরবার পারে না। এ্যারপর একদিন রাইতে মনি কাচারি গরের বারান্দায় হুইয়া লোইচে। তারপরে মলেক[১] রাইতে সোমায় মনির আবার সিন্দরকন্যাকে বাইর কোরচে। সিন্দুরকন্যাকে যেই বাইকোরচে আর অমনি গরের বাইরে আলো অয়া গ্যাচে এবং গরের মোদেও আলো গ্যাচে। গিরাস্তোনী তার সোয়ামীকে ডাইহা উটোইচে। তহন গিরাস্তোর ওটার বাচ পাইয়াই মনি তার সিন্দুর কন্যাকে কৌটার মোদে হামলায়া[২] থুইচে। তারপর মনির গিরাস্তো আইস্যা মনিকে কোইলো কি মনি, তুমি গরের মোদে এভাবে আগুন লাগাইলা কি হামে। তুমি আমার বাড়ীগর পোড়া ফালা দিব্যা নাহি? তুমি এক জাগায় আচিল্যা হেহানেও আগুন লাগাইচ্যাও। হেহানকার মাইনষের লালিশ হুনতি হুনতি আমার আর বালো লাগে নাই। হেহান থ্যা তোমাকে আমি বাড়ীতে আইনলাম। আবার তুমি বাড়ীতে আইস্যা এইভাবে আগুন লাগাইতে চাও রাইত দুপুরের কালে। তুমি আমার সর্বনাশ কোইরবার চাও? মনি তহন কোইলো, আমার কাচে আগুন নাই। আপনে খালি খালি আমাকে দোষান।

মনির গিরাস্তো মনিকে কোইলো, না বাপু তোমাকে আর আমার লাহা[৩] ওইবে না। তুমি তোমার টাহা পয়সা আমার কাচথ্যা বুইজ্যা লিয়া তোমার বাড়ীতে চৈলা যাও। এ্যারপর মনি পরেরদিন তার টাহা-পয়সা বুইজ্যা লিয়া বাড়ী বিল্যা গ্যালো। বাড়ী যায়া তার মায়কে কোইলো, মা আইজকার থ্যা আমার খাটনী শোধ ওইলো। তখন মনির মায় কোইলো, তোর গিরাস্তো আর বুঝি লাইকপোনা। মনি কইলো, না মা আমাকে আর লাইকপোমা। তহন মনির মায় কোইলো, না লাইকলো। আল্লা যা বরাতে থোয় তাই ওইবো। তোর গিরাস্তো টাহা পয়সা দিয়া থাহে আমার কাচে দে। মনি তহন তার টাহা পয়সা লিয়া মার কাচে দিচে। তারপরে গিরাস্তো একদিন আইস্যা মনির মার ঠ্যা'ন কয়া গ্যালো মনির মাও, তোমার ছলডো আগুন দিয়্যা রাইতে খ্যালা করে। যে বাবে আগুন জ্বালায় তাতে বাড়ীগর পুইর‍্যা যাওয়ার চিন্নি। তোমার ছলকে মানা কোরিচি তা আমার কথা হোনলো না। আমি তাইতে তোমার ছলকে লাইকল্যাম না। এই সব কতা মনির মায় হুইন্যা মনির পার খুব রাইগ্যা যায়া মনিকে ধইর‍্যা মারিচে।

এ্যারপর মনির মায় মনিকে কোইতাচে, তোকে এত কষ্ট কৈইর‍্যা মানুষ কোইর‍্যা বড় কোইরলাম আর তুই এহোন এত পাজি ওইচায।

১। অনেক ২। লুকিয়ে ৩। রাখা।

যই ওইক মনিকে মনির মায় খুব গাইল পাইরলো। তারপরে এইবাবে কয়্যাকদিন গ্যালো, মনির কামাই করা টাহাও ফুরায়া আইলো।

একদিন মনির মায় মনিকে দুইডো টাহা দিয়্যা দিচে আটে[1] আর কয়া দিচে দুই টাহার চাইল আনিস। মনি টাহা লিয়্যা আটে ম্যালা দিল। কতদূর যায়া এক জংগল পাইচে। তহন মনি জোংগলের মোদে যায়া পকেট থ্যা সেই জিনিষটা বাইর কইরা তার কৌটাডো খুলিচে। আর ওমনি সিদুরকন্যা বারায়া পরিচে মনি তহন তাকে কোইলো আমি আটে যাইতাচি, তোমার লাইগ্যা কি আনমু। সিদুরকন্যা তহন কোইচে আমার লাইগ্যা তিন চাইর পদের মিষ্টি আইনব্যা। তারপরে মনি আটে যায়া চাইল না কিনা দুই টাহা দিয়্যা তার সিদুরকন্যার লাইগ্যা মিষ্টি কিনা আনিচে। বাড়ীতে আইস্যা তার মার কাচে মিষ্টি টোপলাডো দিচে। তার মায় তহন চাইল মনে কইর‍্যা টোপলাডো খসাইছে। আর দ্যাহে যে টোপলার মোদে চাইলের কোন গোন্ধ বাসনা নাই, লোইচে খালি গোল্লা, সোন্দেশ, জেলাপী, পানিতাওয়া, চোমচোম। তহন মনির মায় মনিকে দোইর‍্যা হলা[2] আটি দিয়্যা বাড়ী[3] শুরু কোইরচে। বাড়ীর চোটে মনি মারে মারে কোইর‍্যা চিককুর ফালাইচে। তারপরে চিককুর পাইর‍্যা তার জামা-কাপড় লিয়্যা বাড়ীথ্যা একতোরে চৈলা গ্যালো। যাতি যাতি পতে রাইত ওইছে আর তহন মনি চিন্তা কোইরতাচে, এহন রাইত অয়া গ্যালো আমি কোনে যাই। রাইত কোইরা যদি এইবাবে আইটা যাই এ্যাকজন চোরবিল্যাও আমাকে দোইর‍্যা বাইন্দ্যা থুইবার পারে। আবার কেওলি আমার এ সিন্দুর কন্যাকে কাইর‍্যা লিবার পারে। এইবাবে মনি আইটতাচে আর চিন্তা কোইরতাচে। তারপরে আরও অনেক দূর গ্যাচে। যায়া দ্যাহে যে পতের কাচেই একটু বিরক্যাট[4] বোন। হেই বোনের মোদে একটো বড় গাচ আচিল। তহন মনি অস্তে অস্তে হেই গাচের কাচে গ্যালো। যায়া দেই-কলো গাচের মোদ্দেহানের ডাল পাল বেশ ছড়াইনা। তার উপরে উইঠ্যা বেশ আরামে হুইয়্যা থাহা যায়। মনি তহন অস্তে অস্তে অনেক কষ্টো কইরা হেই গাচের উপরে উইটলো। তারপর পকেটথ্যা হেই কোইট্যা খসাইলো। কোইটা খসায়া সিন্দুর কন্যাকে মনি কইতাচে, সিন্দুরকন্যা তোমাকে আইন্যাই আমার আইজ এই দশা। তোমার লাইগ্যা আইজ আমি হলা বাড়ী খাইলাম। দ্যাহো-চেন আমার পিটে কি ওইচে। এই কয়া মনি তহন গায়থ্যা জামা খসায় সিন্দুর

১। হাটে ২। ঝাড়ু ৩। মারপিট ৪। বিরাট।

কঁন্যার কাচে পিট আগাইয়া দিল। তারপরে সিদুর কন্যা দেইকলো, মনির পিট ফুইল্যা ফুইল্য গ্যাচে আবার জাগায় জাগায় দুই একটো হলা বাইংগ্যা লোইচে। সিদুরকন্যা তহন বাপ মার কাছে মনি মুক্তা, সোনা-দানা, টাহা-পয়সা চাইলো আর ঐ সব মনির বাড়ীতে বোঝাই অয়া গ্যালো। অতঃপর সিদুর কন্যার বাপ-মাও, এইগুলি দিয়া আরশে চৈল্যা গ্যালো। এ্যারপর মনি গোমে থ্যা চ্যাতন পায়া সিদুর কন্যাকে কোইল, ঐ বাড়ীগর কেবা কোইর‍্যা ওইলো। না, তুমি আমাকে অন্য কোন বাড়ীতে লিয়্যা আইচাও? তহন সিদুর কন্যা কোইলো আপনে যহন গোম আইচিল্যান তহন আমি আমার বাপ মাওকে ডাকাচিল্যাম। তারপরে আমার বাপ-মাও আইস্যা এইসব গরবাড়ী বানাইয়া দিয়া গ্যাচে। এইবাবে মনির আর সিদুর কন্যার দিন কাইট্যা যাইবার লাইগলো।

এক দিন মনি বাড়ীর বাইরে বারাইছে অমনি দ্যাহে যে, আড়ার মোদে মানুষ জনের আওয়াজ পাওয়া যায়। তহন মনি অস্তে অস্তে এক পাও দুই পাও কোইর‍্যা তাগারে কাচে গ্যাচে। আর দ্যাহে যে ম্যালা আহোল পাহোলেরা[১] গুলডাং খ্যালাইত্যাচে।

মনি তহন হেখানে খ্যালাইবার গ্যালো। খ্যালার সংগীদের মধ্যে থাইক্যা একজন কোইলো, মনির হাতে খ্যালায়া পারা যায় না। ওকে বাদ দিয়্যা দিলিইতো মিট্যা গ্যালো। তহন হগোলেই কোইলো এই কতাই ঠিক কাইলক্যা থ্যা মনিকে আর হাতে ল্যাওয়া নাই। মনি পরের দিন খ্যালাইবার আলিপারে আহোল পালের যে সরদার হেতি মনিকে কোইলো, মনি ভাই, আমরা আর তোমাকে হাতে লিমু না। তোমার হাতে খ্যালায়া আমরা পারি না। তহন মনি কোইলো এই খ্যলায় পার না। তাইতেই আমাকে হাতে লিব্যা না। তারপরে মনি আহোলের সরদারকে কোইলো, আমি তোমাকে একটো সোনার গুটি দিবো। তহন সরদার কোইচে আমাকে একটো দিলিতো ওইবো না। আমাগারে দলের কয়াকজনকেই একটো একটো কোইর‍্যা সোনার গুটি দ্যাওয়া লাইগবো। তাইতেই মনি স্বীকার কোইর‍্যা বাড়ি বিল্যা গ্যালো। বাড়ীত যায়া মনটন বার কোইর‍্যা বৈসা লোইচে। খাড়াইয়া খাড়াইয়া সিদুর কন্যা তাই দেইকচে। পরের দিন মনি সিদুর কন্যাকে কৈইলো, আজ কয়াকটা দিন ওইলো খালি গরের মোদে বৈসা থাকতি থাকতি আর বালো লাগে না। তুমি আইজ বাড়ীতে থাহো। আমি এট্টু খ্যালায়া আসি। তারপরে

১। রাখালেরা।

মনি তহন বাড়ীত থ্যা একটো সোনার মোহর লিয়া হেই আহোল পাহোলগারে হাতে খ্যালাইবার গ্যালো।

মনি খ্যালার জায়গা যায়া কোইলো, আমাকে তোমাগারে হাতে খেইলবার লিব্যানা? তহন মনিকে আহোলরা হাতে লিচে। মনি তাগারে হাতে খ্যালা শুরু কোরিচে। তহন মনির হাতে আর কেউলি পারে না। হগোলে কাটের গুটি দিয়া খ্যালে আর মনি খ্যালে সোনার গুটি দিয়া এইবাবে মনির হাতে আর কেউলি পারে না। তহন আর সব আহোলরা এক দিন যুক্তি কোইর‍্যা কোইতাচে, মনির হাতে আমরা তো আর পারি ন্যা। এহোন কি করা যায়। তহন ভাইবা চিন্তা রাখালের সর্দার মনিকে কইলো, আগামী কাল তুমি যদি সোনার সাতটা গুটি লিয়া আইসপার পারো, তাইলে খেলায় তোমাকে নিব নচেৎ তোমাকে খেলায় হাতে নেওয়া অইবে না। এ কথা হুইনা মনি বাড়ী যায়া মন ভার কইরা বৈইস্যা রইছে। কন্যা এ্যা'র কারণ জিজ্ঞাস কইরা সব জাইনা কইলো, বেশ তো, সাতটা সোনার গুটিইতো আরতো কিচু না, এরই লাইগ্যা তোমরা মন খারাপ? তুমি আইজ আমার কাচথ্যা সোনার সাতটা গুটি লিয়্যা যাও।

তারপরে সিদুর কন্যা মনিকে সাতটা সোনার গুটি দিয়া দিচে। মনি পরেরদিন সাতটো সোনার গুটি লিয়্যা খ্যালাইব্যারে গ্যাচে। যায়া সরদারকে সাতটো সোনার গুটি দিয়্যা কোইতাচে, এই যে সরদার ভাই আপনাকে সাতটো গুটি দিল্যাম। আমাকে কৈল খ্যালায় ল্যাওয়া লাইগবো। তারপরে গুটি দিয়্যা মনি তাগারে হাতে খ্যালো আরম্ভ কোরিচে এবং খ্যালা শেষ কইরা হে দিনক্যার মত তারা সব বাড়ী বিল্যা চৈল্যা গ্যালো। এইবাবে মনি আহোল পালের হাতে খ্যালাইবার লাইগলো। একদিন মনিগ্যারে দলের একটো আহোল তার সোনার গুটিডো লিয়্যা তার মার কাচে দিচে। তার মায় হেই সোনার গুটিডো লিয়া রাজার কাছে বেইচপার গ্যাছে। রাজার দারোয়ান মাছুলডোর কাছে এই সোনার গুটি দেইখ্যা কইলো, তুমি এ সোনার গুটি পাইলা কোনে? এই কতা কয়া দারোয়ান তহন হেই ম্যছুলডাকে রাজ দরবারে লিয়্যা গ্যাচে। হেখানে যায়া রাজাকে কোইচে রাজা মশায় একটো ম্যছুল আপনের কাচে একটো সোনার গুটি বেইচপার আইনচে। রাজা কোইলো, কৌত্ত হে ম্যছুল। তাকে আমার কাচে লিয়া আইসো। তহন দারোয়ান ম্যছুলডোকে রাজার কাচে লিয়া গ্যালো। হেয়ানে গেলিপারে রাজা

১। মেয়ে লোক।

ম্যাছলডোকে কোইলো, দেহি চেন তোমার সোনার গুটি। তহন ম্যাছলডো সোনার গুটি রাজার আতে দিল রাজা তহন ঐ গুটিন্যা দেইহা চুইমক্যা উইটলো। রাজা কোইলা, এ গুটি কোহানে পাইল্যা? এটাতো সোনার গুটি না। এডো সোনার মোহর। এডোর দাম আমাগারে দ্যাওর জো নাই। একটো মোহর পাঁচ রাজার ধন। এ সব জিনিষ কি কোন পতে গাটে পাওয়া যায়? তুমি এডো কোন থ্যানে আইন চাও, ঠিক কতা কও। আর তা যদি না কও আমি তোমাকে চোর বিল্যা জেলে দিমু। ম্যাছলডো তহন রাজাকে কইলো, এডো আমি আনি নাই আনিচে আমার ছল। রাজা তহন ম্যাছল-ডোকে কোইলো, তোমার হাতে আমি দুইজন চোহিদার দিয়া দিমু। তুমি এহোনই তোমার ছলকে এ্যাগারে হাতে পাঠাইয়া দিব্যা। ম্যছলডো তহন রাজার কতা স্বীকার কোইরলো। তারপরে রাজা তহন ম্যাছলডোর হাতে তার চোহিদার দুইজনকে পাটায়া দিল। তহন ম্যাছলডো চোহিদার দুই জনকে হাতে কোইরা তার বাড়ী বিল্যা ম্যালা দিল। বাড়ীতে যায়া তার ছলকে হাতে কোইরা আবার রাজার বাড়ীতে আইলো। তারপরে রাজা মশায় তহন হেই ম্যাছলডোর ছলকে কৈল তুমি এ সোনার মোহর পাইলা কোহানো? ঠিক কইর‍্যা আমার কাচে কও। তারপরে ছ্যারাডো রাজার কাচে কোইলো, রাজা মশায় আমরা রোজ চরার মোদে গরু বাচুর চরাই আর গুলডাং খেলি। আমাগারে হাতে আরও একটো ছ্যারা আইলো খেইল-ব্যার। তারই আতে আমরা এই সোনার গুটি দেকচি। আমরা সব খ্যালি কাটের গুটি দিয়্যা আর হেই ছ্যারাডো খ্যালে সোনার গুটি দিয়্যা। হে ছ্যারার হাতে আমরা খ্যালায় আর পারি না। তারপরে আমাগারে দলের সরদার ওকে বাদ দিয়্যা দিল। পরে মনি আমাগারে কোইলো, তোমরা যদি আমাকে হাতে ল্যাও তালী আমি তোমাগারে হগগলকেই একটো কইর‍্যা সোনার গুটি দিমু। পরে হেই ছ্যারাডো আমাগারে সাতটা সোনার গুটি দিল। তহন আমরা তাকে আবার খ্যালাইবার হাতে লিল্যাম।

রাজা লোকজন দিয়্যা হেই ছলডোকে দোইর‍্যা আইন্যা কোইলো, তুমি এত মোহর পাইল্যা কোনে? তুমি কার রাজ বাণ্ডারে থ্যা মোহর চুরি কোইর‍্যা আইন চাও। এবা একটো মোহর আমার বাড়ীতে নাই, আর তোমার বাড়ীতে এত মোহর আইলো কোন থ্যা। এই কয়া রাজা তাকে জেলে দ্যাওয়ার হুকুম দিল। তারপরে চোহিদার আইস্যা মনিকে রশি লাগায়া জেলে দিবার চাইলো। তহন মনি রাজাকে কোইলো, রাজা মশায় আমাকে

ভেলে দ্যান ফাসে দ্যান। আমি তাতেই রাজী আছি। তবে আমার একটো কতা আপনের হোনা লাইগবো। আমার কতাডা বান কি, আপনের রাজ্যের যত পয়পরামানিক আচে হগগোলেক হাতে কইর‍্যা আমার বাড়ীতে যাওয়া লাইগবো। তারপরে আপনে আমাকে যেহান ল্যান আমি তাতেই রাজী আচি। তহন রাজা তার উজিরকে কোইলো, উজির সাহেব এ ছলডো যহন কোইতাচে, তহন চলেন যাই দেহি ওর বাড়ীতে কি আচে না আচে। পরে রাজা মশায় তার উজির পাইক-পেয়াদা, চৌহিদার-দফাদার হগগোলকেই হাতে কোইর‍্যা মনির বাড়ীতে ম্যালা দিল। যাতি যাতি মনি যহন এক আড়ার মোদে যাইবার লাইগলো। তহন রাজা মশায় মনিকে কইলো, তুমি আমাগারে কোহানে লিয়্যা যাইতে চাও। এই আড়ার মোদে কি মানুষ বাস করে? এনা দেহি তোমার ছোটার মন। তুমি আড়ার মোদে যায়া এহোন পলাইব্যা। মনি তহন রাজা মশায়কে কোইলো, রাজা মশায় আপনে এত তেরাইশা[১] ওইল্যানক্যা[২]। আমার আতে তো দড়ি লাগায়া থুইচ্যান। আপনের চৌহিদার দফাদার আমার চতুর কোন লোইচে। তাও কি আমি এর মোদে থ্যা পলায়া যামু? তহন রাজা কোইলো, আচ্ছা চল যাই, তোমার বাড়ীই একবার দেইহ্যা আসি।

তারপরে মনি তাগারে হাতে কইরা লিয়া যেই তার বাড়ীর গেইটের কাচ যায়া খারা ওইলো, আর রাজা ওমনি তার চৌহিদারকে কোইলো, চৌহিদার শিগ্‌গীর মনির আতের দড়ি খসায়া দাও। তহন চৌহিদার মনির আতের দড়ি খসায়া দিল। মনি তার বৈঠকখানায় রাজা উজিরগারে বৈসপার দিয়া বাড়ীর মোদে গ্যালো এবং যায়া তার সিদুর কন্যাকে কোইলো, কতকগুলা মানুষ আইচে আমার বাড়ীত তাগারে কিছু খাইব্যার দ্যাওয়া লাইগবো। সিদুর কন্যা বালো বালো খাওয়ার জিনিষ তয়ার কৈর‍্যা দিল। এত্তোরে মনি যহন বাড়ীর মোদে গ্যাছে। তহন রাজা ও উজিরর‍্যা কোইতাচে, আমরা না জাইন্যা না হুইন্যা এই মানুষেক চোর বিল্যা বাইদ্যা লাইকচি। আমাগারে আবার বাইদ্যা না থোয়, যে রহম বাড়ী-গর দেইকত্যাচি। এ না জানি কত বড় বাদশার ছল। এই বাবে রাজা ও উজিরর‍্যা সব যার যার মত কওয়াবোলা কইরত্যাছে। তারপরে মনি রাজা ও উজিরগারে লাইগ্যা খাওয়ার সব জিনিষ

১। ভয় ২। পাইলেন কেন।

লিয়্যা আইলো। রাজা ও উজিররা তহন ওইসব খাওয়ার তা না দেইহ্যা আরও চিন্তা বাবনা কোইরব্যার লাইগলো। পরে খায়া দায়া রাজা উজিররা মনিকে কোইলো, আমরা না জাইন্যা না শুইনা একাম কোরিচি। তবে এর লাইগ্যা আমরা খুব দুকখিন। তবে আমি রাজা অয়া তোমাকে একটো কতা কবো, আমার কতাডো কিন্তু তোমার লাহা[১] লাইগবো। তখন মনি কোইলো, কি কতা আপনে কন আমার কাচে। আপনে একজন দ্যাশের রাজা। আর আমি আপনের পোরজা, আমি আপনের কতা লাকমুনা? তহন রাজামশায় মনিকে কোইলো, আমার একটো মেয়ে আচে। আমি আমার হেই মেয়েডো তোমার হাতে বিয়া দিব্যার চাই। তুমি তাতে রাজী আচাও নাহি? আমার কাচে করাল দ্যাওয়া লাইগবো। মনি তহন কোইলো রাজামশায়, তালি আপনের কাচে আমি দুই দিন সময় চাই। রাজা মনির কতামত দুই দিন সোমায় দিয়্যা বাড়ী বিল্যা চৈল্যা গ্যালো। মনি যহন বাড়ীর মোদে গ্যালো তহন মনির হেই সিদুর কন্যা কৈত্যাচে যে, সোমস্ত লোকজনকে আপনে খাওয়াইল্যান তারা সব কোন থ্যান আইচিল। মনি তহন তার সিদুর কন্যাকে কোইলো এ সব বেদের খবর। মনি কইলো, তাড়াতাড়ি আমাকে আগে বাত দ্যাওয়া লাইগবো। আমার খুব খিদ্যা লাইগচে। এহন তুমি চাইডডু বাত বরো তারপরে দুই জন একখানে বৈস্যা খায়া-দায়া হারাদিন বৈয়্যা গল্প কোরমুনি।

সিদুর কন্যা তাগারে দুই জনের লাইগ্যা বাত বাইর‍্যা এক সোমানে খায়া দায়া উইটলো। তারপরে দুই জনে বেচানায় শুইয়্যা তাগারে গপ্প জুইর‍্যা দিল। মনি তহন সিদুর কন্যাকে কোইলো এই যে, আমি আহোল পাহোলগারে সোনার গুটি দিচিলাম। হেই গুটি রাজার কাচে বেইচপার গ্যাচে। রাজা তহন আহোলগারে ঠ্যান শুইনচে। এসব গুটি আমি (মনি) তাগারে দিচি। তারই লাইগ্যা রাজা আমাকে তার রাজ দরবারে ডাইহ্যা লিয়া জেলে দিবার চাইচিল।

আমি তহন রাজাকে কোইল্যাম, রাজামহাশয় আমাকে জেলে দ্যান আর ফাসে দ্যান আমি তাতেই রাজী আচি। তবে জেলে দ্যাওয়ার আগে আপনের রাজ্যের সব উজির নাজিরগারে হাতে কোইর‍্যা আমার বাড়ীতে যাওয়া লাইগবো। রাজা তখন আমার বাড়ীতে আইচিল। আমাগারে বাড়ীতে আইস্যা ঘর বাড়ী দেইহ্যা রাজা আমাকে ছাইর‍্যা দিল। রাজা দেইকলো যার বাড়ীগর দালান-কোটা এই রহম, হে মানুষ কি চোর অইব্যার প্যারে? রাজা

১। রাখা।

আমার কাচে ঠগা স্বীকার কোইরলো। অতঃপর মেয়াকে বিয়্যা কইরবার কোইলো। আমি তহন রাজার কাচে দুই দিন সোমায় চাইলাম। তহন সিদুর কন্যা মনিকে কইলো, তুমি বিয়া কইরা ফালাও। তোমার তো আগে পাচে বিয়া করা লাইগবো।

মনি তহন সিদুর কন্যাকে কইলো, বিয়া কোরমু কি হামে। আমার কি বৌ নাই ? তহন সিদুর কন্যা কইলো, বৌ থাকলি কি ওইবো। আমি তো আজ আচি কাইল নাই। তোমাকে না আমার বাপে কোইচিল, মনি তুমি সিদুর কন্যাকে এহকালের মনে চাও না বারো বছরের জন্য চাও। তুমি না তহন আমাকে বার বৎসরের মনে চাইচিল্যা। তুমি কি তহন এহ কালের মনে চাইবার পাইরচিল্যা না ? এহন তুমি আমার লাইগ্যা পাগল অও। বার বচোর পার অয়া গেলি তুমি আর আমাকে লাইকপ্যার পাইরব্যা না।

মনি তহন সিদুর কন্যাকে কোইলো, তোমাকে আমি রাইকপ্যার পারি না পারি পরে পাচে দেকমু। এহন তুমি আমাকে কি বুদ্দি দ্যাও। আমি রাজার মেয়েকে বিয়্যা কোরমু না কোরমু না। সিদুর কন্যা তহন কোইলো, তুমি রাজার মেয়েকে বিয়্যা কর। তাতে তোমার কোন ব্যাকার ওইবো না আরও বালো ওইবো। দুই দিন বাদে মনি যায়া রাজাকে কোইলো, রাজামশায় আমি আপনের কথায় রাজী আচি। তারপরে রাজা খুব ধুম ধাম কোইর‍্যা মনির হাতে তার মেয়ার বিয়্যা দিল।

মনি বিয়্যা টিয়্যা কোইর‍্যা রাজকন্যাকে বাড়ীতে লিয়্যা আইলো। এত্তোরে সিদুর কন্যার বার বচোর পুরা অইলো। তহন সিদুর কন্যা মনিকে কোইলো, আমারতো দিন পুরা অইলো। আমি এহন চোইল্যা যামু। মনি তহন সিদুর কন্যাকে কইলো, তুমি চোইলা যাইব্যা ? আমি তোমাকে থুইয়া থাকমু কেবা কোইরা। আমি তোমাকে ছাইরা দিমু না। যেবা কোইর‍্যা লাহা লাগে আমি তোমাকে লাকমুই। তহন সিদুর কন্যা মনিকে কোইলো, বার বচোরের করাল কোইর‍্যা তুমি আমার বাপের কাচথ্যা আমাকে লাইকচাও। বার বচোর পার অয়া গ্যালি আমার বাপে আইসপো আমাকে লিবার। তহন কি তুমি আমাকে লাইকপার পাইরব্যা ? সিদুর কন্যার মুহে এইসব কতা হুইনা মনি তহন খান খান কৈরা কাইদা ফালা দিল।

তারপরে মনির কাদা দেইহা সিদুরকন্য কোইলো, তুমি কাইদোনা। তুমি যদি হাছি হাছি আমাকে লাইকপার চাও, তালানী আমার কথা হোন।

যেদিন কারথ্যা বার বচোর খোয়া যাইবো। ঠিক হেইদিন কারথ্যা তিনরাইত জাইগ্যা থাইকপ্যা। যদি গোম না আইস্যা তিনরাইত জাইগ্যা থাইকপ্যার পার তবেই আমাকে লাইকপ্যার পাইরবা। নচেৎ আর লাইকপার পাইরবা না। মনি তহন কোইলো, হে আমি পারবো তিন রাইত জাইগ্যা থাইকপ্যার।

এ্যারপরে একদিন কোইর‍্যা কোইর‍্যা মনি রাইত জাইগ্যা থাইকপার শুরু করলো। মনি প্রথম দিন রাইত জাইগ্যা থাহাতে হে দিন বগ রাজা আইস্যা তার সিদুর কন্যাকে লিব্যার পাইরলো না। তহন বগরাজ হে দিন ক্যার মত ফির‍্যা গ্যালো। আবার পরের দিন সিদুর কন্যা মনিকে কোইলো, আর দুই রাইত আছে। খুব পেরেসান অয়া রাইত জাইগা থাহা লাইগবো। তারপরে রাইত আইলো, মনি তহন তার সিদুর কন্যার কাচে হুইয়া লোইলো। কত ক্ষন থাহে থাহে, এটু গোম আসে।

তহন সিদুর কন্যা মনিকে দাহা দিয়া কয়, তোমাকে না কোইচি জাইগা থাহা লাইগবো। তুমি না এহনি গোম আইসত্যচাও। যদি গোম আস তালানী আর আমাকে পাওয়া লাইগবো না। তুমি গোম আসালিই আমাকে লিয়্যা যাইবো। আর বেশী দোরি নাই, এটু বাদেই আমার বাপে আইসাই আমাকে লিয়া যাইবো। তুমি গোম আইসোনা। আমার কাচে জাইগ্যা থাহো। তারপরে মনি সিদুর কন্যার কতামত জাইগ্যা থাইকলো। পরে বগরাজা আইস্যা দ্যাহে যে মনি আর সিদুর কন্যা পালঙ্কের পার বোইস্যা লোইচে। হে দিন বগরাজ খুব চেষ্টা কোইরলো। তাও লিবার পাইরলো না।

তারপরে বগরাজ মনের দুকে ফির‍্যা যায়া বগীকে কোইলো, বগী তোমার মেয়াকে আরতো আইনবার পাইরলাম না। তিনদিন আমার সোমায় আচিল, আইজ দিয়া দুই দিন পার অয়া গ্যালো। আর মারতোক এক রাইত এহন ছামনে আচে। যদি এই রাইতে আইনবার পারি তে তোমার মেয়া তুমি ফিরা পাইবা। নচেৎ তোমার মেয়া আর আনা যাইবো না। তহন বগী বগাকে কইলো, তুমি তোমার ছয় মেয়াকে সোমবাদ দিয়্যা লিয়্যা আইসা তাগারে হাতে কইরা সব এক সোমানে যাও। বগা তহন বগীর কতামত ছয় মেয়ার বাড়ী যায়া তার ছয় মেয়াকে বাড়ীতে লিয়্যা আইস্যা সব গটোনা খুইল্যা কোইলো। তারপরে বগরাজ তার ছয়ডো মেয়া হাতে কোইরা সিদুর কন্যার তালাশে ম্যালা দিল।

এতোরে সিদুর কন্যা আর রাজার মেয়া মনিকে খুব কোইরা বুজাইতাচে।

আজই কোইল তোমার শ্যাষ চেষ্টা। আইজ আর তুমি চোহের মটোক ফালাইব্যার পাইরবা না। দুই দিন আমার বাপে ফিরা্যা গ্যাচে। আইজ আর আমাকে থুইয়্যা যাইব না। এ্যারপরে মনি খায়া-দায়া সিদুর কন্যার কাচে হুইয়া লোইচে[১]। এত্তোরে বগরাজ তার ছয় মেয়া লিয়্যা আইস্যা সিদুর কন্যাকে ডাক দিল। ডাক হুইনা সিদুর কন্যা চুইমকা উইটলো। তহন সিদুর কন্যা উইট্যা তার মনিকে ডাক দিল। মনি তহন অঘোরে গোম আইচে। সিদুর কন্যা কত কোইর‍্যা ডাইকলো মনিকে, মনি আর উইটলো না।

এত্তোরে বগরাজ সিদুর কন্যাকে ডাহে। সিদুর কন্যা তহন তার বাপের কাচে এ্যাকবার যায় আবার ফিরা আসে। তার বাপকে কয়, বাবা এট্টু খারা[২] অন। আমার কানের দুল থুইয়া আইচি। এই কয়া সিদুর কন্যা আবার গরের মোদে যায়া দ্যাহে যে মনি গোমেই লোইচে। তহন সিদুর কন্যা এক গরাপানি মনির বেচানার পার ডাইলা দিলো। তাও মনি গোম থাইহা উঠে না। আবার সিদুর কন্যার বাপে তাকে ডাহা লোইলো। সিদুর কইন্যা তুমি আর দেরি কইরও না তাড়াতাড়ি আইসো। তহন সিদুর কন্যা আবার তার বাপের কাচে আইলো। আইসা কতদূর যায়া আবার কোইলো, বাবা আবার এট্টু খারা অন। আমার কাপড় একখানা থুইয়া আইচি। এই কয়া সিদুর কন্যা আবার মনির কাচে যায়া খুব কইরা দাহাইলো।[৩] তাও মনি আর উইটলোনা। দুই রাইত জাইগ্যা মনি হ্যাষের রাইতে আর চৈত্যান পাইল না। সিদুর কন্যা তহন মনির আরাক বৌকে কোইলো, রাজকন্যা মনিকে তো আমি আর জাগাইবার পারলুম না।

এত্তোরে রাতও পোয়া যাইবার লাইগলো। আমার বাপেও আমার লাইগ্যা উরাতারা লাগাইচে। আমি আর দেরী কোইরব্যার পারি না। তবে তোমাকে একটো কতা কয়া যাই। মনি গোমেথা উইটা যদি আমাকে না পায় তহন মনি তো পাগল অয়া যাইবো নে। আমি আমার এই শাড়ীকাপড় লিয়া গ্যালাম। যে পত দিয়া আমি যাব হেই পতেই কাপড় এট্টু এট্টু কোইরা ছিরা্যা ফালা দিয়া যামু। মনি গোমেথা উইটলেই তুমি তাকে কোইও, সিদুর কন্যাকে তার বাপে লিয়া গ্যাচে। সিদুর কন্যা তার একখান শাড়ীকাপড় লিয়া গ্যাচে আর হেই হাড়ী ছিরা্যা ছিরা্যা হারা পতেই ফালা দিয়া যাইবোনে। যা হক, রাইত অস্তে অস্তে পোহায়া গ্যালো।

১। রয়েছে ২। দাঁড়ান ৩। ধাক্কা দিলো।

তহন মনি গোমেথা মোচোর ছাইর‍্যা উইট্যা তার সিদুর কন্যাকে উটকান লোইলো। সিদুর কন্যাকে না পায়া মনি তহন কাইদবার লাইগলো। তারপরে মনির বৌ আইস্যা মনিকে কোইলো, আপনে এত পাগল ওইলান-ক্যা। আপনেকে আমরা দুইজন গোমেথ্যা উটোইব্যার লাইগ্যা কত পেরা পিরী কোইরল্যাম। আর কিছুতেই উটোইব্যার পাইরলাম না। আপনেকে উটোইব্যার লাইগা সিদুর কন্যা খুব কণ্ট কোরিচে। আপনের দোষে আপ্নে তাকে আরাইচ্যান। এহোন আপনে এই পত দিয়া চৈল্যা যান। দেইখপ্যান যে সিদুর কন্যার হাড়ীর ত্যানা হারা পতেই পোইর‍্যা লোইচে।

ঐ ত্যানা দেইহা যদি ঠিক বাবে যাইবার পারেন তালানী তাকে পাইব্যান। তহন মনি তার সিদুর কন্যার লাইগ্যা বাড়ীত-থ্যা বারায়াই পতে দ্যাহে যে সিদুর কন্যার কাপড়ের ত্যানা। হেই ত্যানা দেইহা দেইহা সিদুর কন্যার খোঁজে মনি যাওয়া শুরু কইরলো। যাতি যাতি এক জংগলের কাচে যায়া দ্যাহে যে এক যুগি একটো বড় গাচের তলে যোগে বোইস্যা আচে। তহন মনি যায়া হে যোগীকে কৈল, পোরভু আমার একটো কতা হুইনবা ন্যা। তহন যুগি মনিকে কোইলো, তুমি কে বাচা আমার এহানে। আমি নিচিন্ত মনে যোগে বোইসা আচি আর সাতদিন বাকী আচে আমার যোগ শেষ অওয়া। আর এহন তুমি আমার যোগ বাইংগা দিল্যা। আমি তোমারে মোন্নি[1] করি। তহন মনি যুগির কাচে কাইনদ্যা কাইনদ্যা কোইলো, পোরভু আমাকে আর মোন্নি দিবেন না। আমি এমনি এক মোন্নি পাইচি। তারই লাইগ্যা জৈইল্যা পুইরা মৈরতাচি এবং বাড়ীগর ছাইর‍্যা আপনের এহানে আইচি। পোরভু, আইজ আপনে যদি আমাকে না বাচান তালানী আমার আর বাচার উপায় নাই।

তহন মনিকে যুগি কোইলো, তুমি কাইদোনা। তোমার কি ওইচে আমার কাচে কও। এ্যারপর মনি তার সিদুর কন্যা চৈল্যা যাওয়ার কতা খুইল্যা কইলো। পোরভু তহন মনিকে কইলো, আমরা পাঁচটো ভাই আচি যোগে বইস্যা। তুমি এই পাটা[2] দিয়া চৈল্যা যাও তাকে পাইবানে। তারপরে মনি আবার হেই পাটা দিয়া যাওয়া শুরু কোইললো। যাতি যাতি মনি আরাকটা যুগিকে পাইলো। তারপরে যুগির কাছে গেলি যুগির যোগ বাইংগা গ্যালো। যুগি তহন কোইলো, আমার মারতোক ছয়ডো দিন

১। অভিশাপ ২। রাস্তা।

বাকী আচে। তাই আমার যোগ শ্যাষ অয়া যায়। এহুন তুমি আমার যোগ বাইংগা দিলা। আমি তোমাকে মোন্নি দিবো। তহন মনি কোইলো, হুজুর আমাকে মোন্নি দিবেন না। আমি আমার সিদুর কন্যার শোকেই দ্যাশ ছাড়া। আপনের ছোট বাইই আমাকে আপনার কাচে পাঠাইচে। আপনে দয়া কইরা আমার সিদুর কন্যার খোজ কইর‍্যা দ্যান।

তহন যুগি কইলো, আমি তো তোমার সিদুর কন্যার খবর জানি না। তুমি আমার আরাক বাইর কাচে যাও। দ্যাহুগ্যা একটো ঝোপের আউড়ালে যোগে বোইস্যা লোইচে। তুমি এই পত দিয়া গেলিই পাইবা। তহন মনি হেই পত দিয়্যা যাওয়া শুরু কোইরলো। যাতি যাতি একটো ঝোপ পাইচে। ঝোপের কাচে যায়া দ্যাহে যে এক যুগি বোইস্যা লোইচে। মনি যুগির কাচে যায়া পোরভু বোইল্যা যেই ডাক দিচে আর ওমনি যুগি যোগ থ্যা উইর‍্যা বোইচে। আর ঘুইরাই দ্যাহে যে একটো ছেইল্যা মানুষ।

তহন যুগি তাকে কোইলো, তুমি কে ? এই অসমায় আমার কাছে আইছ্যাও। আর আমার মারতোক পাঁচটো দিন বাদ আচে যোগ শ্যাষ অওয়ার। এই পাঁচটো দিন গেলিই তাই যোগ শ্যাষ অয়া যায়। আর এমন সোমায় তুমি আমার যোগ বাইংগা দিল্যা। আমি তোমাকে মোন্নি দিব।

তহন মনি কইলো, হুজুর আমাকে আপনের কাচে পাঠাইয়া দিচে আপনের ছোট ভাই। তহন যুগি কইলো, আমার ছোট বাই তোমাকে পাঠাইয়াচে ? তহন মনি কইলো, হে হুজুর। আপনের ছোট বাইর কাচে আমি গেছিলাম হেতি আমাকে আপনের নিকট পাঠাইচে। তহন যুগি কইলো, তুমি কি হামে আইচাও আমার কাচে। মনি তহন তার সিদুর রাজকন্যা আরায়া যাওয়ার সবকতা খুইল্যা কোইলো। যুগি তহন মনিকে কোইলো, তুমি ব্যস্ত ওইও না। আমার আরাকটা বাই আচে ঐ আড়ার মোদে। তারই কাচে যায়া তোমার সব কত কও গা। তাই তোমার সিদুর কন্যার তালাশ কোইর‍্যা দিবোনে। তহন মনি আবার রওনা দিল আরাক যুগির তালাশে। যাতি যাতি বির‍্যাট একটো আড়া পাইচে। হেহানে যায়া দ্যাহে যে এক যুগি যোগে বোইস্যা আচে। মনি যুগির কাচে খাড়া অয়া যেই পোরভু কইয়া ডাক দিচে। আর অমনি যুগির যোগ বাইংগা গ্যাছে। যুগি তহন যোগে থাইহা উইট্যা মনিকে খুব রাগ দ্যাহাইচে। আমার আর তিন দিন বাকী, এই দিনগুলা পার অয়া গ্যালিই আমার যোগ সাধন শ্যাষ অয়া যায়। আর তুমি আমার যোগ বাইংগা দিলা। তোমাকে আমি মোন্নি দিব। আমি কে তুমি চিন ?

তহন মনি কইলো যে, আমার তো কোন দোষ নাই। আপনার ছোট ভাই আমাকে পাঠাইচে। যুগি কইলো মনিকে, তুমি কিসের লাইগ্যা আমার কাচে আইচাও। মনি কইলো, আমার সিদুর কন্যা আমার কাছ থ্যা তার বাপ-মায় নিয়্যা গ্যাচে। তারই লাইগ্যা আমি আপনের কাচে আইচি। আপনের চাইর ভাইয়ের হাতেই দেখা অইচে, তারা হবাই আপনের কতা কইচে। তহন যুগি কইলো, আমি যে সব কতা কয়া দিমু। হে হব কতা মাইনবার পাইরবা। যগি তহন কইলো, সিদুর কন্যা নরলোকে নাই। সিদুর কন্যা স্বর্গলোকে চৈল্যা গ্যাচে তার ছয় বুইনের হাতে। তারা সব স্বর্গলোকে বগীব আরশে আচে। ঐ যে চরার মোদে একটো পুহুর দ্যাহা যায়। ঐ পুহুরে সিদুর কন্যারা সাতটো বুইন রতে চৈর‍্যা আইস্যা নায়া-দায়া চৈল্যা যায়। সিদুর কন্যারা পুহুরের কাচে একটো গাছের তলে তাগারে সাতটো রত থুইয়া পুহুরে লাইব্যার[১] যায়। যহন তারা সব পুহুরে লাইব্যার যায়, তহন তুমি আমার এই সোনার কাটিডো তাগারে রতে ছোয়ায়া দিব্যা। এরপর তুমি যহন চৈল্যা আইসপা, তহন সিদুর কন্যারা তোমাকে ডাইকপো। তুমি তাগারে মুহে[২] ফিরয়া চাইও না। যদি তুমি ফিরয়া চাও, তা অইলে তুমি পুইড়া ছাই অয়া যাইবা। যুগি তহন মনিকে সোনার কাটিডো আতে দিয়া ঐ সব কতা কয়া দিলো। তহন মুনি সোনার কাটিডো আতে কইরা পুহুরের কাচে যায়া ভাল কইরা পুহুরটা দেইহা আইলো।

এ্যাকদিন পুহুরের কাচে হেই গাচটো আউড়ালে পলায়া লোইলো। মেলেকক্ষণ[৩] বাদে সিদুর কন্যারা রতে চৈরা স্বর্গলোকে থ্যা নরলোকে নাইমা গাচটোর কাচে রত থুইয়া পুহুরে লাইব্যার গ্যালো। তহন মনি যায়া সিদুর কন্যাগারে রতে সোনার কাডিডো বালো কইর‍্যা ছোয়াইয়া আইলো। এ্যারপর গাচটোর আউড়াইলে পলাইয়া লোইলো। তারপর সিদুর কন্যারা আইসা কাপড় চোপড় পিদ্যা রতে উইঠ্যা হারলি হগোলের রতই স্বর্গে ম্যালা দিল। সিদুর কন্যার রত আর যাইবার পাইরলো না। সিদুর কন্যা তহন রতের পার বোইস্যা কাইনতাচে।

সিদুর কন্যার কানদা হুইন্যা গাচের আউড়াল থ্যা মনি বার য়া সিদুর কন্যার কাচে আইলো। এত্তোরে সিদুর কন্যার আর ছয় বুনই কতদুর যায়া দেইকচে, ক্যারে আমাগারে ছোট বুইনে কোউ। তাকে তো দেহি ন্যা। তারা হগলেই সিদুর কন্যার খোজে আবার হেই পুহুরের কাচে আইলো। তহন

১। গোসল করতে ২। দিকে ৩। অনেকক্ষণ।

সিদুর কন্যার ছয় বুইন ওকে দেইহাই দিশা পাইচে। ঐ লোকই তো সিদুর কন্যার রত আটকাইয়া লাইখচে। তহন ওরা ছয় বুনেই মনিকে ডাই-কলো, এই ছ্যারা তুই যাইস না। একটা কতা হুইনা য', তোর বালোর লাই-গ্যাই কোইতাচি। আমাগারে কতা হুইন্যা যা তোর বালো ওইবো। এই বাবে সিদুর কন্যার ছয় বোইনের ডাহা ডাহিতে মনি ওগারে বিলা ফিরা্যা চাইচে আর অমনি মনি পুইর‍্যা ছাই অয়্যা যুগির কাছ দিয়া উইড়া যাইবার লাইগলে যুগি তহন আহাস[1] বিল্যা চায়া দ্যাহে যে ছাই উইর‍্যা যাইতেছে। এ সমায় তো ছাই উইর‍্যা যাওয়ার কতা না।

এ ছাই আর কারও না, এ ছাই হেই মনির। যুগি কয়াকটো ছাই দোইর‍্যা ঝারা পোচা কোরিচে। আর ওমনি মনি তাজা ওইচে। তার পর যুগি মনিকে কোইলো, কি বাচা আমি ন্যা তহনই কোইচি তুমি এ কাম পাইরব্যা না। তুমি এহন বাড়ী বিল্যা যাও। তহন মনি যুগির পাও পাচরা দৈরা কোইলো, হুজুর আর একটো বার আমাকে দ্যাহেন। আমি আর তাগারে বিল্যা ফিরা্যা চামুনা। এইবাবে মনি যুগির পাও দোইর‍্যা কারু বারু করাতে, যুগি তহন মনির কতায় রাজী অয়া আবার মনিকে সোনার কাটি দিয়্যা দিল। তারপরে মনিকে আর একটু পানি পৈরা খাওয়ায়া দিল আর কয়া দিল, এহ্ন আর সিদুর কন্যার বুইনেরা তোমাকে কিচু কোইব্যার পাই-রবো না। মনি তহন যুগির পায় হ্যালাম[2] কোইর‍্যা আবার হেই পুহুরের কাচে গ্যালো এবং হেই গাচডোর আউড়ালে পলায়া লোইলো। যথা হমায় সিদুর কন্যার বুইনেরা আইস্যা পুহুরে লাইব্যার গ্যালো।

তহন মনি তাগারে রতের কাচে আইস্যা হগোল রতে তার সোনার কাটি ছোয়াইয়া দিয়া গাচের আউড়ালে যায়া পলায়া লোইলো। তারপরে সিদুর কন্যারা সাত বুইনে লায়া[3] আইস্যা রতে উইটলো। কিন্তুক রত আর চলে না। তহন তারা সব বিষম চিন্তায় পোইলো। এ তো আর কেওরি করে নাই কাইল যে ছওয়াডোক পুরাইয়া দিচিলাম, হেই ছলডাই[4] এ কাম কোরচে। সিদুর কন্যারা তখন সব যার যার মত তাকে উইটকাইব্যার লাইগলো। মনি তহন ওগারে দেইহ্যা গাচের আউড়ালে থ্যা বারাইলো আর তাগারে কোইলো, তোমাগারে কি ওইচে তহন সিদুর কন্যারা কোইলো, তুমিই আমাগারে রত থামাই চাও তুমি ছারা আমাগারে রত আর কেউনি ঠ্যাকাইবার পাইরবো না। এই সব কতা কয়া সিদুর কন্যার বুইনেরা মনিকে পোড়াইয়া মারার চেষ্টা কোরিচে কিন্তুক পারে নাই। পরে মনিকে তারা

১। আকাশ ২। সালাম ৩। গোসল ৪। ছেলেটা।

কোইলো, তুমি আমাগারে রত ছাইর‍্যা দ্যাও। তোমার মনের আশা আমরা পুন্ন্ কোইর‍্যা দিব। তহন মনি কোইলো, কাইল ও তো আমার মনের আশা পুন্ন্ কোইর‍্যা দিবার চাইচিল্যা। হ্যাষে এমন কোইর‍্যা মনের আশা পোড়ায়্যা দিল্যা যে ছাই অয়্যা উইর‍্যা গ্যালাম। আইজ আবার মনের আশা পুন্ন্ কোইর‍্যা দিব্যা। আমি তোমাগারে পুন্ন্ আর চাই না। এই সব কতা কয়্যা থুইয়্যা মনি অস্তে অস্তে আটা দিল। তহন সিদুর কন্যারা দেইকলো, এহোন না বিপদ অয়া গ্যালো। তহন তারা হগোলেই যায়্যা মনির আতে পায় জরায়্যা দোইরলো। এ্যারপর মনিকে কোইলো, তুমি যা কোইব্যা আমরা তাই হুনমু। তহন মনি কোইলো, আমি তোমাগারে ছোট বুইনডোকে চাই। যদি তোমরা তাকে দ্যাও তালানী আমি তোমাগারে রত ছাইর‍্যা দিমু। তহন সিদুর কন্যারা কোইলো, তোমার হাতে আমাগারে ছোট বুন সিদুর কন্যাকে বিয়্যা দিমু। তহন মনি কোইলো, তোমরা যদি পাচে বিয়্যা না দ্যাও তহন আমার উপায় ওইবো কি। তহন সিদুর কন্যারা কোইলো, তুমি যদি এতোই অবিশ্বাস কর, তালানী সিদুর কন্যার আতের এই আংটিডো তুমি লিয়া যাও।

এই কয়া সিদুর কন্যার আতে থ্যা আংটিডো মনির আতে দিয়্যা দিল। তারপরে মনিকে কোইলো, তুমি এহন আমাগারে রত ছাইড়া দাও। তহন মনি পুহুরের থ্যা এক চৈল পানি আইন্যা সিদুর কন্যাগারে সব রতেই ছিটাইয়া দিল। এ্যারপরে সিদুর কন্যারা রতে চৈর‍্যা স্বর্গলোকে চৈলা গ্যালো। আর মনি সোনার আংটিডো লিয়্যা যুগির কাচে গ্যালো। যুগির কাচে যায় তাকে কৈাইলো হুজুর সিদুর কন্যাকে আমার হাতে বিয়্যা দ্যাওয়ার রাজী ওইয়া তারা আতের আংটিডো আমাকে দিয়্যা দিচে। তারা কাইলক্যা আমাকে লিয়্যা যাইবো স্বর্গলোকে। তহন যুগি মনিকে কয়া দিল, মনি তোমাকে সোনার কাটি দিলাম। এই কাটি দিয়া তোমার মনের আশা পুন্ন্ কোইরব্যার পাইরব্যা। তুমি যহন যা চাইব্যা তহন তাই তোমার কাচে আইশা পোইরবো। এই সোনার কাটিডো কিন্তু খুব সাবধানে রাইখো। যা হক, যুগি মনিকে এই সব কতা কয়া দিল।

পরের দিন মনি আবার হেই পুহুরের কাচে যায়া হেই গাছের তলে বোইস্যা রোইলো। তারপরে সিদুর কন্যারা কয়াক বুইন রতে চৈর‍্যা আইস্যা পুহুরের কাচে তাগারে রত নামায়া থুইয়া ব্যাবাক মিলাই পুহুরে থ্যা লায়া দায়া রতের কাচে আইলো। আইস্যা দ্যাহে যে, মনি সিদুর কন্যার রতের পার উইট্যা বইস্যা রোইচে।

তহন তারা মনিকে কোইলো, তুমি কি আইজই আমাগারে হাতে যাইব্যা? মনি কোইলো, হে আমি আজই আপনেগারে হাতে যামু। তারপরে তারা যার যার মত রতে উইটলো। সিদুর কন্যা আর মনি একরতে উইট্টা স্বর্গলোকে চৈলা গ্যালো। তারপরে তারা হগোলেই মনিকে কোইলো, তুমি কি হোত্তি হোত্তিই সিদুর কন্যাকে বিয়্যা কোইরব্যা? মনি কোইলো, হে আমি বিয়্যা কোরমু। তহন সিদুর কন্যার আর ছয় বুইনে কোইলো মনিকে, তুমি যদি বিনা আগুনে বাত আইন্ধ্যা খাওয়াইবার পার তালানী তোমার হাতে সিদুর কন্যাকে বিয়্যা দিমু। আর তা যুদি না পার তোমার হাতে বিয়্যা দিমু না। তহন তারা হগোলেই যার যার আইস্যালে চাইল উঠায়া দিল। আর সিদুর কন্যার আইসাল মনিকে দিল। সিদুর কন্যার বুইনেরা মনিকে কোইলো, আমরা যখন আগুন জ্বালাই ঠিক তখন তুমিও আগুন জ্বালাইবা। তারপরে হগোলেই আগুন জ্বালাইলো। আর মনি ও তার আইস্যালে সোনার কাটি ছোয়াইলো। আর অমনি মনির আইসালও জ্বইলা উইটলো। এ্যার ফলে হগলের চাইতে মনির ভাত আগে অইলো। এইভাবে মনির হাতে সবাই পরাজিত অইয়া সব বুইনেরা মিল্যা মনির হাতে সিদুর কন্যাকে ধুমধামের সহিত বিয়া দিয়া দিলো। তারপরে মনি সিদুর কন্যাকে দ্যাশে লিয়া সুহে সোংসার কোইরতে লাইগলে। এই হানেই হাস্তোর হ্যাষ অয়া গ্যালো।

হিয়ালের হাস্তোর

সংক্ষিপ্ত কাহিনী :

এক বনে ছিল এক শিয়াল আর এক শিয়ালনী। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে মুরগী আনতে গিয়ে শিয়াল ফাঁদে আটকা পড়ে প্রাণ হারায়। নিরুপায়া শিয়ালনী স্বামী হারিয়ে খুব বুদ্ধিওয়ালা শিয়ালের সঙ্গে বিয়ে বসতে চায়। তখন এক শিয়াল শিয়ালনীকে বলে যে, আমার খুব বুদ্ধি আছে। শিয়ালের কথা বিশ্বাস করে অতঃপর তার সাথে বিয়ে হয়। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পর তাদের চার-পাঁচটা বাচ্চা হয়। একদিন এক বাঘ শিকারের সন্ধানে বের হয়ে শিয়ালের কাছে আসে। বাঘকে দেখে শিয়াল পালিয়ে যায়। এরফলে শিয়ালনী শিয়ালকে খুব জব্দ করে। শিয়ালের বাচ্চা খাওয়ার জন্য আর একদিন বাঘ বানর মামাকে পিঠে করে নিয়ে আসে। সেদিনও বাঘ শিয়ালের বাচ্চা খেতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে যায় এবং পথে বানরের মৃত্যু ঘটে।

কাহিনী শুরু

এ্যাক দ্যাশে আচিল এ্যাক হিয়াল আর হিয়ালনী। এ্যাকদিন হিয়াল হিয়ালনীকে কয়, আচ্ছা আমি তো লিত্তি দিনই গাওয়ালে যাই আর গাওয়ালে থ্য সব মাচ-মাংস আইন্যা আইন্যা তোমাকে খাওয়াই। এ্যাতোকাল তো তোমাকে খাওয়াইল্যামই। কিন্তু এ্যাহোন তো আর তোমাকে খাওয়াইবার পারি না। তুমি এ্যাহোন এট্টু গাওয়াল করার চেষ্টা কর। তা না ওলিতো আমি আর বাচিনা! তহন হিয়ালনী কোইলো, বেশ আইজ কার থ্য কয়্যাক দিন জিরায়া[1] ল্যাও। আমি এট্টু চেষ্টা কইর্যা দেহি, তোমাক কামাই কইরা খাওয়াইবার পারি নাকি। তারপরে দুই দিন গাওয়ালে যায়া, খালি মুহে ফিরা আইলো। তহন হিয়াল খাওয়ার জোগার কইরবার পাইরলো না। তহন হিয়াল কইলো, হিয়ালনী তোমাকে দিয়া আর কোন কাজ ওইবোনা। আইজ দুই দিন যায়। তুমি গাওয়াল

১। বিশ্রাম।

কোইরতাচাও কোন খাওয়ার জেগার ওইলোনা। তুমিও আটতি আটতি আদমরা ওইল্যা। আর আমিও না খায়া খায়া মৈলাম। তোমার আর গাওয়ালে যাওয়া লাইগবো না। তুমি বাড়ীত থাহ। আমি গাওয়ালে যাই দেহি খাওয়া জোটে কি না। তারপরে হিয়াল হিয়লনীকে বাড়ীত থুইয়া গাওয়ালে যায়া, এ্যাকটি গেরস্তের বাড়ীত থ্যা, এ্যাকটা মুরগী দৈরা আইনচে। কিন্তু মুরগী আইনতে কালে গেরস্তো তার পাইচে। পরের দিন গেরস্তো এ্যাক ফাঁদ পাতিচে। এস্তোরে[১] হিয়াল আর হিয়ালনী মুরগী খায়া খুব আনন্দ কোইরতাচে। পরের দিন রাইতে হিয়াল আবার হেই গেরস্তোর বাড়ী গ্যাচে। হেখানে যায়া খোপের মৈদে যেই মুখ দিচে আর অমনি হিয়ালের গলায় ফাঁদের দড়ি আইঠক্যা পড়িচে। তারপর হিয়াল খুব লাফা-লাফি কইরচে। তাবাদে বাড়ীর মানুষ সব উইঠা হিয়ালকে বাইর‍্যা মাইরা ফালাইচে। এ্যারপরে রাইত শ্যাষ অয়া যায় হিয়াল আর বাড়ীতে আইসে না। দেখতি দেখতি রাইত পোয়াইয়া গ্যালো। হিয়ালনী হিয়ালের লাইগা ব্যাষোম চিন্তায় পইরা গ্যালো। হিয়ালনী হারাদিন কানদা কাটি কইরলো। তাও হিয়াল আর বাড়ীত আইলো না। তারপরে হারাদিন আন্তর হিয়ালনী রাইতে হিয়ালের তালাশে গাওয়ালে যায়া দ্যাহে যে হিয়ালকে মাইরা বাড়ীর দোপে ফালায়া থুইচে। হিয়ালনী হিয়ালের কাচে যায়া কানদা কাটি কইরবার লাইগলো এবং মলেক[২] রাইতের সমায় বাড়ীত ফিরা্যা অইলো। সোয়ামী নাই। শিয়ালনী আবার লিহ্যা বইসপার চিন্তা কইরবার লাইগলো। অবশেষে পরের দিন হিয়ালনী বাড়ীতথ্যা বাড়াইলো। যাতি যাতি এ্যাক জোগলের কাচ যয়া এ্যাক হিয়ালের সাথে দ্যাহা অইলো। হিয়াল তহন হিয়ালনীকে কোইলো, হিয়ালনী কোনে যাও। হিয়ালনী কইলো, আমার সোয়ামী মইরা গ্যাচে। আমি তাই লিহা বইসবার যাইতাচি। হিয়াল তহন কইলো, আমারও তো বৌ নাই। আমিও লিহা কইবার যাইতাচি। আমাগারে দুইজনের এ্যাকই অবস্থা। কাজেই ল্যাও এ্যাহন আমার সাথে লিহা বইসো।

হিয়ালনী তহন হিয়ালকে কইলো, তোমার সাথে লিহা বৈসবার আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তোমার বুদ্ধি কয়ডা তাই আগে হুইনা লেই। তার-পরে লিহা বইসমুনী। তহন হিয়াল কইলো, আমার এ্যাক বুদ্ধি। হিয়ালনী কইলো, তোমার সাথে আমার লিহা বস্যা ওইলোনা। হিয়াল কইলো, কি ওইলো

১। এদিকে ২। অনেক।

যে, আমার সাথে লিহা বসা যাইবো না। তহন হিয়ালনী কইলো, তোমার যে এ্যাক বুদ্ধি তাই। যার তিন বুদ্ধি তারই সাথে আমি লিহা বোসমু। এই কয়া হিয়ালনী হিয়ালের কাচ থাইকা আরাক তোরে[১] ম্যালা দিল। তারপরে হিয়াল দেইখলো যে, হিয়ালনী সেই আমার উপর দিয়া বাজী মাইরা গ্যালো। দেহি আমি হিয়ালনীকে লিহা কইরবার পারি না কি? হিয়াল জোংগলের মৈদে দৌড়াইয়া[২] যায়া হিয়ালনীর আগে পতের পার বৈসা লোইলো।[৩] হিয়ালনী যেই হিয়ালের কাছে আইলো, তহন হিয়াল হিয়ালনীকে কইলো, হিয়ালনী তুমি কোনে ম্যালা দিচাও। হিয়ালনী কইলো, আমি লিহা বইসপার যাই-তেছি। হিয়াল কইলো, আমি ও তো লিহা কইবার যাইতাচি। তুমি আমারই হাতে লিহা বইসো। হিয়ালনী হিয়ালকে কইলো, তোমার সাথে তো লিহা বোসমু কিন্তু তোমার কয়ডো বুদ্ধি। হিয়াল তখন কইলো, আমার এ্যাকছালা বুদ্ধি। হিয়ালনী তহন কইলো, আমি তোমারই সাথে লিহা বোসমু। তারপরে হিয়ালনী হিয়ালের সাথে লিহা বোইসলো। এইভাবে হিয়াল আর হিয়ালনীর বেশ আনন্দেই দিন কাইট্যা যাইবার লাইগলো। পরপর হিয়ালনীর পাঁচটা ছাও ওয়া গ্যালো। ছাও এ্যাক রহম জরজরা[৪] ওইচে। এ্যাকদিন হিয়াল আর হিয়ালনী তাগারে ছাওয়াল নেয়া লিয়া বনের মোইদে বোইস্যা লোইচে। তারপরে দ্যাহে যে, বনের মোইদে দিয়া এ্যাক বাঘ আইসতাচে। বাঘ না আসা দেইহা হিয়ালনীর খুব বয়[৫] অইলো। এ্যারপরে হিয়ালনী হিয়ালকে কইলো, তুমি যে এবা[৬] কোইর‍্যা বোইস্যা লোইলা, বাঘে না ম্যাহোন তোমার ছাও খায়া ফালা দ্যায়? তোমার না এ্যাক ছালা বুদ্ধি, এ্যাহোন বুদ্ধি খাটাও। তহন হিয়াল বাঘকে না দেইহা, ভয়ে এ্যাহোন পলায়। হিয়ালনী তহন হিয়ালকে কয়, কেবা হিয়াল তোমার এ্যাকছালা বুদ্ধি থাকতি, তুমি এ্যাহোন পলাতে চাও। তোমার ছাওয়াল বাঁচাও। হিয়াল তখন কয় হিয়ালনীকে, আমার কোন বুদ্ধি নাই। তুমি এ্যাহন যা পার তাই করো। তারপরে হিয়াল হিয়ালনীকে কইলো, তোমার বুদ্ধি নাই। বেশ চুপ থাহো। আমার বুদ্ধি আমি খাটাই। দেহি ছাওয়াল পাওয়াল বাচাইবার পারি না কি।

তারপর বাঘ যেই ম্যাহাবারে[৭] কাচে আইছে আর হিয়ালনী তার ছাওয়ালগুলাকে মাইর ধৈর শুরু কোইরা দিচে। এ্যাকটাকে থাপ্পুর দ্যায়, এ্যাকটাকে ঘাও দ্যায়। এই রহম মাইর ধৈর কইরাতে হিয়ালের ছাওগুলা

১। অন্য দিকে ২। দৌড়িয়ে ৩। রইলো ৪। বেশ বড় হলো ৫। ভয় ৬। এমন ৭। একেবারে।

ম্যাওরা ম্যাওরী কইরা কানদা শুরু কইরা দিল। তারপরে হিয়ালনী তারু ছাওগারে কয়, তোরা য্য হেনি কানদা কাটি আরাম্ভো কইরা দিলি। তোগাকে লিয়া আর আমার বাচার উপায় নাই। বাঘ কাচে আইসেই লোইক। বাঘ ধোরমু জবো কোরমু। তারপরে নাদমু।[১] এ্যারপরে তোগারে খাওয়ামু। আর তোরা এ্যাহোনী[২] এই উৎপাত লাগালি। বাঘ না হিয়ালীর ওইসব কথা হুইনা ঝাইর‍্যা দৌউর। দৌড়াতি দৌড়াতি এ্যাক বন ছাইড়্যা আরাক বনের মোইদ্যে গ্যাচে। যায়া এ্যাক বানরের সাথে দ্যাহা, বানর বাঘকে দেইহা কয় মামা, মামা। আপনে এ্যাতো দৌড় পারেন ক্যা? কি ওইছে আপনের। বাঘ তহন কয় আর ও কথা হুইন্যা লাভ নাই। আমাকে হিয়াল জবো কইরা খাওয়া লোইচিল। বানর বাঘের ঐ কথা হুইন্যা কয়, মামা। এই হিয়াল অয়া আপনেকে খাইবার চায়. এই কথা কি গায়ে সয়? হিয়ালের এতোদূর সাহস যে বাঘের গোস্তো খায়। চলেন মামা আমার সাথে। দেহি হিয়ালের কত সাহস। বাঘ আর বানরের সাথে যাতে চায় না। বাঘ কয় না ভাগনা তুমিই যাও। আমি আর যামু না। বাঘ বানরকে কয় তুমি আমাকে লিয়া হিয়ালের কাচে দিয়া তোমার মত তুমি পালাইবানে। আর তহন আমার যান[৩] লিয়া হিয়ালরা কইরবোনে টানাটানি। বানর তহন কয়, না মামা। আমাকে যদি এতোই অবিশ্বাস করেন। তাইলে আপনের গলার হাতে আমাকে বাইদ্যা ল্যান। বাঘ তহন বানরকে তার লেইজের সাথে বাইদ্যা আবার হেই হিয়ালের কাচে ম্যালা দিল। যাতি যাতি হেই বনের মৈদে গ্যালো। যায়া দ্যাহে যে, হিয়াল আর হিয়ালনী তার ছাও পাও লিয়া বোইসা লোইচে। তরপরে হিয়াল আর হিয়ালনী বাঘকে দেইহা ভয়ে থোতমোত খায়া গ্যাচে। হিয়ালনী কইতাচে হিয়ালকে, তোমার সাতে লিহা বোইসা আমার নিজের যান তো যাইবোই। আমার ছাওয়াল পালের যানও যাইব।

হে দিন এ্যাক বাঘ আইচিল। আমি বুদ্ধি খাটাইয়া বাচিচিলাম। আর ছাওয়াল পাওয়ালগু লাও বাচাইচিলাম। আইজ আমার কোন বুদ্ধি নাই। তুমি আমাকে লিহা করার সোমায় কইলা যে, আমার একছালা বুদ্ধি আচে। আর আইজ তোমার এই সব কথা। হিয়াল তহন হিয়ালনীকে কইলো, হিয়ালনী আমার কোন বুদ্ধি নাই। এ্যাহোন তোমার যা বুদ্ধি তুমি হে বুদ্ধি খাটাও। হিয়ালনী তহন হিয়ালকে কইলো যে. তুমি ভয় পাইও না। আমি যা করি তা কোরমুনি। তারপরে বাঘ আস্তে আস্তে যহন এ্যাহোবারে কাচে আইলো। হিয়ালনী তহন হিয়ালকে কইলো. তুমি ছাওয়াল পাওয়ালকে

১। রান্না করা ২। এখনই ৩। প্রাণ।

খালি কাঁদাইবা। হিয়াল তখন তার ছাওয়ালগারে মারা শুরু কইরলো। এ্যাকটাকে থাপুর দ্যায়, এ্যাকটাকে ঘা দ্যায়। এই ভাবে সব ছাওগুনাকে মারা শুরু কইরলো আর ছাও গুনাও হাউ মাউ কইরা কাঁইদবার লাইগলো। তার পরে বাঘ যহন এ্যাহাবারে কাচে আইলো। হিয়ালনী তখন বাঘকে কইলো, আইস তোমাকে আর খাতের নাই আইজ। আইজ দুইদিন যায়। আমার ছাও-পাও সব না খায়া আছে। তোমাকে আইনবার কইছি পাঁচটা বানর আর তুমি এ্যাকটা বানর লিয়া লাস্তি লাস্তি আইসত্যাচাও। আইজ বাঘ আর বানর এক সোমেতে তাজাই খাবো। বানর না হিয়াল-নীর ঐ কথা হুইনা, বাঘের পিটে মাইরচে দুই তিন থাপুর। থাপুর খায়া বাঘ ঝাইড়্যা দৌড়। এ্যামন দৌড়ই দিল বাঘ যে, চোহের পলকে চৈলা যাইবার লাইগলো। বাঘ চৈলা যাওয়াতে হিয়াল আর হিয়ালনী খুব খুশী অইলো। তার পর বাঘতো বানরকে গলায় বাইদা লিয়া দৌড়ের তালেই আচে। বানর খালি ক্ষ্যাতের আইলের পার দিয়া বাড়ি খাতি খাতি যাইতাচে। বাড়ির চোটে বানর কইতাচে বাঘকে, মামা আইল, আইল আইল। বাঘ বানরের কথা হুইনা মনে কইরলো, হিয়াল মনে হয় পাচে পাচে আইসতাচে। বাঘ হেই ভয়ে আরও জোরে দৌড় দিতাছে। দৌড়াতি দৌড়াতি অনেকদুরে[১৪] যায়া দ্যাহে, বানর মৈরা এ্যাহা-বারে[১৫] ত্যানা ত্যানা অয়া গ্যাচে। তার পর বাঘ গলার দড়ি কামড়ায়া ছিড়া বানরকে থুইয়া এ্যাক বনের মোইদ্যে চোইলা গ্যালো। আমার হাস্তোর শ্যায অয়া গেল।

১৪। অনেকদুর ১৫। এ্যকেবারে।

ময়ূর কাতারের কিচ্ছা

(উপজাতীয় ভাষায় প্রচলিত একটি লোক গল্প)

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

রাজা তার ছোট ছেলেকে ময়ূর উপহার দেন। এতে অন্যান্য রাজকুমারেরা তাঁকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ছোট রাজকুমার ভয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে এক মালিনীর ঘরে আশ্রয় নেয়। রাজকুমারকে পেয়ে মালিনীর সংসারে উন্নতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজকুমারের সাথে রাজকন্যার প্রণয় ঘটে এবং রাজা তাকে আটক করেন। অতঃপর যুদ্ধ বিগ্রহের পর রাজকুমার জয়ী হয়ে রাজ কন্যাকে বিয়ে করে।

কাহিনী শুরু

ডকনো বেইনো সাতউনা কালের মেঞ্জার আনু, বাটেব কিহি হাতী ঘর কেককা চিছা যারএ কাকেকবব পূজা ময়ূরববন কেককা চিছা, আহিন পিটিৎ চাবছ আনিদ আহ বাঙ্গিয়া। অরুত রাজা ববজা আহ আটকুড়া রাজা মেঞ্জা মাইল ববজা আদিকি বাগানে কি ফুপ বিডিয়া আ মাকেক বংকা এককা মাইলানীকি বাগানের ঘুরার কুদদিয়া। আনঙ্গি রাখাল মাক্কের আদি অতচার নিবংকি বাগানের ফুপ বিডরা। বিশ্বাস নানাল কি আহ আবাচেবন নি নাম মিয়া রাজবাড়ী কি অরুৎ বাকরে আবিজ এককা আর মাকেকন টুণ্ডকা বারচাকা মাইলানী আউডা ইগজফি এবকি টুণ্ডকো নিঙ্গকি বানানেমা ফুপ পিডরা। আদু এককি টুণ্ডাক কিরকি বারছেকি আমছেকি নভরেকি সিন্দা নেকেনং আডরেকি ক্ষাড়িয়নি ক্ষাডিইনি এককি চুণ্ডি তানি আঃ রাজা তানগানদে মাইলানীকি বাগানেত অকনা মাইলানী এককি আহিন আউডি নিহু দেওয়েই মাল্লা দেবতায় আনকো আর মাকেক আওড়া, এননো দেওয়েন অহমাতান দেবতান আহ মালতান দুহদ এংগে আওড়া সে অমুক ফুল বাগানে। নিঙ্গাক ক্ষলি মাইলানী ডকি আছি যাহাক এককা ফুপান আজ তককি ফুপা ঘাডছেকি চিসি আতছি আঃ রাজা তাংগাছে মেনজেহের। তবে আলি নিনু নেকে ফুগা ছিইনি আনকো আহু আউডা এনু উজিরে নাজিরে আর রাজা বাহান এংকি ফুপা চিইন। আনকো আনু পানছুন বিনি সুতাকি পুনা বাড়ছাকার মাইলানীকি ডালানো কিছা। মাইলানী আহ পুনান উজিরে নাজিরে রাহান চিছেকি চুডাকি বিনি সুতাকি পুনান রাজ বাড়ীনে চিচা। রাজা তাংগাদি আ বিনা সুতাকি পুনা টুণ্ডকি আওডা দিনে নিতো গাড়ছে কি অন্দ্ররণি ইনা আওর কি বিনা সুতাত গাড়ছে কি অন্দ্রাতি নিংগেই পুনান গাড়ছে চিচা এংগেন তেংগাতো আনকো মাইলানী ইন্দ্রা যাহা তেংলা আংদি রাজা তাংগদি মাইলানীকি ফুপ ডালানো উল্লা তিক্ষলান আরপেসা বিরছেকি মেঞ্জা ক্ষুদি বিছরেকি উটে চিস্থা। আনছি মাইলানী বাগারনি আড়গিক কিরকি এককিয়া স্বাভাকিক এককি রাগারকি আওড়া এনু অরতেং নি ডকতান আকাড়া রাজা তাংগাদি নেখুতেন নেখুতেন নাগাত ক্ষাটাটিয়া আরই মাক্কে বারচোকো ইনা ক্ষুদি তিখিলান খাটলিয়া আনকি দুয়ার ডালান খইয়া।

ডালান খুইয়কো পিসতেন তে তিক্ষান্ন আর পেশা উরুক্ককো ততারি আসবেন পেতেকি বিতেকি আদেকি, আমতেকি নড়াকি আ মাক্ষেন নাপা-তার নানা দিনে মাখনদি আডরিহি ফুপা পেতাকা আ, মাক্ষে বিনা সুতাত পুনা বাড়চাকা মাইলানী টেটুনী রাজা তাংগা দিক তেয়া চিচ্চা।

রাজা তাংগাদি আপুনা জিমকি মাইলানীকি মেঞ্জাহেরি আরে নিঙ্গহারান নে ডকি যে এংগে লাগচেকি দিনেনেহি বিনা সুতাকি পুনা গাড়ছে তেই, ঐ আনকো মাইলানী আউডি আরে নেজাহা মাল্ল্যা এংডকি তাংগাদে এংবাহান বারছা ডাকনা আহ এঙ্গেই পুনা গাডছা খাটনা। আনকো রাজা তাংগাদি লেডরা টেটুকি কাড়াঙ্গি ছাপা আর তিনা টেটুকি টুনিছাপা কিছুরোক মাই-লানী টেটুনো আ মাক্ষে বাহাক তেয়ো চিচ্ছা। কাড়াঙ্গি আর চুনি ছাপেকি মানে মেঞ্জা আন্ধার রাতি আর রিলিফ নিতি রাতি। আন্ধার বাতিনো আমাক্ষে রাজা তাংগাদি বাহাক একানা আর রিলিফ নিতি রাতিনো আছি বাহাক একখানা।

যে দিনেন তো রাজা তাংগাদি আ মাক্ষে টেটুকি ছাপে চিচ্ছা আ মক্ষে টেটুকি ছাপে চিচ্চা আ দিনেন। আদিকি ওজন দু ফুপা ফুপ সমান মেঞ্জা। রাজা যে দাওয়ানো টুণ্ডিয়া যে তাংগাদিকি ওজনে দু ফুপা ফুপ, মেঞ্জা আ দাওয়ানো রাজবাড়ীকি চারি ফিকো বন্দ নানামিয়া। খালি রাজবাড়িকি মেচ্চেতে পানছান ফাক আজেংগিয়া। আমাক্ষে আপান্দা নানি রাজা তাংগাদি বাহাক ময়ুরে এককিয়া বারচ্চা। আদাওনো রাজা তাংগাদি ওজনে কিরমেকি বাডভিয়ৎ লাগগিয়া।

আদাওয়ানো রাজা অরুত পেলমাক্ষন তাংগাদি ক্ষাপোৎ ওজেঙ্গগিয়া পারে নেকনে যাহা ধারিয়া লাওনা। শেষে নো রাজা পানন বুদ্ধিন আরো যে তাংগাদিক দাড়ি জাবান আর গাংজিনে বালকে আওকা চিচ্চা। আঃ বাতিনহ পারে আঃ মাক্ষে রাজা তাংগাদি বাহাক এককিয়া। পারে রাজা তাংগাদি আহি লাগচেকি পানি সজচেকি গেছি কিছা আ এককো রাজা তাং-গাদি আউডা নিনু ইনা এংগকি সাজিক আরগোমা উহ নিংগকি পানি কাডি আছেন পেতে মক্ষকেকিরকে এককা আনকো যাহা আহু মাইলানী জোর নানকা যেই আদিকি সাজিক আরগিয়া আর আহিকি দাড়ি ডাবানো রংএ ক্ষাপরা রাজা তাংগাদি টুণ্ডিয়া যে ইনোর বিপদে আলু আহিন আউড়া শিঘ্র

নিনু দাড়িন ধোপক চিইওকা আহে যদি ইরং এন এক্সিকি বাবা টুগুাডি তানু নিঙ্গগেন ক্ষতে পিঠেনি। আনকো আহু শিঘ্রর এককা ধোপান আউডা। ধোপা ভাইয়ে নিনু এংকি ই ছাড়িন ইনতে মাক্ষা মাঝি হি কাজকে ক্ষাইতারকে কাটেনে ধোপট দাড়িন ও চাকা গাঙ্গানো পরক্ষতারকা কিছাকা টান্নিন অনককা রাতিন মাঝিহি কাজলা। মাক্ষনি রাজা টুগুনা যে গাঙ্গানো আ রংএ ভাগারকি বারি আদা উয়ানো রাজা আহিক মালেরনি আউডা নিম এককের টুগুাকা ইক মালেকি আউগিনতে ইং রংএ ভাষা রকি বারি। আহিন ধারাছের অন্দরেকের এংগেন এদো বালোহি ক্ষাহেনের। রাজকি হুকুমে জিমকার মালের বেদনের এককা টুগুানার তানু ধোপা অরগিনতে আ রংএ ভাষারকি বারি আন্দদি আসরে এককার আ ধোপান ধারছাকার বাজনেরি কাজনোর ক্ষহ্য পোহেরার আইনা আইনার আকাড়া ধোপা আউডানা ভাইরে নিমু এংগেন বাজমাতানু এনু ই-মালেন নিমে ছারিইতারা চিহন ছেকা। আনবো আসরের আউড়ার রাজকি হুকুমে এমনিংগেল তেইৎ ললনাম এমমু নিংগেননি ক্ষতা পিটাম ধোপা বারবার বেগারতা মেনজকো রাজাকি মালের আউডার তাহালে শিঘ্রি আউডানে ই দারিং নিংগে কাজত চিচ্চা। আনকো ধুপা আউডা যে রাজবাড়ীনো মাইলানী ফুপা চিই আদিকি তাংভাইয়ি তাং গাছে কি ই—দাড়ি নমু আইন দারছের অন্দ্রনা। রাজাকি মালের আদাওয়ানো ধুপান তেইয়াকার আ মাইলানী বাহাক এককিয়ার। এককার আউডার মাইলানী রাজাকি হুকুমে নিংগ বাহান যে মাকেক ডকনা আহিন দারছা অইয়ৎ লাগেনি।

আনকো মাইলানী রাজাকি সাবা মেঞ্জাকি আ মাক্কেন এদে চিচ্চা। রাজাকি মালের আহিন ধারছাকার পেহেরার আছ'র পেহরা অচ্চাকার দিগন্ত মাঠোনো আহিন, রাজাকি হুকুম মতন ক্ষতা পিটানার আর কি। আদাওয়ানো আ মাক্কে আউডানো ভাইসবের এংগেনতো নিমু রাজাকি হুকুমো পিটেনোর পরে, ক্ষেই আগদি এনু নিম বাহান পানন আবদার নান কি, আনকো রাজাকি মালের আউডার আচ্চা আউডা ক্ষেই আগদি নিমু ইন্দ্রা চাহইনে।

আফাডা আহু আউডনা এংগেন পিটকের তো মানদেনের তবে আগদি নিমু আ কাডিন আরগা আনকো কাডিন আরগকো আহু আউডনা এংগে-

নতো ইনেনোর পিটেনের তবে ক্ষেই আগদি পানন চামে পাড়ান আনকা পামে পাড়ত লাগগিয়া। চামেনো আহ্ তাংকিন ময়ুর পুজান বিকনা, আনদি পুজান আবিহি আত্তগিনতো হি পামোৎ আউডি নিন রিকন সবুর নানান, নিননে সিকলিত এংগেন চঞ্জক অকতারকে এককতে আ নিকলিন এনু খলৎলও মালতান আদেন কানিৎ লওছিলেহি নিংগ বাহাক এককান হাজির মেননান। ইবিজ ময়ুরে সিক্কলি কচ্চাৎ চেষ্টা নানি পারে কচ্চাৎ আর লও মালাৎ আকা। অনেক জরাজরি মেঞ্জকি ক্ষেপন সিক্কলি ক্ষাচ্চকি উড়িয়ার কি তাংগকি মালিকে বাহাক হাজির মেঞ্জা।

হাজির মেঞ্জাকি উড়িয়ারনি তাতিং আনকি আহিন পেতেকি মেরগগিক উড়িয়ার কি এককাকি কাচ্চারা। রাজাকি মালের আহিক শামে মেঞ্জকার এমন সত্য মেঞ্জার নে এনপারি আহিন পুজাপোতে আচ্চা আছেন আ তারের আগলার লাহা। চুড়ি আডানো টুগুনার তানু আ মাকেক আর বেইও আদাওয়ানো আতারের রাজান এককার আউডার যে রাজা মহাশয়ে এ এমতো আ মালেন ধরে ছাতাম ঠিকি হি পারে ইকনি তে এম মাঝতেনতে বংকা কাছরা আছেন আউড লললাম। রাজা আকাবরে মেঞ্জাকা আউডা নিমু কোন কা জেকি মালের মানতের আহি বাদলা নিম মেননি ক্ষহত লাগেনি আনকা আঃ তারের নি ক্ষতা পিটটিয়া।

ময়ুরে তাংকি মালিকেন অচেকি দেশী দুনিয়াকি ময়ুরেন বিককি অন্দরকি আঃ রাজাকি রাজবাড়ীন ধ্বংস নামাতো লাগগিয়া আদাওয়ানো রাজা কাশারনো দড়ি বিজরা কা টেট্টু জোড় নানকা আউডা বাবা ময়ুরে যা অড়গা দুয়ারিন ধ্বংস নানতি আর নান মা এনু এংগাদি সাতু নিংকি মালিকেক মেঞ্জা নিচইয়ান আংকো যাহা টামারলা। আদাওয়ানো রাজা তাংগাদিন আউড়া দেকা দুদু নিন এককি চিলা আনদা হয়তো ময়ুরে আর দালানেন নেকেন ধ্বংস লাগলেনি আনকো রাজা আউডা, ময়ুরে ই রাজ বাড়ী নিন যা কটতি বা ধ্বংস নানতি আর নাননো মা, এন অউভ্রাডিন নিন এককিকি নিনকি মালিকেন আউডাকা এনু আহি মাতু বেঞ্জারান আনকো ময়ুরের টামারা। উড়িয়ার কি এককিকি আদিকি মালিকেন পেহেরে বারাজা।

রাজা তাংগাদি সাতু বেঞ্জে মেঞ্জে মেনেছ কি এনা বাছুরি পরে অরুত মাক্কে মেঞ্জাআরা এনা বাছুরি পরে আর অরুত মেঞ্জা। লেসমানো জরস মাক্কের মেঞ্জার আকাড়া ময়ুরেদ আউডি রাজ তাংগাদি তবে ইননোর দেশিক কিরকা এককোত লাগেনি আতে এনু নিমেন পেহেরা উড়িয়ার কান এক্কত লোলানাম আনকো। ময়ুরে কি মালিকে রাজান এককা আউড়া রাজা মহাশয় তবে নিঙ্গ বাহাননো যা ডকতান ইননোর এনুদেশিক কিরকা এক্কান আমকো রাজা আউডা ঠিকে বেয়ই। নিমু সাজারা আনকো আহু এক্কা তাংকিন যা যা বেচ্চা শ্বশুরেকি চিইপে শত হাতী ঘড় পেহারকা রাজ বাড়ীনতে ময়ুর নেমচ্চা আড়গকা দেশি বিজ উড়িয়ারার একনার একনো একনো রাজা তাংগাদি যখন সামদ্রেকি মাচি আডিসিয়ার আদাওয়ানো তাং ওড় গাওয়েন আড়ে এংগে তো পুড়া নুনজু চর্চা তবে ময়ুরেন আউডা আ সামেদ্রেকি দ্বীপে নো এতরেনি আনকো ময়ুরেন আউডোকো ময়ুরে দ্বীপেনো এৎরা। দ্বীপেনো এৎকা গাহারন পরেহি রাজা তাংগদি আর অরুৎ মাক্কে যারমারা। মাক্কেন জিমকি রাজা তাংগাদি আউডি তবে নিনু এককে চিচান আর কানকা পেহেরে বারোকা আতে যে রকম পান নিয়ে চিচান আউগুররো মালকো নে যাহা উজলেই আনকো তাং অড়গইশে কানকান সার চিচচান অন্দ্রদি ময়ুরে পেহেরাকা এককিয়া। আর তানু মাক্কের নি অকতারকিতেনা নেকেন নড়ৎ গাঙ্গান এককিয়া। আদৎ যে দাওযানো গান্দাক একৎতিয়া আকাশ পানন সাওদাগরেকি জাহাদে আ পাঙ্গান বারচা আ জাহাদে পো অরুৎ সাওদাগরে আককিয়া, আহ আ তেনা নড়ু পোল মাক্কোন টুণ্ডাকা আদে কি রূপে কি বাহারেত পাগলার কা আদিন জোর ননকা জাহাদেনো পেতেকা পেহেরা আচ্চা। ইবিছ চিচান আর কানফা অন্দত এককো ময়ুরেন পানি জারেনো অকতারকো ফিরো মাল্লা মাক্কে অহান দুধি কিড়েতে অলুগনা আ মালবালো দ্বীপেনো আ তিনজেন মাক্কের ছাড়া মালবংশ বেইলা। আদ্বীপে কি আ পারে পানন মোষ ক্ষেপ-দুবেচা, আ ক্ষেপনো অরতু মোষে ওককিয়া আহিক মাক্কের খাদের বেইলার।

আহিক দিকেহি বারদি বেচ বাড়দি গাঙ্গা পাড়েনে চরারা, পালেকি মাক্কেন খাইবেচা আ খাইদু আঃ খররো মাক্কে অলগগিয়া আদেন মেঞ্জেকি

গাঙ্গা কাটকি দিনেনিহি দুধিন আনবেদ বারছা আদিন তেনতে দুধিকন জিময়া।

পারে দু-ধিয়ে ইন্দ্রিক কমমেনি আছেন আর বুঝিয়াৎ ললনা, ছুপাদু যখন মেলা দিনমেঞে এককিয়া আদাওয়ালা তাং নিজেহি মাটেক বাড়দি পেহেরাকা চারা তারত এককিয়া। টুণ্ডান আনকা যে, দিনেনিহিনে বাড়দি দুধিন আনকা যে. দিনেনিহি নে বাড়াদি দুধিন পিককি. আইহি। আনকা নুড়ুরকা আককিয়া দুধিন। সামামতন খাইদু গাঙ্গান অগকি কাটকি দুধিন আনন্দ এককিয়া আদেন ঘোয়াড়ে গাটেন কি টুণ্ডিয়া।

টুণ্ডিয়ায়ে আহিকি থাহদু দ্বীপেকি অরুত না বালক মাক্কেন দুধি আনদি। আদেন টুণ্ডাকা আহ অড়গিক এককা ঘোড়ানিন আহওনার আরে পনেন সাবা, ঘোড়ারনি আউড়ি ইন্দিরশাবা আনকো আউওনা নিনু পানন কাজে ক্ষুদদ লড়েনি ইন্দির কাজে আনকো নামেতো মাক্কের খাদের যেইওর। তবে নিনু যখন ক্ষেপিন দহি বিশৎ একেনি আকড়া পুড়ানো পানন কাঠা নেজকি ঘুরার কেতো। ইন্দ্রিক আনকো ঘোওয়াড়ে আউড়া এনু অরুত মাকেক জিমতান সাহিন নামু এন্দ্রেকেই পসএই। আদিনেনতে ইগজাহ ঘোওয়াত নি কাঠা নেজকি ঘরারি মালের মেঞেহের নার ঘোওয়ারনি ইন্দ্রির মেঞা নিংগে আননো আউড়ি ইন্দ্রাকাদাদ পারমানিকি ইচ্ছা, ইনদি-নিতো মাকেকর আছের মেনলার বুড়া কয়, সোনা পরামানিক কাজে হয়তো মাকেকর যাদের ফোপার ইপাদু মাল্লেক নি কিছু আউডা খুদদিয়া।

আদি কিছুদিন পরে ঘোড়ায়ে আ দ্বীপোক তিনজনে মাকেকর নি পেতা অড়গিক পেহেরা সন্দ্রা অন্দাকা আর মানোন লাগগিন ঘোওয়ারনি অড়গিন তো অওগনেহি দিনদিন বাড়িড্য স্নাগিয়ার।

আতিনি অওকালের যে সমানো বাওছার আদাওয়ানো ঘোয়াড়ে আর ঘোওয়াড়নি পাছছিয়ার অনন্দি আ সরের হি স্কামচাকার পাছ পাছগেরনি লাপত্যরনার আহকুঞ্জতা ঘোওয়াড়ে অওগফবিটে নেহি। অরুত সওদাগরেকি অওগ বেজা ঘোওয়াড়ে আ: অওগনোহি দারওয়ানী কাজে ঠিক নানকা চিচ্চা পারে আ অওগনিহি আ মাকেকর তেইন সাওদাগরে অন্দ্রা অজেংনা

আদেন নেযাহা আহমালার। দিনেনি তিনি উণ্ডাকালের আ সাওদাগরে কি বাড়ীন পাকপনার গাটিনতে সারুইয়ে মাকেক ততরি কাম্রানা আনদি বেড মাকেক দিনেনিহি কাতা তেংগেলে কান্দর তারাকা তামধেও অন্তকালের ক্ষাপগিয়ার। আপদেহি দিনে নিহি লাননাত লাগগিয়ার পরে তো দিক দিনেহি মেঙ্গাতো তানদি আনদি সাহাস নানকি আসবের নি ইন্দ্রা যাহা আউডাত ললনা পারে আ তারিক তরনং মশন টুণ্ডকি বিকননার উগ-লারা যেই তারের এংগিকি মাকেকর। আদু আ তারের নি তেহ তামাবাকো তারকিন সাবান মেঙ্গেহেরান আনি পারে সুযুগেন আর জিমম'লা। আননি তাতনি হি দিনন বেড মাকেক সারয়ে মাকেক রনি তেহ তামরাকো তারকিন সাবান আউডনা, আর কি আউডনা যে, নামকি বাউয়া দুধু তারের বেত লোক রই মেঙ্গার পারে বাউয়া দেশিক এই মেঙ্গ আঃ দিনে হি নামকি ডমনা পাওন মেন্জা খুশিতে মেন্জা আনদি বড়িয়া চিচান আর কানকান অন্দ্রত এককিয়া, এককি আর কিরলা আর দুধু গাঙ্গাক এককি আর কিরলা আবদি নাম ই মোর ডকনেই আ ঘোয়াড়ে পেতা অন্দ্রাকা পাসিইনা এ ঘোওয়াড়ে নামকি বাউয়া মাল্লা বেত মাকেক যখন ইসা সাবান তাংড তারেরনি আওডা আওড়া তেহ চিগচিগেতি মেন্জা মেঙ্গেকি বুঝহা যে ইতারেরই আংকি মাকেকর আনকি আর লাহ্যনানত লোওলা।

আদু গাপনা আ তারেরনি আউড়ানে যারা এননি হিসকিং দুধুন। নিন যে ইনো নিংডো তারেরিন নিমকি বাউয়া দুধু তারকি সাবা আউডে তের আদ এন সাতু ঘটেদি মিলারদ ইননোর যে সাওদাগরে কি অড়গা ক্ষাপনের আহ এংগেন গাঙ্গা বিটেনতে জোর নানকা পেহেরা অন্দ্রা। আদে দিকেহি সাবান আউডা মাখনদি ঘাকেকর ঘোওয়ারে অড়গিককিরকার এককার আউডনার যে, নিমতো এনকি বাউয়া দুধু মালতের আনকো ঘোওয়াড়নি আউডি মালা রাউয়া নিমাই এমকি মাকেকর নে আউডা যে নিম এমকি মাকেকর মালতের আনকো আতাবের আউডনার মালা নে যাহা আউড মালার এমু এমু এনকি হবুন জিমতাম সাওদাগরে কি অওগনো ডকি আদু এমকি দুধু। আনকো ঘোওয়াড়নি বাই তাই নানকি নামমিয়া আরজেদ নাননিয়া যে, পানন পকরি আরগা আর পকরিকি এই পারে নিমইলেনের এনু আর সাওদাগরে অওগনো ডকি আদু বাজন

ইলাম। আ পারেরন তে এমকি দুধু পিক্কম। যে মালীন নিমকি দুধু আদি কি দুধি পকরিকি আমমান কাটকি নিমকি তরক করেনি। আনকো ঘোওয়াড় নিকি সাবা মতন পানন পকরি সারগে মেঞ্জা।

দেশী দুনিয়াকি মালের যে দিনে আসল তেহ্ পরীক্ষা মেনেননি আদিনে বারচার এতো মালের আদিনে বারচার যে আদিকি হিসাবে ধেইড।

তারপর আরাস্ত মেঞ্জা পরীক্ষা পকরি কি বাজন ইচ্ছার তিন জেনে মাকেকর আর বাজন ইজার জড়স তেহর। তারপর আরাস্ত মেঞ্জা দুধি পিক্কে আসল তেহকি দুধিন পিকরিয়া আ সাত সাতেহি পকরিতি আম্মান কাটরি আপারেন ইলু তিনজেল মাকেকর কি ইবিজ চিচান আর কানকা অন্দত এককো ময়ুরেন পানি জারেনো অতারকো রাখান মাকেকর চিচালা গাতারকা ময়ুরেকি পাকড়া ক্ষমতারা আনদি আর আডিনংতে বারত লড় মান্নার ইলো তেহ অজিনা। তরখ করছা আর ঘোওয়াড়নিকি দুধু অহ উরুমালা মাকেকর কি তরথ আহ্ করলা। আ দিনে প্রমাণ মেজা যে, সওদাগরে অওগনো ওফি আদি আ তারের কি আসল তেহ আর ঘোওয়াড়লি তেহ মালা। মাকেকর আসল তেহন আদিনেনতে জিময়ার তারপর ইবিজ আঃ মাকেক কি তামবাকো ময়ুরেকি পাকড়া উরুককো ইদেশীন আঃ তারেরনি বেদিন তাতিন আনকা অনেক দিন পরে আর তার বাহাক অডিসসিয়া ময়ুরে টুণ্ডকি চিনচা, চিনচকো ঘোটের হাতেহি জানাশোনা মেঞ্জাকো দিনন ঘোটেরনিহি ময়ুরের মেচা পেতাকা সাওদাগরে অড়গিংতে আপনদেশীক অককার খুদকের এককার লাপনার আঁইতা।

বাংলায় রূপান্তর

এক দেশে এক ছিল রাজা। রাজার সাত ছেলে ছিল। রাজা তার ছেলেদের একদিন কাছে ডেকে তাদের প্রত্যেককে একটি করে পুরস্কার দিলেন। বড় ছয় ছেলেকে হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি জীব-জন্তু দিলেন এবং সবচেয়ে ছোট ছেলেকে দিলেন একটি ময়ূর। তা দেখে রাজার অন্যান্য ছেলেরা তাঁকে হিংসা করে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলো। তখন সে উটে চড়ে অন্য এক রাজ্যে চলে গেল। সেই রাজ্যে এক বন্ধ্যা মাইলানী ছিল। তার একটি বিরাট ফুলের বাগান ছিল। কিন্তু কোন দিন তার বাগানে ফুল ফুটতো না। তাই সে বনের ফুল সংগ্রহ করে এনে রাজার বাড়ীতে দিত এবং তা দিয়ে কোন রকমে তার সংসার চালিয়ে নিত। যখন রাজ কুমার সেই মাইলানীর বাগানে ময়ূর নিয়ে নামলো তখন সাথে সাথেই মাইলানীর বাগানের সমস্ত ফুলগাছে ফুল ফুটে উঠলো। আশে পাশে বহু রাখাল গরু চরাতে ছিল। তারা জীবনে কোনদিন সে বাগানে ফুল দেখেনি আশ্চার্য হয়ে তারা দেখে যে, এক সুন্দর যুবক বাগানে বসে আছে। রাখালেরা অনুমান করলো যে, এই সুদর্শন যুবকের আগমনের ফলেই মাইলানীর বাগানে ফুল ফুটেছে। তারা ছুটে গিয়ে মাইলানীকে সংবাদ দিলো যে, তোমার বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। রাখালদের কথায় মাইলানী প্রথমে ভেবেছিল যে, রাখালরা ঠাট্টা করছে। এ জন্য রাখালদেরকে গালাগালি করলো, কিন্তু ঘরে এসে দেখলো যে, সত্যিই তার বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। তখন সে নদীতে গিয়ে স্নান করে মাথায় তেল সিঁদুর দিয়ে ধীরে ধীরে যুবকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাবা তুমি কি দেবতা না মানব? তখন সে যুবক জবাব দিল, আমি দেবতাও নই দানবও নই, আমি মানুষ। মা আমাকে বলেছিলেন যে, অমুক রাজ্যে তোমার এক মাসীমা আছে। তুমি তার কাছ থেকে বেড়িয়ে এসো। তাই তোমার কাছে আমি বেড়াতে এসেছি। একথা শুনে মাইলানী খুশীতে ডগমক হয়ে তাকে খাওয়ানো এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিলো।

রাতে তাদের মধ্যে সুখ দুঃখের নানা আলোচনা হলো। একসময়ে রাজকুমার মাইলানীকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মাসী, তুমি এখানে কার কার বাড়ীতে ফুল দাও? তখন মাইলানী বললো, রাজার বাড়ী, উজিরের বাড়ী

এবং নাজির সাহেবের বাড়ীতে ফুল ও ফুলের গাঁথা মালা দেই। রাজকুমার সে রাতে আর কোন কথা বললো না। ভোরে মালিনী যখন ফুল তুলে আনলো এবং মালা গাঁথছিল, তখন সে কাছে গিয়ে একটি বিনা সুতার মালা গেঁথে ঝুড়িতে রাখলো। মালা গাঁথা হয়ে গেলে মালিনী ফুল ও মালা দেবার জন্যে রাজ বাড়ীতে চলে গেল। একে একে ফুল ও মালা দিতে দিতে সব শেষে রাজার ঘরে গেল। ভাগ্যক্রমে রাজকুমারের বিনা সুতার মালাটি রাজকুমারীর হাতে পড়লো। তখন আশ্চার্য হয়ে রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলো। মালিনী তুমি তো দৈনিক সুতায় গাঁথা মালা আমাকে এনে দাও। আজ দেখি নতুন ধরনের মালা আমাকে দিয়েছো। তোমাকে এ মালা কে গেঁথে দিয়েছে বলতো? মালিনী রাজকুমারীর কথায় কোন জবাব দিলো না। তখন রাজকুমারী মালিনীর ডালির নিচে কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও চাউল দিয়ে উপরে চাউলের ক্ষুদ দিয়ে ঢেকে দিল। মালিনী রাজকুমারীর ব্যবহারে রেগে রাজবাড়ী থেকে চলে গেল এবং মনে মনে বললো, আমি একা ছিলাম তখন রাজকুমারী আমাকে কত ভাল ভাল খাবার দিত। এই মুখ পোড়া ছেলেটা আসায় আজ আমাকে চাউলের ক্ষুদ দিল। আমি এখনি ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো। এ কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী পৌঁছেই সে হাতের ডালা ফেলে দিল। ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে ডালার ভিতর স্বর্ণমুদ্রা ও চাউল বেরিয়ে পরলো। তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজকুমারকে গোসল করিয়ে এনে খেতে দিল। পরের দিন ভোরে মালিনী যখন ফুল তুলে আনলো তখন সে আর একটা বিনা সুতার মালা গেঁথে দিল। তারপরে মালিনী যথারীতি রাজার বাড়ীতে ফুলের মালা দিতে গেল। রাজকুমারী বিনা সুতার মালা পেয়ে আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো, কে এই মালা গেঁথেছে? মালিনী সেই রাজকুমারীকে বললো, আমার এক ভাগ্নে এসেছে। সে-ই প্রতিদিন মালা গেঁথে দেয়।

এদিকে রাজা প্রতিদিন তার মেয়েকে ফুলদিয়ে ওজন করে তার সতীত্ব পরীক্ষা করতো।

দ্বিতীয় দিন বিনা সুতার মালা পেয়ে রাজকুমারী মালিনীর হাতে দু'টি ছাপ দিল। বা হাতের ছাপটা কালি আর ডান হাতের ছাপটা চুন দিয়ে দিল। কালি আর চুনের ছাপের অর্থ হলো, অন্ধকার রাত আর জোছনা

রাত। অন্ধকার রাতে সে রাজকুমারীর সাথে দেখা করবে, আর জোছনা রাতে দেখা করবে না।

যে দিন থেকে রাজকুমারী সেই ছেলেটিকে তার হাতের ছাপ দিল। সেই দিন হতে রাজকুমারীর ওজন আর এক ফুল রইল না, দুই ফুল হলো।

রাজকুমারী এ রকম ওজন বাড়তে দেখে রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী কোন পুরুষের সংস্পর্শে না গেলে কোন সময়ই তার ওজন বৃদ্ধি হতে পারে না। তা'হলে কোন পুরুষ এই রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। রাজা সেই লোককে ধরবার জন্যে তার প্রহরীদের রাজবাড়ীর চার দিকে নিযুক্ত করলো এবং রাজকুমারীকে কড়া পাহাড়ায় রাখলো। কেবল মাত্র রাজকুমারীর ঘরের ছাদে সামান্য কিছু এঁকে রাখলো, যাতে বাতাস ঢুকতে পারে।

মালিনী বাড়ী গিয়ে রাজকুমারীর হাতের ছাপ ছেলেটিকে দিল তখন থেকে সে গোপনে তার ময়ূরের পিঠে চড়ে রাজকুমারীর কাছে আসা যাওয়া করতে শুরু করে। এভাবে আসা যাওয়া করার ফলে রাজকুমারীর ওজন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। রাজা তখন তার মেয়ের দেহরক্ষী হিসেবে একটি মেয়েকে নিযুক্ত করলো। তবুও সে লোককে ধরতে পারলো না। অবশেষে রাজা এক বুদ্ধি বের করলো। একদিন রাতে তার মেয়ের কাপড়-চোপড়ে হলুদ রং মাখিয়ে রাখলো, যে রাজকুমারীর কাছে আসবে তার গায়ে রং লেগে যাবে। ফলে পরের দিন তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।

সেই রাতে রাজকুমার তার ময়ূরের পিঠে চড়ে রাজকুমারীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজকুমারী যাতে রাজ কুমারের গায়ে রং না লাগে, তার জন্যে একটা পান বানিয়ে দূরে রেখে দিল। রাজ কুমার আসলে সে তার বিছানায় উঠতে তাকে নিষেধ করলো কিন্তু রাজকুমার সে বাঁধা মানলো না। তার বিছানায় ওঠার সাথে সাথে সমস্ত রং তার গায় লেগে গেল। তখন রাজকুমারী বললো সর্বনাশ! তুমি একি করলে? তোমার গায়ে রং দেখলে তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি এই টাকা নাও। তহন সে এক মুহূর্ত দেরি না করে ধোপার কাছে গিয়ে বললো, ধোপা ভাই, তুমি এই

রাতের মধ্যেই আমার কাপড় গুলো পরিস্কার করে দাও। রাজকুমার যখন এই কথা বললো, তখন সে নেশায় বিভোর ছিল। কাজেই সে নেশার মধ্যেই বললো, ঠিক আছে। আমি রাতের মধ্যেই আপনার কাপড় পরিস্কার করে দেব। তারপর সে ঐ রং মাখানো কাপড় নদীর ঘাটে নিয়ে ভিজিয়ে রেখে আসলো। সেই কাপড়ের রং ধুয়ে ধুয়ে নদীর অনেক ভাটিতে চলে গেল। সকাল বেলা রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে নদীতে তার মেয়ের গায়ের কাপড়ের রং ভেসে যাচ্ছে। তখন সে তার সৈন্য সামন্তকে হুকুম করলো, কোথা থেকে এবং কার বাড়ী থেকে এই রং আসছে তাকে তোমরা ধরে নিয়ে এসো এবং হত্যা কর। তখন তার সৈন্যরা সেই রং কোথা থেকে আসছে এবং কার বাড়ী থেকে আসছে, তাকে ধরার জন্য গেল। তারা গিয়ে দেখে এক ধোপার বাড়ীর ঘাট থেকে রং আসছে। তখন তারা ধোপাকে মারধর করতে করতে রাজ প্রাসাদে নিয়ে এলো। রাজা ধোপাকে প্রহার করতে করতে বললো, অন্ধকারে তুই-ই রাজ কুমারীর ঘরে প্রবেশ করেছিলি ? তখন ধোপা জোড় হাত করে বললো, রাজা আমাকে আর মারবেন না। এ কাপড়ের খোদ মালিককে আমি ধরিয়ে দেব। রাজা ধোপাকে বললো; ঠিক করে বল, এ কাপড় কার এবং কে রাজকুমারীর কাছে গিয়েছিল। ধোপা বললো প্রভু, রাতের অন্ধকারে রাজকুমারীর ঘরে কে প্রবেশ করেছিল, আমি বলতে পারবো না কিন্তু গভীর রাতে আপনার মালিনীর বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকে, সে আমাকে এ কাপড় ধোয়ার জন্যে দিয়ে গেছে। রাজা ধোপাকে ছেড়ে দিলেন এবং মালিনীর বাড়ীতে যে ছেলেটি আছে তাকে ধরে আনার জন্যে সৈন্যদের হুকুম দিলেন। সৈন্যরা ছেলেটিকে ধরে প্রহার করতে করতে রাজার কাছে নিয়ে এলো। রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় বুঝতে পারলেন যে এই সেই ছেলে যে রাতের অন্ধকারে রাজকুমারীর ঘরে প্রবেশ করে। রাজা তখন সৈন্যদের বললো, দূর প্রান্তরে নিয়ে তাকে হত্যা কর। সৈন্যরা তাকে দূরপ্রান্তরে নিয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা নিচ্ছে, এমন সময় ছেলেটি তাদের অনুরোধ করে বললো, রাজার হুকুম তোমাদের পালন করতেই হবে এবং আমাকেও মারতেই হবে। তবে মারার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা আবেদন, আমাকে একটা গান পাওয়ার সুযোগ দাও, এবং আমি মরার পরে শিয়াল শগুনে যাতে না খায় সে জন্য

একটা কবর খনন কর। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই আমি গান গাইবো এবং গানের শেষেই আমাকে তোমরা হত্যা করো। তার উপর সৈন্যদের দয়া হলো, তারা একটা কবর খনন করলো এবং গান গাওয়ার সুযোগ দিল। তখন সেই ছেলেটি কবরের দুই পাড়ে দুই পা রেখে গান শুরু করল। সে গানের মাধ্যমে তার পোষা ময়ূরকে ডাকতে লাগলো, যেন সে এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ছেলেটির কণ্ঠস্বর এত মধুর ছিল যে সৈন্যরা তার গানের সুরে তন্ময় হয়ে রইলো। তার গানের সুর যখন ময়ূরের কানে পৌঁছলো, তখন ময়ূর গানের প্রতি-উত্তরে বললো, আমি তোমার ডাক শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এই আমি আসতে পারছি না। কারণ তুমি আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছো, সে শিকল আমি ছিঁড়তে পারছি না। শিকল ছিঁড়তে পারলেই আমি তোমার কাছে যাবো এবং তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। যতক্ষণ আমি না আসি, ততক্ষণ তাদের তুমি গানে তন্ময় করে রাখো।

এদিকে ময়ূর তার প্রভুকে উদ্ধার করার জন্যে প্রাণপণে শিকল ছেঁড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এভাবে চেষ্টার পর চেষ্টা করতে করতে এক সময় হঠাৎ করে তার শিকল ছিঁড়ে গেল এবং তার প্রভুকে উদ্ধার করার জন্যে গেল। চোখের পলকে ময়ূর তার প্রভুকে পিঠে করে শুন্যে উড়ে গেল। সৈন্যরা যখন দেখলো যে ছেলেটি হঠাৎ শুন্যে উড়ে গেলো তখন তারা ভয়ে ভীত হয়ে রাজাকে সব ব্যাপার বললো, রাজা রাগান্বিত হয়ে তাদের সবাইকে ঐ কবরে পুঁতে রাখলো।

এদিকে ময়ূর তার প্রভুকে নিরাপদ স্থানে রেখে দেশ-দুনিয়ার সমস্ত ময়ূরকে ডেকে এনে সেই রাজার প্রাসাদ ভাঙতে শুরু করলো। রাজা তখন নিরুপায় হয়ে সাদা কাপড় জড়িয়ে ময়ূরকে বললো, বাবা ময়ূর, যা ভেঙেছো ভেঙেছো, আর এই রাজপ্রাসাদ ভেঙো না। তোমার প্রভুকে বলো, আমার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি আছি। ময়ূর রাজার কথায় বিশ্বাস না করে তার মেয়েকে বললো, মা তুমি ময়ূরকে অনুরোধ করো, সে যেন আমার প্রাসাদ আর না ভাঙে। আমি ময়ূরের প্রভুর সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিতে রাজি আছি। রাজকুমারী বললো, আমি ময়ূরকে

অনুরোধ করতে পারবো না। তুমি ময়ূরকে অনুরোধ করো। রাজা তার মেয়েকে অনেক অনুনয় করার পরে রাজকুমারী ময়ূরকে অনুরোধ করে বললো, তুমি এ প্রাসাদ আর ভেঙ্গোনা। আমি তোমার প্রভুকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। তখন ময়ূর তার ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করে তার প্রভুকে আনতে চলে গেল। রাজপুত্র ফিরে এলে রাজা ভরা ঘটকে (পানি ভর্তি কলসকে) সাক্ষী রেখে মহা ধুমধামের সাথে রাজকুমারীর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বিয়ের কয়েক বছর পরে রাজকুমারীর এক পুত্র সন্তান হলো। একদিন ময়ূর তার প্রভুকে বললো, আপনি যখন এদেশে আসেন, তখন একা ছিলেন। এখন আপনারা চারজন হয়েছেন। এখন দেশে ফেরার ব্যবস্থা না করলে আমি আর আপনাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। ময়ূরের কথায় সে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করলো। একদিন তারা রাজার কাছে বিদায় নিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়ে দেশে রওনা হলো। যখন তারা ময়ূরের পিঠে চড়লো তখন রাজকুমারী গর্ভবতী ছিল এবং ময়ূরের পিঠে চড়ার পরই তার প্রসব বেদনা উঠলো। বেদনায় কাতর হয়ে সে তার স্বামীকে বললো, তোমার ময়ূরকে বলো, ঐ সাগরের দ্বীপে যেন আমাদের নামিয়ে দেয়। কারণ আমি প্রসব ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না। তখন ময়ূর তাদের ঐ দ্বীপে নামিয়ে দিল এবং রাজকুমারীর আর একটি পুত্র সন্তান হলো।

ঐ দ্বীপের ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে সে তার স্বামীকে কিছু শুকনা কাঠ আর আগুন নিয়ে আসার জন্য বললো। না হ'লে এই ছেলেকে আর বাঁচানো যাবে না। তার স্বামী ময়ূরের পিঠে চড়ে কাঠ আনতে চলে গেল।

এদিকে রাজকুমারী কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্যে সাগরের পাড়ে গেল। কাপড় ধোয়ার সময় হঠাৎ একটি পানসী নৌকা এসে তীরে ভিড়লো। নৌকার মধ্য থেকে এক সওদাগর বেরিয়ে এলো। সেই সওদাগর রাজকুমারীকে জোর করে ধরে তার পানসীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। সেই মানবহীন সাগরের দ্বীপে তিনটি শিশু কাঁদতে লাগল।

ঐ দ্বীপের ওপারে গোয়ালদের একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করতো এক আঁটকুড়ে ঘোষ। তার পালে অনেক গরু ছিল। সে গরু

গুলো সেই সাগর পারে চরতো। একটি গাভী সেই শিশুদের কান্না শুনে সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপে উঠে তাদের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। এর ফলে ঘোষ ঐ গাভীর দুধ আর পেত না। কয়েক দিন একই ভাবে দুধ না পেয়ে তার মনে সন্দেহ হল যে, নিশ্চয়ই দুধ কেউ চুরি করে। সেই চোর বের করার জন্যে সে পরদিন সাগরের তীরে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। সময় মত গাভীটি সাগর পাড়ি দিয়ে শিশুদের দুধ খাওয়াতে লাগলো। গাভীটির সাগর পাড়ি দেওয়া দেখে ঘোষও সাগর পাড়ি দিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যবান তিনটি শিশুকে দেখতে পেল। শিশু তিনটিকে দেখে তার পিতা হবার বাসনা জেগে উঠলো। সে বাড়ী এসে তার স্ত্রীকে সব কথা বললো এবং শিশুদের প্রতিপালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তার স্ত্রী এই প্রস্তাবে রাজী হলে তারা উভয়ে এক বুদ্ধি করলো, যাতে লোকে সেই শিশু দুটোকে পালক সন্তান বলতে না পারে সে জন্য তার স্ত্রী একটা পাটা পেটে বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে দেখালো যে সে সন্তান সম্ভবা। এ রকম কয়েক দিন করার পর একদিন ঘোষ সেই দ্বীপ থেকে ছেলে তিনটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলো এবং তার স্ত্রী কয়েক মাস পর্যন্ত বাড়ী থেকে বের হলো না। ঘোষ লোকের কাছে প্রচার করলো যে, তার তিনটি জমজ ছেলে হয়েছে।

ধীরে ধীরে ছেলে তিনটি বড় হয়ে উঠলো। বৃদ্ধ হয়ে গেলে ঘোষ তার বড় ছেলেকে এক সওদাগরের বাড়ীতে দারোয়ানের চাকুরী দিল। এই সওদাগরই তার মাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। বড় ছেলেটা যখন সওদাগরের বাড়ীতে পাহারা দিতে যায় তখন ছোট দুই ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। যতক্ষণ তারা না ঘুমায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে নানা প্রকার গল্প করে কাটায়। ছেলেগুলো চিনতে না পারলেও তার মা তাদের চেহারা দেখে মনে মনে ধারণা করে যে, এই সন্তান তিনটি বোধ হয় তারই হবে। কিন্তু সে চিন্তা করে ঠিক করতে পারে না যে, কি করে গোয়াল এদের নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়। একদিন রাতে বড় ছেলেটি তার ছোট ভাইদের কাছে তাদের বাপ-মায়ের কথা বলতে লাগলো। সে বললো, আমাদের বাপ মা খুব বড় লোক ছিল। নানীর বাড়ী থেকে যখন আমরা বাবার দেশে যাচ্ছিলাম তখন পথের মধ্যে আমাদের এই ছোট ভাইটির জন্ম হয়। খুব শীত ছিল বলে বাবা খড়ি আর আগুন আনতে গিয়ে আর ফিরলো না। মা সাগর পাড়ে কাপড় ধুইতে গেলে এক সওদাগর

মাকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা দ্বীপে পড়ে রই। তখন ঘোষ আমাদের নিয়ে লালন পালন করে। এ ঘোষ কিন্তু আমাদের আসল পিতা নয়। বড় ছেলে যখন এসব কথা বলছিলো তখন তার মা আড়াল থেকে সবকিছুই শুনলো এবং বুঝলো যে এরা তারই সন্তান। তখন সে তার ছেলেদের কাছে এসে বললো, যে, আমি তোমাদের আসল মা এবং এই সওদাগর আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

সকাল বেলা ছেলেরা ঘোষের বাড়ী ফিরে গেলো এবং তাদের বললো যে, তোমরা আমাদের আসল পিতা-মাতা নও। একথা শুনে ঘোষের বউ বললো, কে বলছে আমরা তোমাদের পিতা-মাতা নই? এ গ্রামের এমন কেউ আছে যে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে, আমরা তোমাদের মাতা-পিতা নই? ছেলেরা বললো, না তা কেউ পারবে না, তবে আমরা নিজেরাই আমাদের মাকে খুঁজে বের করেছি। বহুদিন আগে সওদাগর যে মেয়ে লোকটি ধরে এনে তার বাড়ীতে রেখেছে, সে-ই আমাদের মা। তখন ঘোষের স্ত্রী তাদের গালাগাল করলো আর জেদ করে বললো, কে তাদের আসল মা, তা পরীক্ষা করা হবে। ঘোষের স্ত্রী বললো, একটা পুকুর খনন করে পুকুরটি পানিতে পূর্ণ হলে, পুকুরের এক পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা স্তনের দুধ ছেড়ে দেব। যার দুধ ভাসতে ভাসতে অপর পাড়ে যাবে সেই তোমাদের আসল মা বলে প্রমানিত হবে। ঘোষের স্ত্রীর কথামত পুকুর খনন করা হল এবং তা পানিতে পূর্ণ করা হলে দেশময় প্রচার করে দেওয়া হল যে, অমুক দিন আসল আর নকল মা'রে পরীক্ষা হবে। এই সংবাদ পেয়ে দেশের ছোট বড়, গরীব-ধনী, রাজ-রাজরা নির্দিষ্ট দিনে এসে সেই পুকুর পাড়ে ভিড় জমাতে লাগলো।

এদিকে তাদের বাবা ময়ূরের পিঠে চড়ে বহু দূরের এক জঙ্গলে গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে ময়ূরটাকে একটা ঝোপের মধ্যে রেখে এক বাড়ীতে আগুন আনতে গেল। যে ঝোপটার মধ্যে ময়ূরকে রেখেছিল সেটি ছিল একটা শুকনো ঝোপ। রাখাল বালকেরা খেলতে খেলতে হঠাৎ ঐ ঝোপে আগুন লাগিয়ে দেয়। ময়ূরটি যখন দেখলো যে, সারা ঝোপে আগুন লেগে গেছে, তখন উড়ে পালাতে চাইলো কিন্তু পারলো না। আগুনে তার বহু পালক পুড়ে গেল। সে আর উড়ে যেতে পারলো না। তার প্রভু এসে তাকে রক্ষা করলো। রাজকুমার আর তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে পারলো

না। বহুদিন পর ময়ূরের পালক গজালে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে গিয়ে না পেয়ে সে দেশে দেশে তাদের খুঁজতে লাগলো। যখন তার কানে এই সংবাদ পৌঁছলো যে, আসল মায়ের পরীক্ষা হচ্ছে, তখন সে ময়ূরটিকে নিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে খোঁজ করতে এলো।

এদিকে আসল মায়ের পরীক্ষা শুরু হলো। এক পাড়ে তিন ছেলে ও অপর পাড়ে তাদের মায়েরা দাঁড়ালো এবং তাদের স্তনের দুধ পানিতে ফেলে দিল। আসল মায়ের দুধ পুকুরের পানি পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে পৌঁছলো আর নকল মায়ের দুধ পানিতে মিশে গেল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর রাজকুমারী ভিড়ের মধ্যে ময়ূর দেখে তার স্বামীকে চিনতে পারলো এবং তার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। সে সব কথা শুনে লম্পট সওদাগরকে হত্যা করে তার বাড়ী-ঘর ঘোষকে পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দিল। তারপর ময়ূরের পিঠে চড়ে আপন দেশে চলে গেল এবং সুখে-শান্তিতে ঘর- সংসার করতে লাগলো।

তোতা পাখীর কিসসা

ঢাকা জেলা থেকে 'তোতা পাখীর কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব তারেকুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা ঃ ১৬/১, তল্লাবাগ, ঢাকা।

কাহিনী-সংক্ষেপ

বাদশার ছেলে ও উজিরের ছেলের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বাল্যকালে এক ভিনদেশীয় বাদশাহ ও উজিরের মেয়ের সাথে তাদের উভয়ের বিয়ে হয়। দু-বন্ধু এক সঙ্গে স্কুলে যায়। একই শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করে। কি ভাবে মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করা যায়, মাস্টার সাহেব দু-বন্ধুকে সেই মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে একদিন উজিরের ছেলে বাদশার ছেলেকে তোতা পাখী বানিয়ে ও নিজে বাদশাহর ছেলের রূপ ধরে বাদশার ছেলের শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত হয়। কিন্তু তোতা পাখী তার পূর্বেই শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বাদশাহর মেয়ের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে। বাদশাহর মেয়ের সহায়তায় বাদশার ছেলে নিজের রূপ ফিরে পায়। অতঃপর উজিরের ছেলেকে পাঠায় পরিণত করে রাখে।

কাহিনী শুরু

এক দেশো[১] এক বাদশা আছিলো[২]। বাদশাহ খাইতেছে, থাকতেছে দিন পাত যাইতেছে আর বাদশাহী করতাছে। তবে বাদশার তহন কোন পোলাপান আছিলো না। আল্লায় ধন দিয়া কইরা দিলেন পুরা, জন বিনে বাদশা রইয়া গেল আঁটকুড়ার মতো অইয়া। তবে বাদশাহর সব সময়ই এই একটা চিন্তা যে, আমি বাদে আমার এই বাদশাই করবো কেডা। এই সব চিন্তা কইরা আল্লার কাছে বহু পারথোনা[৩] কইরতো! এই ভাবে পারথোনা করতে করতে বহুত দিন পর সেই পারথোনা আল্লার দরবারে কবুল হইলো। কিছু দিন পর বাদশার ঘরে আল্লা একটা ছেলে দিল। যহন ছেলে আইলো তহনে বাদশা আল্লার দরবারে বহুত কিছু দান খয়রাত কইরলো। তবে যাই অউক, বায়ের পোলা বায়ে বাড়ে, কত্তার পোলা বলে হানজায়[৪] বাড়ে। যহন কিছু দিগেগাল[৫] অইয়া গেছে তহন ডাইনের উজির করছে কি, একদিন কইতাছে মহারাজ, আমার একটা কতা। মহারাজ কয় কি কতা কও। তাইলে হোনেন, আমার একটা ছেলে আপনের ছেলের সাথে দুস্তি করাইতে চাই। তাতে আপনে রাজী আছেন নাকি? মহারাজ কইলো, উজির, এইডাতো একটা খুশীর কতা। উজির এই কতা হুইনা মহারাজের ছেলের সাথে নিজের ছেলের দুস্তি পাতায়া দিল। দস্তিডা বানানোর পরে দুই জনে মেলে মেশে খায় থাহে, এ ভাবেই যায় কত দিন। এইভাবে যহন আরও কিছু দিগেগাল[৭] অইলো, তহন উজির একদিন কইতাছে, মহা-রাজ, আমার একটা কতা, আমি চাই যে আপনার মত আরেকজন বাদশার বাড়ী আপনের ছেলের ও আমার ছেলের বিয়াডা করায়া ফালাই। মহারাজ রাজী অইলো উজিরের কতায়। তহন উজির করছে কি, কিছুদিনের ভিতরেই আরাক[৮] বাদশাহর বাড়ী বিয়ার সমন্ধ ঠিক কইরা ফালাইলো।

যাই অউক[৯], দিন তারিখ ঠিক কইরা দেশে দেশে পান বাইডা[১০] তুল্লো, দিলো তাগো বিয়াডা পড়াইয়া। তহন কইরছে কি, এইভাবে খাইতাছে থাকতাছে দিনপাত যাইতাছে। এইভাবে গেলোগা বহুত দিন। তো যাই অউক, এই বাদশাহর পোলাও লেহাপড়া কইরতাচে উজিরের পোলায়ও লেহ-পড়া কইরতাছে। তবে দোনজন একই মাস্টারের কাছে ও একই স্কুলে

১। দেশে ২। ছিল ৩। প্রার্থনা ৪। সন্ধ্যায় ৫। লম্বা ৬। কথা ৭। লম্বা ৮। অন্য একজন ৯। যাহা হউক ১০। বেটে।

লেহাপড়া করতো। লেহাপড়া কইরতে কইরতে ঐ স্কুলডা যহন পাশ অইয়া গেলো, তহন দোন দোস্তে মাণ্টাররে কইতাছে যে, মাণ্টার সাব আমাদেরতো লেহাপড়া শ্যাষ[১১] অইয়া গ্যাছে। আমরাতো অহনে[১২] চইলা যামু, তবে আমাগো দুনোজনে ভাল দোয়া দিয়া বিদায় দেন। মাণ্টার সাব কইলো যে, যাই অউক তোমরা তো যাইবাগা। তো আমার একটা মরা জিতার[১৩] মন্ত্র আছে। এই মরা জিতার মন্ত্ররডা তোমরা হিগা[১৪] যাও। তহন মাণ্টার সাব ঐ মন্ত্রডা দোনজনেক হিগায়া[১৫] দিল। মন্ত্র হিগার পরে দোন দোস্তে মাণ্টারের কাছথে বিদায় নিয়া বাড়ীত গেলোগা তো উজিরের পোলা আছিলো বুদ্ধিমান। বাদশাহর পোলারে কইতাছে দোস্ত, আমরা এই ভাবে বাড়ীত বইয়া না থাইহা[১৬] চলেন ঘুইরা ফিইরা শিকার টিকার কইরা আয়ি[১৭]। বাদশার পোলা কইলো, সত্তো[১৮] কতাই কইছেন দোস্ত। আচ্ছা দিন তারিখ ঠিক কইরা চলেন শিকার থাইয়া আয়ি।

এই কতা বলার পরে একদিন বাদশার পোলা তার মার কাছে কই-তাছে, মা আমি যে শিকারে যাইতে চাই। তার মা এই কতা হুইনা কই-তাছে যে বাবা শিকারো যাইবার দরকার নাই। ছোডব্যালা[১৯] বিয়াশাদী করাইছি। হউর[২০] বাড়ীতে ব্যাড়ায়া আইয়ো। বাদশার পোলা এই কতা হুইনা কইতাছে, সত্তোই আমারে বিয়া করাইছো ছোডবালা? রানী কইলো হ বাবা, তোমারে আর তোমার দোস্তোরে একই বাদশার বাড়ী বিয়া করা-ইছি। তোমারে করাইছি বাদশাহর মাইয়ার লগে আর তোমার দোস্তেরে করা-ইছি উজিরের মাইয়ার লগে[২১]। তো বাবা দোন দোস্তে এক হোমানেই গিয়া হউর বাইত্তে বেড়ায়া আইয়ো[২২]। এই কতা হুইনা বাদশার পোলায় করছে কি, উজিরের পোলারে খবর দিয়া আইনা কইতাছে—দোস্ত, কি নতুন খবর কন দেহি। বাদশার পোলায় কইতাছে দোস্ত, আমাগো দোনো-জনের ছোডব্যালা একই বাদশার বাড়ী বিয়া করাইছে। চলেন আমরা হউর বাড়ী বেড়াইবার যামু। উজিরের পোলা হুইনা কইতাছে দোস্ত তাইলে আর দেরী কইরা দরকার নাই। দিন তারিখ ঠিক কইরা ম্যালা[২৩] করি। তহন

১১। শেষ ১২। এখন ১৩। জীবিত ১৪। শিখে ১৫। শিখিয়ে দিল ১৬। থেকে ১৭। আসি ১৮। সত্য ১৯। বাল্যকালে ২০। শ্বশুর ২১। সংগে ২২। এসো ২৩। রওয়ানা।

দিন তারিখ ঠিক কইরা দোন দোস্তে মা বাপের কাছেথে বিদায় লয়া[২৪] দুই-জনে দুইডা ঘোড়া না লিয়া হউর বাড়ী ম্যালা দিলো।

যাইতে যাইতে এই বাদশার দেশ ছাইড়া যহন নাকি ঐ বাদশার দেশে গিয়া পইড়লো, তহন হঠাৎ কইরা উজিরের পোলার মনের মধ্যে শয়তানী হান্দায়া[২৫] গ্যালো। কইতাছে, দোস্ত হঠাৎ কইরা আমার একটা কতা মনে অইলো। বাদশার পোলায় কইতাছে, দোস্ত কি কতা মনে অইলো? উজিরের পোলায় কইতাছে, দোস্ত ইস্কুলের মাস্টার যে একটা মন্ত্রো হিগাইয়াছিল[২৬] এই মন্ত্রোডা পরীক্ষা কইরা দ্যাখমু ঠিক আছে কিনা। বাদশার পোলায় হুইনা কইতাছে, আচ্ছা তা অইলে এইডা তো পরীক্ষা কর দরকার। হাছা[২৭] না মিছা[২৮]। এই কতা কইতে কইতে দুনো দোস্তো আরও বহু দূরে গ্যালো। গিয়া আতকা[২৯] চাইয়া দ্যাহে রাস্তার ধারে একটা হিয়াল মইরা রইছে। এই দেইহা উজিরের পোলায় কইতাছে, দোস্ত এইতো আমাগো পরীক্ষার জিনিষ আমরা পাইয়া গ্যালাম।

এই কতার পরে দোন দোস্তে ঘোড়াডা থামাইয়া নাইমা মাস্টার সাবের মরা জিতার মন্ত্রোরডা চালবার লাইগা দোন দোস্তে মরা হিয়লডার[৩০] কাছে যায়া খাড়া অইল। উজিরের পোলায় কইতাচে, দোস্ত আমি আগে এইডা পরীক্ষা করি। বাদশার পোলায় কইলো, ঠিক আছে দোস্ত তাইলে আপনেই আগে করেন। এই কতা হুইনা উজিরের পোলা হিয়ালডা পরীক্ষা করার লাইগা তৈয়ার অইলো। কিছু দূরে গিয়া উজিরের পোলায় মাস্টারের হেই মন্ত্রোডা চালা শুরু কইরলো। চালতে চালতে কতক্ষণ পরে দেহা গ্যালো উজিরের পোলার দেহডা ঐ জাগায় পইড়া রলো। মরা হিয়াল ডা জিন্দা অইলো। জিন্দা অইয়া দুইডা ডাক দিয়া উজিরের পোলা হিয়ালের দেহডা ছাইড়া নিজের দেহে গেল গা। গিয়া কইতাছে, দোস্ত যেই মন্ত্রডা মাস্টারে আমাগো হিগাইছিল এইডা ঠিক। এই কতা কয়া দোন দোস্তে হউর বাড়ীর দিকে মেলা কইরলো। যাইতে যাইতে বহু দূরে গেলো, তারপর দ্যাহে কি, রাস্তার ধারে একটা তোতা পাখী মইরা রইছে। উজিরের পোলায় কইতাছে, দোস্ত আমি হিয়াল পরীক্ষা কইরলাম, আপনে এই তোতা পাখীডা পরীক্ষা করেন। কতা হুইনা বাদশার পোলা ঘোড়া

২৪। নিয়ে ২৫। ঢুকে ২৬। শিখিয়েছিল ২৭। সত্য ২৮। মিথ্যা ২৯। চমকিয়া ৩০। শিয়াল।

খাড়া কইরা ঘোড়াথে নাইমা কিছুদূর গিয়া মাস্টার যেই মন্ত্রোডা হিগাইছিল হেইডা[৩১] চালা শুরু কইরলো। চালাতে চালাতে বাদশার পোলা দেহ ছাইড়া দিয়া তোতা পাখীর দেহের মধ্যে গেলো। এই দিক দিয়া উজিরের পোলা কইরছে কি, হেয়ও ঐ মন্ত্রোডা চালাতে চালাতে নিজের দেহ ছাইড়া দিয়া বাদশার পোলার দেহের মধ্যে হান্দাইছে। বাদশার পোলায় ঐ দিগ দিয়া তোতা পাখী অইয়া নজর কইরা চায় যে উজিরের পোলায় তার নিজের দেহ ছাইড়া তার দেহ লয়া[৩২] ঘরা দেহা যায়। বাদশার পোলায় দেইহা তহন তার চালাকি বুঝতে পারলো।

বাদশার পোলায় কইতাছে, দোস্ত আমার দেহ ছাইড়া আপনের দেহ লইয়া, আমরা যে ভাবে হউর বাড়ী মেলা দিছি এই ভাবে আমরা হউর বাড়ী যাই। উজিরের পোলা কইতাছে, দোস্ত যেই দেহ মাডির মধ্যে পইড়া রইছে এই দেহ যদি লন,[৩৩] তাইলে আমার লগে যাইবার পারবেন। আর তা না অইলে এই পাখী অইয়া জীবন ভরা থাকবেন। বাদশার পোলায় কইতাছে, তাইলে আপনের দেহ আপনে নিবেন না? বলে, না, অইডাতো আর অইবোনা। তহন বাদশার পোলায় একটা গান কইতাছে।

আর দোস্তো হে
আমার দেহ ছাড়িয়া দিয়া
তোমার দেহ যাও না লইয়া
এই মিনতি করি আমি ॥
আর দোস্তো হে
এই ছিলো তোমার মনে
পাখীও বানাতি মোরে
পাখী হইয়া ঘুরবো বনে বনে রে ॥

কইতাছে, দোস্ত তা অইলে আমি আজকাত থাইহা পাখী অইয়া বনে বনে রয়া গ্যালাম। তুমি হউর বাড়ী যাও। আমার আর মানুষের জন্ম অইলো না। তহন উজিরের পোলায় তার দোস্তোরে পাখী বানায়া থুইয়া হউর বাড়ীর মুহে[৩৪] মেলা কইরলো। যাইবার সুমে[৩৫] একটা গান কইরা তার দোস্তো পাখীরে হুনায়া গ্যালো—

৩১। সেইটা ৩২। নিয়ে ৩৩। নিন ৩৪। দিকে ৩৫। সময়।

"আর পাখী হে
চলো তুমি আমার সনে
উজিরের ও দেহ লয়ে,
পাখীরে এই মিনতি করি আমি
তোরে—রে,
আর পাখী হে
যাইবা যদি শ্বশুর বাড়ী
চলো তুমি তাড়াতাড়ি
পাখী রে,
নাইলে থাকবা পাখী হয়ে বনে ॥

এই কতা কয়া বাদশার পোলার দেহ লইয়া চইলা গ্যালো।

এই দিগ দিয়া পাখী কইরছে কি, মনে মনে চিন্তা করে যে আমি যাইয়া বাদশার মাইয়ার কাছে খবরটা দেই। দেহি কোন বুদ্ধি করোন যায় নাকি। এই কথা মনে কইরা জোরে উড়াল পারতে পারতে উজিরের পোলার আগ দিয়া বাদশার বাড়ীতে গিয়া নজর কইরা চায় যে বাদশার মাইয়া গোছল কইরা তেতালার উপরে বয়া[৩৬] দেহা যায়। তো বাদশার মাইয়ার কাছে যায়া বইলো তোতা পাখীডা। যহন পাখীডা ছাদের উপরে বইলো বাদশার মাইয়া নজর কইরা চায়, সোন্দোর এক তোতা পাখী। হেই বইলছে, হাইরে হায়। তোতা পাখীডা এই সুমে একটা গান শুরু কইরছে—

"আর কন্যা হে
আমারে বানায়া পাখী
উজির হলো তোমার স্বামী
কন্যা গো
পাখী হইয়া ঘুরি বনে বনে রে ॥

তহন বাদশার মাইয়া এই গান হুইনা[৩৭] তার উত্তর দিতাছে ঃ

"আর পাখী হে
কোথায় তোমার বাড়ী ঘর

৩৬। বসা ৩৭। শুনে।

ও কিবা নামটি তোমার ধরো
পাখী রে, কিবা নাম তোমার
মাতা ও না পিতার,
আর পাখী হে
পরিচয় দেও হে আমার কাছে
সত্য মিথ্যা জানবো তবে
কি ভাবেতে হইলা বনের পাখী ॥

এই কতা হুইনা পাখী গান কইয়া তার জয়াব[৩৮] দিতাছে।

আর কন্যা হে
দক্ষিণ শহরে ঘর
পিতা শাহ সেকেন্দার ও।
আর কন্যা হে
মাতার নামটি অজুফা সুন্দরী হে
আর কন্যা হে
উজির ছেলে দোস্ত আমার
দুশমুন ও হইল সেথা
দুশমুন হইয়া পাখী ও বানায়া
ইস্কুলেতে যাইয়া আমরা
ঐ মৃত্যু জিতা মন্ত্র শিখা
সেই ভাবেতে হইলাম
বনের পাখী হে ॥

তহন বাদশার মাইয়া দুধ কলা আইনা পাখীরে খাইবার দিল। পাখীর প্যাডোত[৩৯] বহু ভোক[৪০] আছিল। দুধ কলা পাইয়া খুব খুশী অইয়া খাওয়া শুরু কইরলো আর মনের যত কতা আছিলো সব বাদশার মাইয়ারে কইলো। বাদশার মাইয়া জিগায়[৪১] তাইলে তুমি কতদিন এইভাবে থাইকবা।

গান

আর কন্যা হে
বারো বৎসর থাইকো সতী হে

৩৮। জবাব ৩৯। পেটে ৪০। ক্ষুধা ৪১। জিজ্ঞাসা।

তবে পাইবা আপন পতি
কন্যা গো
এই মিনতি করি তোমার কাছে হে ॥

পাখী কইতাছে[৪২] বার বৎসর যদি আমার আশায় থাক তবে বার বৎসর পরে আমি তোমারে নিমু। এই কতা হুইনা বাদশার মাইয়া তহন কতা দিলো যে, হ আমি তোমার লাইগা[৪৩] বার বৎসর অপেক্ষা করমু। পাখী কইতাছে, এগো কন্যা আমার একটা কতা, তুমি আমার কয়ডা কতা পালন কইরবা। উজিরের পোলা আইয়া কিছুদিন বাদে হুকুম দিবো, এই রাজ্যে যত তোতা পাখী আছে সব মাইরা ফালাইবার। বাইদা ছাড়া এই পাখী মাইরবার আর কারোর সাধ্য অইবো না। এই বাইদা জাতেরই হুকুম কইরবো পাখী মাইরবার। তবে আমি যদি কোন বাইদার ঘরে থাইকবার পারি তবে তুমি মেহেরবানী কইরা তারে কিছু সাহায্য কইরো। এই কতা কইয়া তোতা পাখী বাদশার মাইয়ার কাছ[৪৪]থে বার বৎসরের অঙ্গীকার লইয়া বিদায় হইলো। পাখীও বিদায় অইয়া গেছে আর উজিরের পোলাও হউর[৪৫] বাড়ী আইয়া হাজির অইছে। আমলারা নজর কইরা চায়, বাদশার জামাইরে দেইহা কইছে হায়রে হায়। সংগে সংগে পুরাবাড়ী খবর অইয়া গ্যালো যে জামাই আইছে। তহন সমস্ত লোক আইয়া নতুন জামাইরে ধেইরা টেইরা অন্দর বাড়ী লইয়া গ্যালো। এ্যাহন খাইতাছে আকতাছে[৪৬] দিনপাত যাইতাছে। এই ভাবে তিন চাইর দিন গত অইয়া গ্যালা। কিন্তু বাদশার মাইয়ার দেহা পাইলো না। তহন হেই দিন রাইতে নিজেই রাজকন্যার মুন্দিরে চইলা গ্যালেন।

এই দিক দিয়া দেহা গ্যালো যে বাদশার মাইয়া আগে থাইহা[৪৭] ঠিক কইরা রাখছে ক্যামনে বার বছর সতী থাহা যায়। দেহা গ্যালো বাদশার মাইয়ার মুন্দিরে দুইডো পালং আছে দুই জাগায়। উজিরের পোলার ল্যাইগ্যা যেই পালংয়ে বিছানা কইরলো হেই পালংয়ে তারে বইবার দিলো। পালংয়ে বয়ার পরে বাদশার মাইয়া উজিরের পোলারে কইতাছে, আমার এ্যাকটা কথা। এইডা আপনার পালন কইরতে অইবো। উজিরের পোলায় জিগাইলো কন্যাকে, কি তোমার কথা। বাদশার মাইয়া কইতাছে যে,

৪২। বলছে ৪৩। জন্য ৪৪। কাছ থেকে ৪৫। শ্বশুর বাড়ী ৪৬। পায়খানা ৪৭। থেকে।

বারো বছরের লাইগা আপনে আমার কাছে থাইহা আলগা থাইকবেন। বারো বছর পর্যন্ত আমার কাছ থ'ইহা কোন তাবেদারী পাইবেন না। এই শর্ত আপনের মাইনা থাইকতে অইবো। এই বার বছর এ্যাকদিন থাইকতে যদি শর্ত অমান্য করেন, তাইলে এই যে আমার কাছে হীরার মত ঝক ঝইকা তলোয়ার সব সুমেই থাকে। এইডা দিয়া আঘাত করমু। এই কথায় কোনো আপুত্তি করোন চইলবো না। এই কথা কয়া বাদশার মাইয়া উজিরের পোলারে সাবধান কইরা দিলো। উজিরের পোলায় বাদশার মাইয়ার সমস্ত শর্ত নিজের ইচ্ছায় মাইনা নিয়া বাদশার মাইয়ারে কইতাছে, এই বারো বছর আমার কাছে বারো মাসের মতুন মনে অইবো। তাতে আমার কোন আপুত্তি নাই। তুমি যা কইলা আমি তা মাইনা গেলাম। তারপর খাইতাছে থাকতাছে দিন পাত যাইতাছে। তবে যহন ছয়মাস গ্যালো, তহন উজিরের পোলায় করছে কি, ঐ বাদশার উজিররে কইতাছে, আমার এ্যাকটো শর্ত আছিল। অহন এই শর্তের সময় অইয়া গ্যাছে। অহনেই এইডা পালন করতে অইবো। উজিরের পোলায় কইতাছে যে, আমার কিছু তোতা পাখীর দরকার। উজির জিগায় কত তোতা পাখীর দরকার। বাদশার জামাই কইতাছে যে, কমছে কম এ্যাক হাজার তোতা পাখী অইলে আমার কাম চলে। তবে উপরে অইলেও ক্ষতি নাই। এই সময় উজিরে কইরছে কি দুজন দেওশালীরে ডাইহা কইতাছে, তোমরা এই মুহূর্তেই যত বাইদার বহর আছে, তাগো বাদশার বাড়ী আইবার হুকুম দিবা।

দেওশালীরা ঐ সময়েই বাদশার এলাকার ভেতরে যত বাইদা আছিলো তাগো খবর দিয়া দিলো। বাইদারা খবর পাইয়া মার মার কইরা বাদশার বাড়ী আইয়া উপস্থিত অইলো। উজির বাইদাগো দেইহা কইতাছে যে, আজকা থাইহা তোমাগো এ্যাকটা কাম দেওয়া অইলো। তোমরা এ্যাকটা কইরা তোতা পাখী মাইরা আইনা দিবা আর পাঁচটা কইর্যা টাহা লইয়া যাইবা। এই ভাবে পরতেক[৪৮] দিন যতো পারো মারবা। এই কথা হুইনা বাইদার বহর নায়ে গিয়া যার যার লাঠি লইয়া তোতা পাখী মারবার লাইগলো। তবে দেহা যাইতেছে, তারা প্রত্যেক দিন শতে শতে তোতা পাখী মাইরা বাদশার বাড়ী থাইকা পাঁচ টাহা কইরা লিয়া যাইতেছে। এই বাইদার বহরের মইদ্যে এ্যাক আইলস্যা বাইদ্যা আছিল। এ্যা কোনদিন তোতা

৪৮। প্রত্যেক দিন।

পাখী শিকার কইরবার যাইত না। তবে বাইদানীডা গাওয়াল[৪৯] কইরা আইসা পরতেক দিন বাইদার লগে ঝগড়া কইরতো আর কইতো সব বাইদা পরতেক দিন কত টাহা আনতাছে। তুমি বইয়া বইয়া খালি তামাক খাও। আজ পর্যন্ত এ্যাকদিনও তুমি শিকারে গ্যালা না। এ্যাকদিন বাইদানীর কথা সহ্য করতে না পাইরা রাগ অইয়া কইত'ছে, তোর কামাই আর খামু না। বাইদানী কইতাচে, হ দ্যাখছি তোমার মতন এই রহম আইলসা পুরুষ আর বুঝি পয়দা অই নাই। আমি গাওয়াল কইরা কইরা আইনা দেই আর হেইগুলি তুমি বয়া বয়া খাও। আর মাইনষে তোতা পাখী মাইরা পাঁচটা কইরা টাহা আনতাছে। এই সব ঝগড়া কইরা বাইদানী গাওয়াল কইরবার গ্যাছে। তখন ঐ বাইদা রাগ কইরা আত[৫০] নল লিয়া জঙ্গলের মুহা[৫১] ম্যালা কইরলো। আশে পাশে কোন তোতা পাখী না দেইহা অবশ্যাষে অর‍্যাণ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া নজর কইরা চায়া দ্যাহে যে বট গাছের মধ্যে এ্যাকটো তোতা পাখী। দেইহা বলছে হায় রে হায় !

বাইদা কইরছে কি—নলের পুটকিত[৫২] আত নল দিয়া যহন পাহির বুহের[৫৩] বরাবর নিছে, তহন পাখী নজর কইরা চাইয়া দ্যাহে যে আত নল বুহের কাছে, তাই পাখী বইলছে, হায় রে হায় ! পাখী চিন্তা কইরবার লিলো, এ্যাহন আর বাঁইচবার উপায় নাই। এই তোতা পাখী ভাই বাদশার পোলা। বাইদাগো ডরে বহু জাগায় পালাইছিল, কিন্তু এ্যাহানে আইয়া ধরা পইর‍্যা গ্যালো। তো যাহা হউক, পাখী চিন্তা কইরবার লিলো, দেহি মরনের আগে এ্যাকটু চেষ্টা কইরা। এই কথা মনে কইরা জোরতে ডাক দিয়া কইতাছে, এই বাইদা তুই আমার ধর্মের দোস্ত, তুই আমারে মারিস না। তোতা পাখী বাইদারে গানে কইতাছে—

'আর দোস্তো হে
এই ও সত্তো করো তুমি
মারিবানা পালবা তুমি,

৪৯। গ্রাম থেকে ঘুরে আসি ৫০। হাত ৫১। দিক ৫২। পাছায় ৫৩। বুকের।

আর দোস্তো হে
হাতে ধরা দিব আমি হে ॥

যহন এই গান কইছে তহন বাইদাও গান কইতাছে—

আর পাখী হে
মারিবোনা পালবো আমি
এই ও সত্তো করিলাম আমি
পাখী হে
খাইতে দিব দুধ গো কলা চিনি হে ॥

এই কথা হুইনা পাখী উড়াল দিয়া আইয়া বাইদার আতে পরছে। বাইদা তহন তোতা পাখী লইয়া নায়ে গ্যালো। বাইদানী বাইদার আতে[৫৪] না তোতা পাখী দেইহা কইতাছে, জলদি কইরা বাদশার বাড়ী যায়া এইডা দিয়া পাঁচটা টাহা লিয়া আইয়া। বাইদা কইতাছে, এগো বাইদানী, আমি এই পাখী বেচমু না। এই কথা হুইনা বাইদানী খেইফা[৫৫] গ্যালো। তবে কি আমি তোমারে শিকারে পাডাইছি, এইডা আইনা পালোনের লাইগা। এ্যাতো-দিন খাইছে এ্যাকজন আর এ্যাহন খাওয়ান লাইগবো দুইজনেক। বাইদা কয়, দেখ বাইদানী, বেশী চিকরা চিকরি করবিতো লাত্তায়া কোমর ভাইঙ্গা ফালামু। এই কথা কইছে যহন, বাইদানী তহন আর কিছু কয় নাই। বাইদা বাজার থাইহা দুধ কলা আইনা যতনো কইরা তোতা পাখী-রে খাওয়াইতে লাগলো। এই ভাবে যাইতাছে, থাকতাছে, দিনপাত যাই-ত্যাছে। অনেক দিন গ্যালো এইভাবে।

একদিন তোতা পাখী কইতাছে, দোস্ত, আমার এ্যাকটা কথা, আপনে আমারে এই ভাবে কতদিন খাওয়াইবেন দুধ আর কলা। তবে আপনে এ্যাক কাজ করেন। আপনি বাদশার বাড়ী চইলা গিয়া চুপ কইরা বাদশার মাইয়ার কাছে কইবেন যে, আপনের এ্যাকটা তোতা পাখী আছে। আপনের হেই তোতা পাখীডা আমার হাতে ধরা পইরছে। এ্যাহন আমি তারে লালন পালন কইরতাচি। এই কথা হুনলেই বাদশার মাইয়া আপনেরে কিছু বক-শিষ দিয়া দিবো। এই কথা হুইনা বাইদা তহন পাটা খোদাইবার যন্ত্রপাতি এ্যাকটা ঝোলার মধ্যে ভইরা লিয়া বাদশার বাড়ীর মুহে রওয়ানা দিল। যাতে যাতে বাদশার বাড়ীর গ্যাটের সামনে গিয়া পাটা খোদান লাইগবো বইলা

৫৪। হাতে ৫৫। রেগে গেল

চিকরাইবার[৫৬] শুরু কইরলো, এই চিককুর বাদশার মাইয়া হুইনা দাসীকে ডাক দিয়া কইলো, এ্যারে দাসী আমাগো পাটাগুলি অনেক দিন ধইরা ধার কাটান অয়না। এই ব্যাডারে ডাক দিয়া লিয়া আয়। দাসী পাডা পোডা খোদায়া সাইরাছে, এ্যামন সময় বাদশার মাইয়া আইয়া দাম দিবার লাইগছে। তহন বাইদা কইতাছে, এগো রাজকন্যা, আপনের এ্যাকটো তোতা পাখী আমার হাতে ধরা পইড়ছে। যহন বাইদা এই কথা কইছে ঐ সময় বাদশার মাইয়া তার সিন্ধুক খুইলা পাঁচশো টাহা দিয়া দিছে। আর কয়া দিল যে, এ্যারে বাইদা তুই পাখীটারে ভাল কইরা খাওয়াইছ, পাখীটা যেন কোন রহম দুঃখ না পায়।

বাইদা টাহা লইয়া মার মার কইর্যা নায়ে গিয়া বাইদানীরে ডাক দিয়া কইতাছে, এগো বাইদানী, এফি[৫৭] আইয়া দেখ, পাখীডা না মারনে আইজকা আমরা বড় লোক। বাইদানী কয়, ক্যামন কইরা বড় লোক অইলাম। বাইদানীকে কাছে ডাইকা লিয়া পাঁচশো টাহা তার হাতে দিয়া দিছে, বাইদানী ট্যাহা দেইহা খুশী অইয়া বাইদারে কইতাছে, এই ট্যাহা তুমি কইত্তে পাইলা? বাইদা কয়, এগো বাইদানী এই তোতা পাখীডার অছিলায়। ঐ দিন থাইকা তোতা পাখীডারে দুইজন যত্ন কইরবার লিলো। এই ভাবে খায় দায় আর দিন কাটায়। ওদিকে বাদশার মাইয়ার লগে পাখীর বারো বৎসরের ওয়াদা পরাই পুরা অয়া যাইবার লাইগলো। পাখী মনে মনে চিন্তা করে, বার বৎসর পুরা অইবার আগে এই একটা ব্যবস্থা করান লাগবো। এই কথা মনে কইরা তোতা পাখী একদিন বাইদারে কইতাছে, দোস্ত আপনে আমারে কয়েকদিনের জন্য ছাইড়্যা দ্যান। ক্যাল লাইগ্যা কইতেচি, আমগরো উড়াল পাইরা অভ্যাস। আজ বহুদিন চইলা গ্যাছে আমি আপনের ঘরে বন্দী অবস্থায় আছি। এই কতা হুইনা বাইদা পাখীরে কইতাছে, দোস্ত তাইলে আপনেরে আমি কয়েকদিনের লাইগা ছাইড়লাম। দোস্তের কাছথ্যা বিদায় লিয়া তোতা পাখী উড়াল পারতে পারতে বাদশার মাইয়ার কাছে যায়া উপস্থিত অইলো। কন্যার নিকট যায়া কইতাছে, এগো কন্যা, বার বছরের আর ছয়মাস বাকি আছে দেহা যায়। তবে আমার এ্যাকটো কথা হুন, আমাগো কাজ এই ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি কইরতে অইবো। বাদশার মাইয়া জিগাইলো[৫৮] কি ভাবে তুমি কাজ কইরবা? পাখী কইতাছে যে

৫৬। চিৎকার ৫৭। এদিকে ৫৮। জিজ্ঞাসা

আমি যেই ভাবে কই, এই ভাবে তুমি কাজ কইরবা। তোমার একটা হাউসের পাড়া আছে না। বাদশার মাইয়া কয়, হ আছে। তুমি এই পাড়াড়া এমন ভাবে মাইরবা যে তোমার বাড়ীর কেউয়ে উদ্দিশ না পায়। এ্যারপর পাড়াড়া মাইরবার পর ঐ পাড়াডার জন্য এমন ভাবে কানবা যে কারুর কথায় তুমি কান্দন বন্দো কইরবা না। তোমারে অনেকে অনেক কথা কইবে এবং তোমার মা বুঝাইবো, তোমার বাবা বুঝাইবো এ্যারপর আমলা ও শ্যাষে উজিরের পোলায় বুঝাইবো। তবে তুমি কারো বুঝ মাইনা না। উজিরের পোলা যহন তোমাকে বুঝাইবো তহন তুমি কইবা যে আমারে বুঝাইলে লাভ অইবো না। তহন কইবো যে, এই এক পাডার বদলি তোমারে দশডা পাড়া কিনা দিমু। এ্যাতে তোমার অসুবিধা কি? এ্যাকটা মইরছে কি অইছে। তারপরে তুমি কইবা যে আমি পাড়া কিনা দিবার লাইগা কান্দি না। আমি কান্দি যে এতো হাউস কইরা পাড়াড়া পালছিলাম, হেইডাও যদি আমার সামনে এ্যাকটা ব্যামান[৫৯] দিয়া মইরতো তাইলে আর আমার কোন দুঃখ তাপ থাইকতো না। এ্যাল লাইগা কান্দি। তহন হে কইবো, তাইলে তুমি এ্যাকটা ব্যামান হুনতে চাও। তুমি কইবা হ। তহন উজিরের পোলা কইবে, তাইলে তুমি এ্যাক কাজ করো, আমার লাইগা একটা বিছানা করো। তহন তুমি এ্যাকটা বিছানা কইরা দিয়ো। এই কথা কয়া তোতা পাখী এ্যাকটা সময় দিয়া চইল্যা গ্যালো।

হেই সময় নতুন বাদশার ম্যায়া পাডাডা আউলো[৬০] নিয়া এমুনভাবে মাইরা ফালাইছে যে, বাদশার বাড়ীর এ্যাকটা মানুষও জাইনবার পাইরলো না। পাড'ডা মাইরা বাদশার ম্যায়া চিহাইর শুরু কইরছে। বাদশার ম্যায়ার কান্দোন দেইহা বাড়ীর যত মানুষ আছিল সব দৌড়াদৌড়ি কইরা গিয়া দেহে যে, পাডাডা মইরা গেছে। মরা পাডাডার লারো[৬১] বইয়া বাদশার ম্যায়া কানতাছে। সবাই গিয়া বুঝাইতেছে ছাতার এ্যাকটো পাডার লাইগা কান্দে নাকি। এই সব কথায় বাদশার ম্যায়া কান দিলো না। তার পর হ্যায় আরো জোরে কান্দা শুরু কইরলো। তহন তার মায় কত রহমে বুঝাইলো, তার বাবায় আইয়া বুঝাইলো। এ্যার পরে আমলারা আইয়া নানান রংয়ে[৬২] বুঝাইলেন। কিন্তু বাদশার ম্যায়ার মুখ থাইক্যা এ্যাকটা কথাও বাইর কইরতে পাইরলো না। হগলতের[৬৩] পরে বাদশার জামাই

৫৯। ব্যাধি ৬০। আড়ালে ৬১। পাশে ৬২। নানা রকমে ৬৩। সকলের

আইয়া বাদশার মাইয়ারে কইতাছে, তুমি কান্দো ক্যান লাইগা, এ্যাকটা পাডা মইরছে, এ্যাল লাইগা বুঝি কান্দন লাগে। এ্যাকটার বদলি তোমারে পাঁচটা কিনা দিমু। এই কথা হুইনা বাদশার মাইয়া কইতাছে যে, আমি পাডার লাইগা কান্দি না, আমি কান্দি শুধু পাডাডা এ্যাতো হাউস কইরা পালছিলাম, এইডা মইরা গ্যালো। আমার সামনে এ্যাকটা ব্যামান দিয়া ক্যা মইরলো না। ব্যামান অয়া মইরা গ্যালে এ্যাতডা দুঃখ অইত না। এই কথা কয়া আরও জোরে জোরে কান্দা শুরু কইরলো। উজিরের পোলা এই কথা শুইনা কইতাছে তাইলে তুমি এ্যাকটা ব্যামান হুনবার চাও। বাদশার মাইয়া কয়, হ। তাইলে তুমি আমাকে এ্যাকটা বিছানা কইরা দেও। তহন বাদশার মাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে যায়া এ্যাকটা বিছানা কইরা দিল। বিছানা করার পর উজিরের পোলা এ্যাকটা চাদর দিয়া ঢাইয়া হুইয়া পইড়লো। পরে আস্তে আস্তে মন্ত্রো চালা শুরু কইরলো। এই দিক দিয়া তোতা পাখী এমুন এ্যাক জাগায় বইছে যে বাদশার বাড়ীর কেউ দেইখবার না পারে। অহনে তোতা পাখীও মন্ত্রো চালা শুরু কইরলো।

ঐ দিকে উজিরের পোলা মন্ত্রো চালাতে চালাতে বাদশার পোলার দেহ ছাইড়া দিয়া যহন পাডার দেহের মধ্যে গ্যালো আর অমনি তোতা পাখী মন্ত্রের বলে তার দেহ ছাইড়া দিয়া তার নিজের দেহের মইধ্যে আইয়া হান্দাইলো[৬৪]। এ্যারপর উজিরের পোলা পাডা অয়া ব্যা-ব্যা কইরা দুই তিনডা ব্যামান দিয়া তার ঘরের দিকে নজর কইরা চায়া দ্যাহে যে, বাদশার পোলার দেহ লইয়া বাদশার পোলা বয়া দেহা যায়। যহন এইডা দ্যাখছে, যেমন আসমান ভাইঙ্গা তার মাথায় পড়ছে। বাদশার পোলা তার বিবিরে কই-তাছে, জলদি কইরা এই পাডার গলায় রশি লাগাও। বাদশার মাইয়া লগে লগে পাডার গলায় মোডা[৬৫] দ্যাইহা রশি লাগাইল।

অহনে যার দেহ হ্যায়অই পাইলো আর উজিরের পোলা অতি চালাকি কইরা জীবনের মতন কালীর পাডা অইয়া রইয়া গ্যালো। তবে একথা সত্য যে সত্য দুনিয়ায় সত্যই থাহে আর অসত্য দুনিয়াত থে চিরদিনের লাইগা মুইছা যায়।

অহনে[৬৬] এই পাডাডার কি ঘইটলো হেইডা[৬৭] আপনেরা একটু লক্ষ্য কইরা দ্যাহেন[৬৮]। বাদশার পোলা এই পাডার নাম রাখছে কালীর পাডা।

৬৪। ঢুকে পড়ল ৬৫। মোটা ৬৬। এখন ৬৭। সেইটা। ৬৮। দেখেন

তারে চুন কালি দিয়া বাদশার বাড়ীর কাছারি[৬৯] গেড যে আছে, হেই গেডের সামনে বাইন্দা রাখছে[৭০]। আর ঐ হানে এ্যাকটা মুইরা হাছোন[৭১] লাটকায়া[৭২] রাখছে আর এ্যাকটা সাইন বোডে লেইহ্যা[৭৩] রাখছে যে, পরতেকদিন[৭৪] যতলোক এই গেডদ্যা ঢুকবো ঐসুমে এই মুইরা হ'ছোন দিয়া এই কালীর পাডারে এ্যাকটা কইরা বারি দিয়া ঢুকতে অইবো। আর এইডা যদি কেউ ভুল করে তাইলে তার পাঁচ টাহা জরিমানা আর পাঁচটা কইরা ব্যাতের বাইরি[৭৫] খাইতে অইবো। ঐদিন থাইহ্যা যত লোক ঐ কাচারিত আইয়ে সব মানুষ এ্যাকটা কইরা বারি দিয়া ঢোকা শুরু কইরলো। আমার কেচ্ছাও শ্যাষ অইয়া গ্যালো।

'অতি চালাকের গুজে[৭৬] দড়ি এই অইলো তার নতিজা।"

৬৯। বাইরের ঘরকে কাচারি ঘর বলে ৭০। রেখেছে ৭১। খাটো ঝাড়ু ৭২। ঝুলিয়ে ৭৩। লিখে ৭৪। প্রত্যেকদিন ৭৫। আঘাত ৭৬। গলায়।

টোনার চাতুরীর কিসসা

ফরিদপুর থেকে 'টোনার চাতুরী' কিসসাটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক শ্রী মুকুন্দবিহারী দাস। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ বাশুড়িয়া, ডাক ঃ রাজপাট, জেলা ঃ ফরিদপুর।

কাহিনী সংক্ষেপ

বগা আর বগীর কোন বাচ্চা নেই। তারা স্থায়ীভাবে কোন জায়গায় বাস করতে পারে না। বহু চেষ্টার ফলে তাদের দুটো বাচ্চা হয়। হঠাৎ বাচ্চা দুটো রেখে বগী মারা যায়। বগী মারা যাবার সময় বগাকে বলে যায় যে, তুমি কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বগা বগীর কথা রক্ষা করতে পারেনা। পুনরায় বগা আর একটা বিয়ে করে। সৎমার কুবদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত বাচ্চা দুটো মারা যায়।

কাহিনী শুরু

পতের দারে[১] এ্যাটটা[২] বোরই গাচ[৩] আচিল। তাতে থাকতো এ্যাটটা টোনা। টোনার ছেলোনা বোউ। সে এ্যায়লা এ্যায়লা[৪] কি অরবে। সবকাম তার ওরয়া[৫] খাতি অয় আর কি। এ্যাকদিন টোনার গুদি[৬] এংগচে কাঁটা। কাঁটার বেত্তায়[৭] দাপাদাপি[৮] ওরত্যাছে। এ্যামোন সোমায় সে দ্যাহে, ফত্ দেয়া[৯] রাজার নাপিত যাতিচে। নাপিতার দেইহা টোনা মুখহান কাচুমাচু ওরয়া কলো, নাপিত ভাই, তুমি আমার গুদির কাটাত কাডয়া দেও, তোমারে বোকসিৎ[১০] দেবো। তাই শুনিয়া নাপিত কলো, টোনা আবার কি বকসিৎ দেবে। দ্যাহি তোমার কোয়ানে কাটা এংগচে[১১]। টোনা তার গুদ দেহালি নাপিত কলো, যদি গুদ কাটিয়া যায়? তাতে টোনা কলো, তা কাটফে না। নাপিত যেই তার ক্ষুর দিয়া টোনার কাটা কাডতিচে, ওমনি আতের ঠেলা লাগায়া টোনার গুদ কাটয়া গ্যালো। তাতে টোনা চিতকারী[১২] দিয়া কোতি লাগলো—নয় তো তোমার ক্ষুর দেয়াও, নয় তো আমার গুদ দেয়াও, নয় আমি রাজারটে নালিশ ওরয়া দেবো। নাপিত দ্যাখলো টোনা যদি তার গুদ কাটার নালিশ রাজার নিকট অরে তয় বোকহ্যা[১৩] থাকফেনা। নাপিত বয়তে বয়তে টোনারে ক্ষুর দিয়া বাড়ীর দিগ চলয়া গ্যালো।

টোনা নাপিতির ক্ষুরহান নেহিয়া[১৪] ফতে চলতি নাগলো। সে দূর ফথে যাইয়া দ্যাহে এ্যাগ বিটি আত দিয়া[১৫] মাটি খুচয়া খুচয়া তার গাই দোয়ানয়ে আতোনে[১৬] বোরতাচে[১৭]। তাই দেইহা টোনা কলো, এ্যাদে বুড়ী, তুই অ্যাদামাটি খুচতিচিস[১৮] ক্যান? আমার এই ক্ষুর দিয়া মাটি খোচ। তাতে সেই বিটি কলো—যোদি তোমার ক্ষুর মাটি খোচাত বাংগয়া[১৯] যায়? তাতে টোনা কলো, বাংবেনা, খুচয়া দ্যাহো। টোনার কতামতো যেই সেই বিটি মাটি খুচত্যাছে, অমনি মট কোইরা ক্ষুর হ্যান গ্যালো বাইংগা। তাই দেইহা টোনা কলো, নয় আমার ক্ষুর দাও, নয় তোমার আতোন দাও। যোদি না দাও তয় আমি

১। পথের পার্শ্বে ২। একটা ৩। গাছ ৪। একা একা ৫। করে ৬। পাছায় ৭। ব্যথা ৮। ছটফট করছে ৯। পথ দিয়ে ১০। বকশিস ১১। বিঁধেছে ১২। চিৎকার ১৩। মুখ আর থাকবেনা ১৪। নিয়ে ১৫। হাত। ১৬। পাত্রে ১৭। ভরছে ১৮। মাটি খুড়ানো ১৯। ভেঙ্গে যায়।

রাজারটে নালিশ ওরয়া দেবো। তাতে সেই বিটি বয়তে বয়তে টোনারে আতোন দিয়া বাড়ী চলয়া গ্যালো।

টোনা সেই আতন নোইয়া আটতিচে। আটতি আটতি দ্যাহে এ্যাগ বিটি বাঁশের চুংগায় ওরয়া দুৎ দোহাতিচে। তাই দেইহা টোনা কলো, বাঁশের চুংগায় ওরয়া কি গাই দোয়ান যায়? আমার আতোন নেয়াও, তারপর দুৎ[১] দোয়াও? এই শুনয়া সেই বিটি কলো, যদি তোমার আতোন বাংগয়া যায়? তাই শুনয়া টোনা কইলো বাংবোনা। গাই দোয়াতি কি আতোন বাংগে? সেই বিটি টোনার কথামত সেই আতোনে ওরয়া দুৎ দোয়াতিচে, ওমনি বিটির গাই ছাটেহিয়া[২] আতোন বাংগয়া ফ্যাললো। তাই দেইহা টোনা কলো, নয়তো তোমার গাই দেয়াও, নয়তো আমারা আতোন দেয়াও। নয় রাজার কাছে নালিশ ওরয়া দেবো। রাজার কাছে নালিশের বয়ে বিটি তরাতোরি গাইডা টোনাকে দিয়া বাড়ী চলয়া গ্যালো। টোনা গাইডা নেহিয়া ফতে আটতি লাইগলো। তারপর যে ফতে একহানে যাইয়া দ্যাহে এ্যাক বেটা বেডি দিয়া আল চোষতিচে। তাই দেইহা টোনা কইলো, ও মশোয়, তুমি বউ দিয়া আল চষো[৩] ক্যান? এই আমার গাই আচে, তাই দিয়া আল চষো। তাই শুনয়া সেই বেটা কলো, যদি তোমার গাই মরোয়া[৪] যায়? তাই শুনয়া টোনা কলো, মরবেনা, এ্যাধটু চোষয়া[৫] দ্যাহোনা। টোনার কতায়[৬] যেই আল চোষতিচে অমনি গাইডা নাংগোল লেইয়া পোড়া মোরয়া গ্যালো। তাতে টোনা সুর দোরয়া কোতি লাইগলো, নয়তো আমার গাই দেয়াও, নয়তো তোমার বোউ দেয়াও, আর যদি না দেয়াও তয় রাজার কাচে নালিশ ওরয়া দেবো। তাতে সে আলুয়া বেটার ভয় অলো. সে তরাতোরি[৭] তার বেডি টোনারে দিয়া বাড়ী চোলয়া গ্যালো। টোনা বোউডা নেহিয়া ফতে যাতি লাগলো আর কোতি লাইগলো—

> গুদ কাইটা পাইলাম ক্ষুর
> তা ধিনা ধিন ধিন।
> ক্ষুর বাংগয়া পালাম গাই
> তা ধিনা ধিন ধিন।

১। দুধ ২। লাথি মেরে ৩। মাটি চাষ করা ৪। মারা যায় ৫। চাষ করে দেখ না ৬। কথায় ৭। তাড়াতাড়ি।

গাই মাইরা পাইলাম বোউ
তা ধিনা ধিন ধিন।
বেড়ি নোহিয়া বাড়ী গেলাম
তা ধিনা ধিন ধিন।

টোনা বোউডারে বিয়া ওরয়া[1] গর গেরচতো[2] ওরয়া সুহি দিন কাডাতে লাইগলো।

১। বিয়ে করে ২। ঘর-সংসার করে।

বগা আর বগীর কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'বগা আর বগী'র কিসসাটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাঈ। তাঁর ঠিকানা : গ্রাম : রেহাই পুখুরিয়া, ডাকঘর : মীর কুটিয়া, জেলা : টাংগাইল।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক বড়ই গাছে এক টোনা বাস করত। একদিন টোনার পাছায় একটা কাঁটা ফুটল। এক নাপিতকে টোনা তার কাঁটা খুলে দেবার জন্য অনুরোধ জানালো। নাপিত রাজী হয়ে কাঁটা খুলতে গেলে টোনার পাছার কিছু অংশ কেটে যায়। অতঃপর টোনা রাজার নিকট বিচার দিবে, এই ভয় দেখিয়ে তার নিকট থেকে ক্ষুর নেয়। এভাবে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে সে একটি গাভী ও একজন চাষীর নিকট থেকে তার বৌকে নিয়ে এসে টোনা সুখে সংসার করতে থাকে।

কাহিনী শুরু

একখানে আচিল এক বগা আর এক বগী। তারা যে কতহানে বাসা বানাইল, কোন হানে শান্তি নাই। যেহানেই বাসা বানায় পোলা-পানেরা আইসা বাসা ভাইংগা দ্যায়। ফলে যেহানেই যায়, হেই হানেই তাগারে এই দুর্দশা। যাক, বিরক্ত অইতে অইতে এক নাজার[1] দ্যাশ ছাইড়া অন্য নাজার দ্যাশে গ্যালো। হেই দ্যাশে যায়া এক দেব-দারু গাছে বাসা বানাইল। হেখানে ম্যালা দিন থাকনের পরে তাগারে ঘরে দুহান ছাও অইলো। একদিন বগী বগারে কইতাছে, আইচ্ছা বগা আইজ তুমি কত দূরে যাইবা? তহন বগায় কয়, মেলা দূরে[2] যামু। বগা যদি কয় মেলা দূরে যাবো, হেইদিন কাছে যায়, আর যে দিন কয় কাছে যাবো, হে দিন দূরে যায়।

একদিন বগী গ্যাছে আদার[3] আইনতে এবং বাসার কাছাকাছিতে। আদারও অনেক পাছে এবং খাতি খাতি প্যাট ভইরা গ্যাছে। এমন সময় একটা বাজিলা[4] মাছ সামনে পড়ছে এবং ঐ বাজিলা মাছ খাইবার লিছে। আর অমনি বাজিলা মাছের কাটা বগীর লাহের মধ্যে বিধা পইরছে। বগী তহন কাটাটা বাহির কইরবার জন্য কত রহমে জারাজারি কইরবার নইলো আর কিছুতেই সেই কাটা খুইলতে পাইরলো না। তহন কি করে, ম্যাল্যা কান্দা কাটি কইরবার লাইগলো। বগা ঘরে ফিরা আইলো। ঘরে আইয়া দ্যাহে বগী বইয়া বইয়া কাঁইনবার লাইগছে। বগা কয়, কিরে বগী কানদোস ক্যান, তোর কি অইছে। তহনে বগী কয়, দেহনা আমার অবস্থা কেমন খারাপ। আদার খাইবার গ্যাছি আর আমার এই দশা অইলো। তে হুন আমি তো আর বাঁচুম না, আমার যে দশা অইছে না তাতে আমার বাঁচনের ভরসা নাই। আমি মইরা যাইবার আগে তোমারে একটা কথা কইয়া যাইবার চাই, তা অইলে', তুমি নিকা হাঙ্গা কইরা আমার পোলা-পানে গো দুঃখে ফালাইতে পারবা না। আমার লগে কতা দেও। তহন বগায় কয়, আহারে তুমি যদি মইরাই যাও, তে আমার আর কিসের বিয়া নিকা। যে কয় দিন থাকুম তা এই পোলা-পানের মুহের দিকে চায়া তোমারে মনে কইরা থাকুম। এই কথা কইয়া বগায় ম্যালা দুঃখ কইরা ক্যাইনবার নইলো।

১। বাজার ২। অনেকদূর ৩। খাবার ৪। এক প্রকার মাছ।

এই মুহে তো বগী মইর‌্যা গ্যালো। বগী যহন মইর‌্যা গ্যালো তহন বগায় আর কি করে, পোলা-পান গুলারে নইয়া মেলা দুঃখে পইড়্যা গ্যালো। তাও কোন দিন বগায় নিকা বিয়ার কতা কয় না। বগা কয়, যদি আইজ নিকা বিয়া করি, তে আমার পোলা পান গুলার কপালে দুঃখের শ্যাষ থাইকবো না। তে যাউক, বগায় আজোর[৫] মত বেশী দূরে যায় না, ইত্র কাছে কাছে থাহে। এমন কইরতে কইরতে তিন-চাইর বছর পার অয়া গ্যালো। তে এক খানে এক বগী আছে, তার আবার বগা নাই। তাইতেই একদিন ঐ বগী এক ঘটক পাঠাইল। আর ঘটককে কইলো, দ্যাহো ঐ গাছে ওই যে বগা আছে. তার আবার বগী নাই, হে আমারে নিকা কইরবে নাহি। এই কতা লিয়া ঘটক হেখানে আইসলো এবং ঐ বগাকে কইলো, ও বগা ভাই বাইত আছো নাহি? বাইত আছ? তহন বগা কয়, কেরা ভাই আমারে ডাহ। ও তুমি তে আইছ যহন, তে বাইর বাড়ী খাড়াইয়া রইছো ক্যা? ভিতরে আসো। আহ বাই, আহ। আমার বাইত্তে ম্যায়ালোক নাই। তহন ঘটক কইলো, হ ভাই তা তো জানি। তোমার ম্যায়ালোক তো মইর‌্যা গ্যাছে। আমি হুনছি,[৬] তে আইজ আমি একটা কতা লইয়া আইলাম।

বগায় কয়, তে কি কতা লইয়া আইছো শুনি। তহন ঘটকে কয় যে, এমনে কইর‌্যা আর কতকাল থাকবা। এ্যাহন এনা বিয়াশাদি কর। আর কতকাল বা তোমার পুলাপানগো কষ্ট দিবা। তহন বগায় কয়, হ বাই। কইছ তো মন্দ কও নাই, তে বাই কি করুম? কও মরণের কালে আমার বগীয়ে আমারে না কইয়া গ্যাছে বিয়া করার নাইগা। হেই কতা যে আমি ফালাইবার পারুম না। যদি আইজ আমি নিকা বিয়া করি, তাইলে আমার পোলাপানগো কপালে সুখ অইবো না। তে আমি ঐগুলা আমার পরানে সইব না। ওয়ার চাইয়া এখনেই বাল আছি। তহন ঘটক কয়, না এমনে কি আর জীবন যাইব। আমার কাছে বাল এটা মাইয়া আছে, যদি তুমি নিকা কর, তাইলে আমি করাইবার পারি। তোমারে কইলাম খুব সুখ অইব, বুজলা?

এমনি ভাবে নিত্তি নিত্তি এই রহম তাগাদা করতে করতে হ্যাষে বগায় কয় যে, যাও করুম। তহনে এক কতায় দুই কতায় বিয়া তো অয়া গ্যালো।

৫। আজকের ৬। শুনেছি।

নতুন বগী ঘরে আইয়া পোলাপানগো, খুব যতন করবার নইলো, তা না বগায় দেখাইয়া মনে মনে খুব খুশী অইবার লিলো[৭]। মনে মনে কয়, আইজ আল্লায় তো আমারে ভাল বোউ দিছে। বগী এই রহম দ্যাহাইয়া এহেবারে বগার বিতরে গেলগা। এহন আর বগায় বগীরে অবিশ্বাস কইরবার পারে না। বগী খুব বিশ্বাসী অয়া গ্যালো বগার কাছে। এমনি কইরতে কইরতে পাঁচ বৎসর পার অয়া গ্যালো। এহনে বগীর মনে মনে হিংসা অইলো। হিংসা অইলো কিয়ারে, এহন তার ছাও অইলো, হ্যার জন্য ওগুলাকে দুচোখে দেহা পারে না। তহন একদিন করল কি, ঐ যে আগের বগীর ছা গুলা আছিল, হে গুলোকে নাহি এ্যাহাবারে[৮] মাইরা ফালাইল।

মাইরা না ফালিয়া তার পরে নিয়া একখানে ফালাইয়া দিল, হ্যারপর বগায় আইয়া দেহে বগীয়ে বইয়া কানবার নৈছে[৯]। তহনে বগায় কয়, ক্যারে বগী কান্দছ ক্যা? তহন বগীয়ে কয়, দেহ না ওরা দুই জনে বিহান বেলা গ্যাছে কনে জানি, আর তো সারা দিনে ফিরা আইল না। এহন কও দেহি, কনে যাই ওগো বিচরাইবার[১০]। বগায় বাস কইরলো কি, পরদিন বিহান ব্যালা গ্যালো ওগো তালাশ কইরবার লাইগা, আর সারা দিন কোনহানেই পাইল না। হ্যাষে না পাইয়া পেরেশান অয়া ঘরে ফিরা আইলো। বগায় মুনে মুনে[১১] কানবার নৈল, হ্যাষে মুনেরে পাথর বানাইলো আর কইলো, আজ যুদি তোগারে মা থাইকতো, তাইলে আমারে এমনি কইরা থুইয়া যাই-বার পাইরতো না। বগা পোলাগান হারাইয়া দুঃখ পাইছিল অনেক। কিন্তু আর কি কইরবে, তার এই বগীর জন্য এ দশা অইলো। হ্যাষে[১২] দুঃখ-কষ্ট পায়াও বগীর সাথে কোন রহমে সংসার কইরবার লাইগলো।
হাস্তরটা এহানেই শ্যাষ অয়া গেল।

৭। নিলো ৮। একেবারে ৯। ক্রন্দনরত ১০। খোঁজ করা ১১। মনে মনে। ১২। শেষে।

বাঘ ও টাগের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'বাঘ ও টাগের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চরনবীপুর, জেলা ঃ পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক ছিল জোলা। সে তার মায়ের নিকট থেকে কিছু টাকা নিয়ে ঘোড়া কেনার জন্য পথে বের হলো। ধড়িবাজ লোকের পাল্লায় পড়ে ঘোড়ার পরিবর্তে সে ঘোড়ার ডিম কিনলো। শিয়ালের খপ্পরে পড়ে জোলা এক বুড়ীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারপরে কৌশলে বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে রাজার নিকট থেকে বহু টাকা পয়সা নিয়ে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

কাহিনী শুরু

এ্যাক আছিল জুলা। হে আছিল খুব বোকা। এ্যাকদিন তার মারে কয়, মা আমারে কিছু টাহা দেও। আমি এ্যাকটা ঘোড়া কিনতে যাব। মা তহন কয়, টাহা তো নাই, মোটে তিনডা টাহা আছে। জুলা তো করছে কি, টাহা তিনডা নিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে অনেক দূরে গ্যাছে। এ্যামন সময় দ্যাহে কি, এ্যাকটা লোক ভুই[১] নিড়াইতেছে। তারে কয়, ভাই এ্যাহানে ঘোড়া বিক্রি আছে? লোকটা কয়, কত টাহা আনছো? জুলা কয়, আনছি তো ভাই তিনডা টাহা[২]।

তিন টাহায় ঘোড়া তো ভাল ঘোড়ার ডিম পাবা না। জুলা কয়, ভাই আমারে এ্যাকটা ঘোড়ার ডিম দ্যাও। লোকটা তো বুঝছে যে ও তো বোকা। যাক ওর তিনডা টাহা তো রাহি। জুলারে কয়, তুমি আমার সাথে আইসো। যাইতে যাইতে বেশ কিছু দূরে গ্যালো। তারপর এ্যাক ভুঁইতে যাইয়া এ্যাকটা বাঙ্গি দিয়া কয়, এই যে অইলো ঘোড়ার ডিম। দেখবি রাইতে ফুটবেনে, সাবধান কোন হানে থুবি[৩] না। জুলা তো ঘোড়ার ডিম লিয়া যাইতেছে। এদিকে জোলার আইছে আগা[৪]। বেলাও প্রায় যায় যায়। ও করছে কি, এ্যাক নদীর পাড়ে ঘোড়ার ডিম থুইয়া আগতে নামছে। এমন সময় অইছে কি, এ্যাক হিয়াল আইসা বাঙ্গি খাইতেছে। জুলা আগা থাইকা উইঠা দ্যাহে এ্যাক হিয়াল। ও কয়, এইতো ঘোড়ার বাচ্চা আনডা থাইকা ফাইটা বাড়াইয়া পইড়ছে। ও তাড়াতাড়ি ধইরতে গ্যাছে। আর অমনি হিয়াল দে দৌড়। জুলা তো পাছে পাছে দৌড়াইতে শুরু কইরলো। কিন্তু ওরে কি আর ধরা যায়।

এদিকে হিয়ালের পাছে দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাত অয়া গ্যাছে। জুলাও এ্যাহেবারে পেরেশান অয়া গ্যাছে। জুলা চিন্তা করতাছে, এহন কি করা যায়। দ্যাহে কি, সামনে জোঙ্গলের মধ্যি এ্যাকখানা বাড়ী। জুলা যায়া উঠলো হেই বাড়ীত। দ্যাহে কি, বাড়ীতে কেউ নাই শুধু এ্যাকটা বুড়ী আর তার বউ। ও কয়, মা, আমারে রাইতে একটু থাইকপার দাও। বুড়ী কয়, বাবারে আমাগো তো এই এ্যাক খান ঘর, আর ঘরে আমার নতুন বউ। তোমাকে

১। জমি ২। টাকা ৩। রাখবি ৪। পায়খানা।

কোন হানে থাকপার দিবো। এই বারেন্দায় যদি একটু থাকতে দেন, তাইলে আমি থাকতাম এবং খুব বিয়ানে আমি চইল্যা যাবানে। বুড়ী কয়, এহানে তো বাঘ টাগের ভয় আছে। জুলা কয়, বুড়ী মা, আমার কোন ভয় নাই। ঐ সুময় ঘরের পাছে ছিল বাঘ বসা। বাঘ মনে মনে কয়, এ আবার কি কয়, আমি বাগ তার উপর আবার টাগ।

জুলা তো রাইতে শুইছে। অনেক রাইতে জুলার আইছে মুত[৫]। জুলা তো ঘরের পাছে মুততি গ্যাছে। এমন সময় দ্যাহে কি, ঘোড়ার বাচ্চা বসা। জুলা কয়, আরে শালা, তুমি আমাকে কত কষ্টো দিছো। এ্যাহন কোথায় যাবা। জুলা তো উইঠছে বাঘের পিঠে। বাঘ মনে মনে কয়, খাইছে, আমারে তো সত্যিই টাগে ধইরছে। বাঘ দে দৌড়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে অরান অয়া গ্যাছে। এদিকে বিয়ান অয়া গ্যাছে। এ্যাহান জুলা দ্যাহে কি, খাইছেরে, এ দেহি বাগ। এ্যাহন উপায় কি। বাঘ তো যাইতে যাইতে এ্যাক বট গাছের তলা দিয়া যাইতেছে। অমনি জুলা বটের ডাল ধইরা উপরে উইঠা গ্যাছে।

বাঘ তহন কয়, আল্লায় আমারে টাগের আত অইতে বাঁচাইছে। আজই টাগের পূজা করবো। বাঘ ওদের বাথানে[৬] চইল্যা গ্যাছে। বাথানে যায়া কয়, ভাই তোমরা শোন, কাইলকা রাইতে আমারে টাগে ধরছিল। আল্লায় বাঁচাইছে। সবাই চলো, আমরা টাগের পূজা কইরা আসি। ঐ বট গাছে টাগ আছে। এ কথা বলার সাথে সাথে ঝাকে ঝাকে বাঘ রওয়ানা দিল সেই বট গাছের নিকটে। হেই খানে যায়া বাঘ করছে কি, এ্যাকটার পর এ্যাকটা পিঠের উপর ওইঠা জুলারে প্রায়ই ধরা ধরা ভাব। এহন জুলা কয়, আর উপায় নাই। আমাকে এ্যাহন[৭] খাইছে। এদিকে জুলা করছে কি, ডাল ভাইংগা তলায় পড়ছে, তহন বাঘরা কয়, খাইছেরে ভাই, টাগেতো ধরলো। এই কয়া যার যার মত দৌড়াইয়া পালাইয়া গ্যালো। জুলা নিজের জান নিয়া বাড়ীতে চৈলা আইল।

জুলা কিছুদিন বাড়ী থাইহা[৮] এ্যাকদিন কয়, মা, আমি একটু বিদ্যাশে ত্যা ঘুইরা আসি। যদি কিছু টাহা পয়সা আনতে পারি। মা কয়, আচ্ছা বাবা যা। তয় বেশী দিন থাকবি না, তাড়াতাড়ি চইলা আইবি। জুলা তো

৫। প্রস্রাব ৬। দলে ৭। এখন ৮। থেকে।

রওয়ানা দিলো। যাইতে যাইতে এ্যাক দ্যাশ ছাইড়া অন্য দ্যাশে যায়া হাজির। হেই দ্যাশের রাজার বাড়ীর কাচ দিয়া যাইতে পথে রাজার সাথে দ্যাহা। রাজা কয়, এ তুমি কোথায় যাও? জুলা কয়, হুজুর কোথায় আর যাবো, আইছিলাম এ্যাকটা চাকরির জন্য কিন্তু আইজকা দুইদিন কোনহানে এ্যাকটা চাকরি পাইলাম না। রাজা কয়, তুমি আমার বাড়ী থাহো। তোমারে দশ টাহা মাইনা দিবো আর খাবার দিবো। রাইতে তুমি আমার ধান পাহারা দিবা। বাঘ-টাহে যাতে ধান নষ্ট না কইরা ফালায়। জুলা কয়, আচ্ছা ঠিক আছে রাজা মশাই। আমারে পাতা দিয়া খুব উচা কইর‍্যা এ্যাকটা টোঙ বাইন্দ্যা আর একখান ছ্যান, দাও, এ্যাক তাওয়া আগুন, এ্যাকটা উক্‌কা দিবেন আর কোন কিছুর দরকার নাই।

রাজা জুলার সব ঠিকঠাক কইর‍্যা দিলেন। জুলা রাইতে গ্যাছে টোংগে। এদিকে বাগ তো আইছে অনেকটি। বাগ মানুষের গন্ধ পায়া কয়, আইজ ক পাইছি। ঐ যে মানুষ। সকলে বুদ্ধি কইরলো ক্যামন কইর‍্যা খাওয়া যায়। এক বুড়া বাগ কয়, আমার পিঠের উপর এ্যাকটার পর এ্যাকটা উঠ, তারপর ধর। সত্যি এ্যাকটার পর এ্যাকটা উইঠা ক্যাবল জুলাকে ধইরবে, এমন সুময় জুলা করছে কি, ছ্যান দাও দিয়া দিচে ন্যাচে কোপ, অমনি উপরের বাগ কয়, ভাই তাড়াতাড়ি সর, আমারে ধরছে। আমার ন্যাজ লিয়া গ্যাছে। জুলা তহন কয়, আবার তোরা সব এহানে আইছিস? আমি অইলাম হেই টাগ। বাগরা কয়, ওরে বাপরে, এহানে হেই টাগ আইছে। এই দ্যাশে আর থাহা যাবি নায়। চল আমরা এ দ্যাশ ছাইড়া চইল্যা যাই। সত্যিই হেই রাইতি বাগরা হে রাজ্য থাইক্যা চৈলা গ্যালো। জুলা তহন রাজারে কয়, রাজা মশাই, এ রাজ্যে আর বাগ আইবে না, আমারে এ্যাহন বিদায় দেন, আমি বাড়ী যামু।

সত্যি রাজা মশায় জুলারে অনেক টাহা-পয়সা দিয়া বিদায় দিলো। জুলা বাড়ীতে আইসা মহা সুখে দিন কাটাতে লাইগলো।

শিয়ালের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'শিয়ালর কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চরনবীপুর, জেলা ঃ পাবনা।

কাহিনী-সংক্ষেপ

এক গ্রামে দু' জন লোক ছিল। তাদের একজনের একটা গাভী ও একজনের একটা ষাঁড় ছিল। গাভীর বাচ্চা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত শিয়াল এসে মীমাংসা করে দেয়।

কাহিনী শুরু

এ্যাক গায়ে আচিল এ্যাক গারোস্ত, আর তার আচিল এ্যাকটো গাই গরু। গরুডো গাব[1] আচিল, গাইডোক চরার মধ্যে এ্যাকদিন গোছোর দিয়া থুইয়া বাড়ীত আইচে। গাই তো কিছুক্ষণ পর বিয়াইছে বাছুর। হেই বাছুর ওহোনেই এ্যাকটা বলদো গরু গোছর দ্যাওয়া আচিল, হেই বলদোর কাছে যায়া হুইয়া রইচে। বলদো আলা যায়া দ্যাহে যে বলদোর কাছে বাছুর রইছে হুইয়া। তহন বলদো আলা বাছুর ও বলদ লিয়া বাড়ীতে আইলো। এদিকে হেই গাই-আলা মানুষটা গাইর কাছে যায়া দ্যাহে যে, তার গাই বিয়াইচে কিন্তু বাছুর নাই। তহন হে বাছুর উটকান[2] লিলো এবং উটকাতি[3] উটকাতি যায়া দ্যাহে যে, তার গাইর কাছে যে বলদো গোছর দিছিল হেই বলদো-আলা বাছুর লিয়া গ্যাছে। হ্যাকোন[4] গাই-আলা বলদো আলাক কইলো, ভাই আমার গাইর বাছুর দাও এবং আমার গাই বাছুরের লাইগা হাম্বাহাম্বি[5] কইরতাছে। তহন বলদো আলা কইলো, ক্যা আমার বলদের বাছুর তোমারে দেব কিহানে। হ্যাকোন গাই আলাক আর বাছুর কোন রহমেই দিল না। গাই-আলা তহন গাঁর পরামানিকগারে কাছে নালিশ দিল। হ্যাকোন গাঁর মানুষ সব তারা দরবার কোরে কোন রহমেই হেই বাছুর গায়-আলাক দিবার পাইরলো না। তহন গাই-আলা মানুষটা আর কোন পরামানিকের কাচে না যায়া, হ্যাকোন শিয়াল পরামানিকের কাছে গ্যালো। শিয়ালের কাছে যায়া কইলো, ভাই পরামানিক, আমার এ্যাকটা বিচার কোরে দ্যাওয়া লাগবি। বিচারডো অলো এই যে, আমার গাইর বাছুর বলদোর কাছে হুয়া রচিল, আর বলদো-আলা আমাক বাছুর দ্যায় না। আর হে কয়, আমার বলদেই বিয়াইচে। হে বাচুর ক্যা দেবো তোমাক। আমি গায়ের পরামানিক দিয়া বিচার করাইলাম, তারাও আমার বাছুর লয়া দিবার পাইরলো না। এ্যাহন আপনি বিচার কইরা দেন। শিয়াল ভাইবা চিন্তা কইলো, তোমার গায়ের পরামানিক গারে কও যে, কাইল দুপারে তোমাদের বিচার অইবো। কিন্তু আরাকটা কথা, তোমাগারে গাঁয়ের যত কুত্তা আছে, তা সব দূরে সরাইয়া রাইখা দিও। গাই-আলা গায়ে যায়া পরামানিকদের কইলো, আপনারা

১। গাভীন ২। খোঁজ ৩। খুঁজতে ৪। তখন ৫। চিৎকার

বিচার কইরা আমার গাইয়ের বাছুর ফিরা দিবার পাইরলেন না। কিন্তু শিয়াল পরামানিক কইলো এই বিচার কইরবার আসবি, আপনারা সবাই হেই বিচারে থাইকবেন। হোত্তি[৬] কইর‍্যা পরের দিন দরবার বস্যা গ্যালো। গ্রামের লোকজন সবাই আইসল, লোক গমগম[৭] কইরবার লাইগলো দরবার কিন্তু শিয়াল আর আসে না। অনেক দেরী অয়া যাওয়ায় দরবারের লোক-জন আর দরবারে থাইকতে চায় না, মানুষ এ্যাহাবারে[৮] অতিষ্ঠ হয়া গ্যাছে। এ্যামনি সময় শিয়াল আইলো এবং আইসাই দরবারের মইধ্যেগার পরামা-নিক কইলো, আপনের এ্যাতো দেরী অইলো কিহানে? হ্যাকোন শিয়াল কইলো, শোনেন ভাইরা এ্যাকটা কথা। আমি দরবারে আসার পথে দেহি যে বুড়ীগঙ্গায় আগুন লাগচে, আগুন লাইগা পানি পুড়্যা হুকায়া গ্যাছে এবং ভাল ভাল মাছ, হুকনায় পড়া মাছ খাতি আমার দেরী অয়া গ্যাছে। তার লাইগা মনে কিছু নেবেন না। তহন গাঁর[৯] পরামানিকরা ও বলদো আলা কইলো, হে আবার কেবা কথা, পানিতে কোনদিন আগুন লাইগ্যা পানি পুইড়বার পারে? তহল শিয়াল কইলো, পানিতে আগুন লাইগবার পারে না, এই কথা নাহি। পরামানিক ও বলদো আলা কইলো, পানিতে কোনদিন আগুন লাগেনা। হ্যাকোন শিয়াল কইলো যে, গাই গরু ছাড়া বলদা গরু কোনদিন বিয়ায় না! আপনারা কোনদিন হুনচেন যে, বলদো বিয়ায়? সবাই এ্যাকবাক্যে কইলো—না, বলদো তো বিয়ায় না। শিয়াল কইলো, গাই আলা বাছুর লিয়া যাও। তহন গাই আলা বাছুর লিয়া বাড়ীত গ্যালো। শিয়ালের বিচারে সবাই খুশী অলো। শিয়াল দরবার শ্যাষ কইর‍্যা চইল্যা গ্যালো। আমার কিসসা শ্যাষ অইলো।

৬। সত্যি ৭। লোকে লোকারণ্য ৮। একেবারে। ৯। গ্রামের

সোনার ষাঁড়ের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'সোনার ষাঁড়ের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : চরনবীপুর, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

সোনার ষাঁড়কে ধরার জন্য কোন এক গ্রামের জনৈক লোক আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সফল হতে পারে না।

কাহিনী শুরু

চরনবীপুর গাঁয়ের পরচিম[১] দিয়া এ্যাকডো[২] বড় গাঙ[৩] দহিন[৪] দিগে গ্যাছে। গাঙের নাম করতোয়া। এই গাঙডার এ্যাককালে বাহার[৫] আচিল খুব বেশী। গভীর পানি। আইক্যা বাইক্যা চইল্যা গ্যাছে। চরনবীপুর গাঁয়ের সামান্য দহিনে এ্যাকটো বিরাট বাঁক পইড়চে। এই বাঁক দিয়া দিনে ভাগেই লাও[৬] বাইতে ভয় কইরচে। এহানকার পানি আচিল কাল। জাইলারা জাল ফালাইবার পাইরতো না। অনেক পাঠা-পুঠা হেই দয়ে বলি দিয়া মাছ মাইরতো। কত যে গভীর আচিল তার হিসাব নিকাশ নাই।

চরনবীপুর গাঁয়ে, এ্যাকটো জ্ঞানী-গুণী লোক বাস কইরত্যাছিল। হে লোকটা অত্যন্ত চালাকও আচিল। এ্যাকবার এ্যাকদিন গভীর হেই দর নিকট ক্ষ্যাত পাহারা দিবার জন্য গ্যাছিলো। অনেক রাইতে এ্যাক সোনার ষাঁড়, হেই দও থাইক্যা উইঠ্যা ক্ষ্যাতের মইদ্যে দিয়া আটাহুটা কইরতাচে। এই দেইকপার নইলো হেই জ্ঞানী লোক। তারপর কিছুক্ষণ থাইক্যা আবার ঐ দর মধ্যে গ্যালো। এই দেইহা জ্ঞানী লোক হব সময় চিন্তা কইরবার নাইলো[৭] যে কি কইরা ঐ ষাঁড়কে ধরা যায়।

হেই গায়ের আরাক পাশে এ্যাক গাও আচিল। হেই গায়ে অনেক গোয়ালা আচিল, তাগার ভাল ভাল গাই আছিলো। এ্যাকদিন হেই জ্ঞানী হেই গায়ে যায়া এ্যাক গোয়ালার এ্যাক গাই দেইহা তাকে কইলো, এই গাইর বাচ্চাডো আমাক দিবার লাইগবো, এই বাচ্চাক আমি ষাঁড় বানামু, যত ট্যাহা লাগে আমি দিতাচি। আর হুন আইজ থাইক্যা এই গাইর দুধ তুমি ব্যাচপার পাইরবালয়, শুধু বাচ্চাটা খাইবে। আমি তোমাকে অনেক ট্যাহা দিব। এই কয়া জ্ঞানী লোক চইল্যা গ্যালো। কিছুদিন পর বাচ্চাটা যহন তাজা-তুজা অইলো ঠিক সেই সময় জ্ঞানী লোক আইসা নিয়া গ্যালো। এ্যারপর ভাল কইর‍্যা খাওয়াইয়া আরও তাজা কইরলো। এহন হেই লোক দেইকপার লইলো, কবে হেই সোনার ষাঁড় উইঠ্যা আসে। হেই ষাঁড়ের সাথে ঐ

১। পশ্চিম ২। একটি ৩। নদী ৪। দক্ষিণ ৫। নামডাক ৬। নৌকা ৭। লাগল।

সোনার ষাঁড় লড়াই দিবো। হেই লড়াইতে যদি সোনার ষাঁড় না পারে, তা অইলে হে ষাঁড় তার অইবে। দেইখতে দেইখতে এ্যাকদিন গভীর রাইতে হেই সোনার ষাঁড় আমলাইতে[৮] আমলাইতে মাঠে আইলো। এই দেইহা জ্ঞানী লোক তার ষাঁড় লইয়া মাঠে আইলো এবং দূর থ্যাইকা দেইখ-বার নইলো যে ষাঁড় ক্যামন কইরা লড়াই করে। লড়াই শুরু অইলো। বেশ কিছু সময় লড়াইয়ের পর জ্ঞানী লোকটার ষাঁড় হইটা[৯] গ্যালো। জ্ঞানী লোকটা দুঃখিত অইলো। পরদিন সকালে জ্ঞানী লোক হেই জাগায় গ্যালো এবং দেইখলো যে লড়াই কইরা হেই সিংয়ের খোঁচায় বহু সোনা পইড়া আছে। জ্ঞানী লোক হেই সোনা কুড়ায়া আইনা বাজারে বিক্রয় কইরা বহু টাকা পয়সা পাইলো।

জ্ঞানী লোক চিন্তা কইরবার নইলো যে, যদি ষাঁড়টা আমি রাইখবার পাইরতাম, তাইলে দ্যাশের ভিতরে অনেক ধনী অইবার পাইরতাম। আমার ষাঁড় ঐ সোনার ষাঁড়ের সাথে লড়াই কইরা নিশ্চয় পাইরতো। কিন্তু গোয়ালা আমার সাথে চালাকী কইরচে এবং দুধ অন্য জাগায় বেইচা ফালাইছে। হেই জন্য আমার ষাঁড় সোনার ষাঁড়ের হাতে লড়াই করে পারে নাই। তবুও হে জ্ঞানী লোক হেই সোনার ষাঁড়কে ধইরবার জন্যে বহু চেষ্টা কইরাচে, কিন্তু হেই সোনার ষাঁড় আজও ধইরবার পারে নাই।

৮। ডাকতে ৯। পরাজিত

চড়ুই ও কাকের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'চড়ুই ও কাকের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চরনবীপুর, জেলা ঃ পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

মরিচ খাওয়া নিয়ে চড়ুই ও কাকের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, যে পরাজিত হবে, সে তার বোটের দুধ দিবে। যা হউক, কাকের নিকট চড়ুই পরাজিত হলে, চড়ুই দুধ খাওয়ার জন্য কাককে তার ঠোঁট পরিষ্কার করার জন্য বললো। কাক চড়ুইর বোটের দুধ খাওয়ার জন্য তার ঠোঁট পরিষ্কার করতে যথাক্রমে নদী, কুমার, মাটি, গরু, কুকুর, গৃহস্ত ও কামারের নিকট যায়। অবশেষে কামারের নির্দেশে আগুন নিয়ে আসতেই পথে কাকের মৃত্যু ঘটে।

কাহিনী শুরু

এ্যাকদিন এ্যাক গিরস্তর[১] বাড়ীতে মরিচ মেইল্যা[২] দিয়া থুইচে রোইদে হুকাইবার[৩] লাইগা। একটো কাইয়া আইসা ঐ মরিচ খাইবার নইচে। এমন সময় একটো চড়ুই পাহী আইসা ঐ বাড়ীত পইলো। হেকানে[৪] আবার ধানও হুকাইবার দিছিলো, চড়ুই আইসা কাইয়াক কইলো, আচ্ছা কাইয়া ভাই, তোমার হাতে[৫] আমার পাল্লা। দেহি কেডো অগে মরিচ খায়া উইঠপার পারে। কাইয়া কইলো, যদি আমার মরিচ আগে খাওয়া অয়, তাহলি তুমি আমাক কি দিবা? চড়ুই কইলো, যদি তুমি আগে খাই-বার পারো, তা হলি তুমি আমার বোটের দুধ খাইবা। দুইজনের মধ্য পাল্লা চইল্লো। কাইয়া চালাকি কইরা কিছু মরিচ ঠোঁটে কইরা নিয়া এমমুহে ওমমুহে হারাইয়া[৬] থুইয়া আইসে আর কিছু খায়। এমনি কইরা কাইয়ার মরিচ খাওয়া আগে অয়া গ্যালো। ওমমুরা চড়ুই তার ধান খায়া হাইরবার পাইরলো না। চড়ুই পাহী, তার আবার পেট ছোট। হে কি আর অত মরিচ একলা খায়া হাইরবার পারে? কাইয়া তার মরিচ শ্যাষ কইরা আইসা চড়ুইক কইলো, চড়ুই ভাই তুমি যে আমার হাতে ওয়াদা কইরছো, তাই এহন পালন কর। চড়ুই কইলো ওয়াদা যহন করচি তহন তাতো পালন করা লাইগবো। কাইয়া কইলো, তা হলি এহন তোমার দুধের বোটা দাও, আমি যায়া খাই। চড়ুই কইলো, ভাই কাইয়া, তুমি তো গু খাও, তাই তোমার ঠোঁট নাপাক থাহে। তোমাকে দুধ নিশ্চয় খাইবার দিবো কিন্তু তোমার ঠোঁটটা ঐ নদীত থাইকা ধুইয়া আইসো। কাইয়া তার কথামত নদীত গ্যালো ঠোঁট ধুইবার লাইগা। নদীত যায়া কইলো,

নদী ভাই, নদী ভাই
দ্যাও পানি, ধোব ঠোঁট
তবে খামু চড়ুইর বোট।

নদী কইলো, ভাই কাইয়া, তুমি গু খাও, তোমার ঠোঁট নাপাক, ঐ ঠোঁট আমার পানির মোদে ডুবাইবার দিমু না। কারণ এ নদীর পানিতে মেলা মুছুলমান ওজু কইরা নামাজ পড়ে। তাই যদি তুমি ঠোঁট ধুইবার চাও তাহলি এ্যাকটো খুটি বানায়া আন, তাতে পানি তুইল্যা হেই পানি দিয়া

১। গৃহস্থ ২। ছড়িয়ে ৩। শুকাতে ৪। সেখানে ৫। সাথে ৬। লুকিয়ে

ঠোঁট ধোও। এই কথা হুইনা কাইয়া গ্যালো কুমার বাড়ী। কুমার বাড়ী যায়া কুমারকে কইলো,

কুমার ভাই, কুমার ভাই
দাও খুঁটি, ভরবো জল
ধোব ঠোঁট তবে খাব
চড়ুইর বোট ॥

কুমার কইলো, আমার কাছে তো মাটি নাই, তুমি মাটি লিয়া আস, আমি খুটি বানায়ে দেবনে। কাইয়া তহন মাটি আইনবার যায়া মাটিক কইলো,

মাটি ভাই, মাটি ভাই
দাও মাটি, গড়ব খুঁটি
ভরব জল, ধোব ঠোঁট
তবে খাব চড়ুইর বোট ॥

মাটি কইলো, দ্যাহ, যদি তুমি আমাক তুইল্যা নিবার পার তবে লিয়া যাও, তাতে আমার কোনে আপত্তি নাই। কাইয়া নিজের ঠোঁট দিয়া খুব চেষ্টা কইরলো কিন্তু পাইরলো না। তহন মাটি কইলো, যদি আমাক লিবার[7] চাও তা অলি ঐ যে গরু দ্যাহা যায় ওর শিংগা লিয়া আইসো, তাই দিয়া খুঁইড়া তুইল্যানে। কাইয়া তখন গরুর কাছে যায়া কইলো —

গরু ভাই, গরু ভাই
দাও শিংগা, তোলবো মাটি
গড়ব খুঁটি, ভরব জল
ধোব ঠোঁট, তবে খামু
চড়ুইর বোট ।

গরু কইলো, ভাই আমি তো আর নিজের শিংগা নিজে ভাইংবার পাইরতাছিনা। তবে যদি শিংগা নিবার চাও তা হলি ঐ যে কুত্তা[8] যাইতেছে ঐ কুত্তাক কও, হে আইসা আমার শিংগা ভাইংগা দিয়া যাইবোনে। কাইয়া তহন কুত্তাক যায়া কইলো—

কুত্তা ভাই, কুত্তা ভাই
ভাইংগা দাও শিংগা

৭। নিতে চাও ৮। কুকুর

তোলবো মাটি, গড়বো খুঁটি
ভরব জল, ধোব ঠোঁট,
তবে খাব চড়ুইর বোট।

কুত্তা কইলো, ভাই কাইয়া, তোমার কাম করার নাইগা আমি রাজি আছি, কারণ তুমি বিপদে পইড়চো। কিন্তু কি কমু আজ তিন চারদিন অয় আমি কিছুই খাই নাই। খিদাত[৯] প্যাট চো চো কইরতাছে। যদি কোন বাড়ী থাইক্যা চারডা ভাত আইনা আমাক দিবার পারো, তা হলি তাই খায়া জোর বানাইয়া গরুর হাতে পাচড়া পাচড়ি[১০] করমু। কাইয়া হেই কথা হুইনা গেল এক গিরস্তের বাড়ী। যায়া কইলো—

গিরস্ত ভাই, গিরস্ত ভাই
দাও ভাত, খাইব কুত্তায়
বানাইব জোড়, নইরবো গরুর সাথে
ভাইংগবো শিংগা, তুলবো মাটি
গড়বো খুঁটি, ভরব জল,
ধোব ঠোঁট, তবে খামু
চড়ুইর বোট।

গিরস্ত কইলো, তুমি তো গু খাও, তোমার ঠোঁট নাপাক, যদি আমার বাসনে ভাত দেই, হেই বাসন নিয়া যাবি। তোর ঠোঁট দিয়া ধুইয়া, তার বাদে লিয়া দিবি কুত্তাক, হে কুত্তাও তো গু খায়, তহন আমার বাসনটা বাইরকা[১১] অয়া যাইবনে। যদি পার তো ঐ কামার বাড়ী দ্যাহা যায়, ওহান থাইকা একটা বাসন বানায়া আন, তাতে হইরা ভাত লিয়া যাইয়ানে। কাইয়া তহন হেই কামার বাড়ী গ্যালো ও কামারকে কইলো—

কামার ভাই, কামার ভাই
দাও বাসন, নেব ভাত
খাওয়ামু কুত্তাক, ভাইংবো শিংগা
তুলবো মাটি, গড়বো খুঁটি
তোলব জল, ধোব ঠোঁট,
তবে খামু চড়ুইর বোট।

৯। ক্ষুধা ১০। মারামারি ১১। নষ্ট।

কামার কইলো, আমি নোয়ার অভাবে কাজ ছাইড়া দিয়া বইসা আছি। যদি এল্লা নোয়া দিবার পার তা হলি এল্লা কষ্ট কইরা না অয় তোমার বাসন বানায়া দিমানি। কাঁইয়া কোন থাইক্যা একাটা নোয়া আইনা কামারেক দিল। কামার কইলো, আমার আপর[১২] জ্বালামু, তার লাইগা আগুনের দরকার। তুমি ওই বাড়ীত থাইকা আগুন লিয়া আইসো। কাঁইয়া তার পাহাত কইরা আগুন আইনবার যায়া পাহাত আগুন লাইগা মইরা গ্যালো। আমার কাহিনী হ্যাশ অয়া গ্যালো।

১২। লোহাকে গরম করার জন্য পাত্র বিশেষ।

রাজা ও তোতা পাখির কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'রাজা ও তোতা পাখির কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : চরনবীপুর, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

তোতা পাখি রাজ কার্যে রাজাকে সহযোগিতা করতো। তোতা রাজার কাছ থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাপ-মায়ের নিকট গেল। আসার সময় তোতার বাপ-মা তোতাকে একটা ফল দিল। তোতা সেই ফল নিয়ে রাজ বাড়ী এলো। এসে রাজাকে ফলটা দিল। রাজা ফলটা মাটিতে পুঁতে রাখলো। অল্প দিনের মধ্যে গাছটা বড় হলো। ওতে একটা ফল ধরলো। ফলটা পেকে একদিন মাটিতে পড়ে গেল। বিষধর সাপ ঐ ফলটার কিছু অংশ খাওয়ায় ফলটার গায়ে কিছু বিষ লেগে রইলো। রাজা একটা খাবার পূর্বে পরীক্ষা করায় ঐ ফল খেয়ে একটা কুকুর মারা যায়। এর ফলে রাজা রাগ হয়ে তোতাকে মেরে ফেলে। কিছুদিন পর উক্ত গাছে আর একটা ফল ধরে। সেই ফলটা খেয়ে রাজার পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা রানী ষোল বছরের যুবতী হয়ে যায়। ঘটনা দেখে রাজা তোতা পাখির জন্য দুঃখ করতে লাগলো।

কাহিনী শুরু

কোন এক দ্যাশে আছিল এক রাজা। হে ছোট ব্যালা থাইকা এ্যাকটো তোতা পাখী পুষতো। যহন হে রাজা অইলো তহন হে তোতা পাখিটাক তার রাজ-দরবারে রাইখতো। তোতা পাখি রাজাকে অনেক সময় কাজে সাহায্য কইরতো আর এই জন্য তোতা পাখিটাক হে খুব ভাল বাইসতো। এ্যাকদিন তোতা পাখি রাজাক কইলো, হুজুর আমাকে কয়াকদিনের ছুটি দ্যান। রাজা তখন কইলো, বাপু তুমি যদি খাঁচার বাইরে যাও, তাহলে আর কি তুমি ফি:র আইসবা? তোতা পাখি রাজাক কইলো যে, সাত দিন পর ফিরা আইসবো। রাজা তোতার কথায় বিশ্বাস অয়া তোতাকে ছাইড়া দিলো। তোতা পাখি তার বাপ মার কাছে চইলা গ্যালো। ওর বাপ মা ওয়াক[১] পায়া খুব খুশী অইলো। তোতা পাখি রাজা ও বড় রানীর খুব গুনগান কইরলো। কথামত সাতদিন পর তোতা পাখি আবার রাজার দরবারে রওয়ানা দিল। তোতা পাখির মা-বাপ এ্যাকটো ফল দিল এবং ঐ ফলটা রাজাকে দিবার কইলো। তোতা পাখি রাজদরবারে যায়া রাজাকে ছালাম দিয়া তার বাপ-মায়ের দেওয়া ফলটা রাজাকে দিল। রাজা তখন ফলটা না খায়া তার বাগানে গাইড়া রাইখলো। কিছু দিন হেই জায়গা থাইক্যা এ্যাকটা চারা গাছ বাহির অইলো। বড় অইবার পর হেই গাছে[২] এ্যাকটা ফল ধইরলো। এবং ফলটা পাইকা মাটিতে পইর‌্যা গ্যালো যহন, তহন এ্যাকটা বিষধর সাপ হেই ফলটাকে ছুইয়া চইলা গ্যালো। পরের দিন খুব সকালে মালী আইসা ফলটা মাটিত থাইক্যা তুইল্যা লিয়া রাজার নিকট গ্যালো। রাজা ফলটা কুকুরকে খাইতে দিল এবং ফলটা খাওয়ার সংগে সংগে কুকুরটা মারা গ্যালো। ফলে রাজা তোতা পাখির উপর রাগ কইরলো। রাজা চিন্তা কইরতে লাইগলো যে, হে তোতাকে কত ভালবাসে আর তোতার মা তাকে বিস ফল খাওয়াইয়া মাইরতে চায়। তারপর রাজা তোতা পাখিকে মাইরা ফালায়া দিল। কিছুদিন পর আবার এ্যাকটা ফল হেই গাছে[২] ধইরলো। রাজার আছিল দুই বউ। হে বড় বউকে ভালবাইসতো না আর কোনদিন তার কাছেও যাইত না। বড় বউ দুঃখে তার নিজের জীবন নিজেই বাইর করাইতে চেষ্টা কইরলো। বড় বউ

১। ওকে পেয়ে ২। সেই গাছে।

জানতো যে ঐ বিষধর গাছের ফল খায়া কুকুর মারা গ্যাছে, তাই সেও ঐ গাছের ফল খায়া মারা যাইবে। তাই অতি গোপনে হেই গাছের ফল পাইরা আইনলো এবং রাতে সবাই যহন শুইয়া পইড়ছে, হেই সময় বড় রানী হেই ফল খায়া শুইয়া পইড়লো। পরের দিন সকাল বেলা বড় রানীর ঘুম ভাংগিয়া গেল এবং হে উইঠা নিজেকে আয়না দিয়া দ্যাখে, হে ষোল বছরের কুমারীর মত অয়া গ্যাছে। তাই হে ঘর থাইক্যা বারাইতে লজ্জা কইরবার লাইগলো।

এদিকে দাসী-বাদীরা আইসা ঘরের দুয়ার খুইলবার কইলো কিন্তু বড় রানী ঘরের দুয়র খুললো না। এ কথাটা আস্তে আস্তে রাজার কানে গ্যালো। রাজা রাজদরবার থাইকা আইসা বড় রানীকে ডাকাইলো কিন্তু বড় রানীর কোন সাড়া শব্দ নাই। অনেকক্ষণ পর রাজা ঘরের দুয়ার ভাইংগা ঘরের মধ্যে ঢুইকলো এবং দ্যাখলো যে বড়রানী নাই, ঘরে এ্যাকটা কুমারী মিয়া বইসা আছে। রাজা কুমারীকে কইলো, তুমি কে? তহন হেই মিয়াডো কইলো যে, আমি বড় রানী। এই কথা হুইনা রাজা কইলো যে, তুমি আমাকে ধোকা দিতেছো, বড় রানী কোথায় তুমি কও। তহন মিয়াডো কইলো, হুজুর আমি বড় রানী। আমি নিজের জীবন নিজেই বাইর কইরবার ল্যাগা তোতার আনা বিষ গাছের ফল খাইয়া আমার এই রহম অবস্তা। রাজা তহন এই কথা শুইনা বুইঝবার পাইরলো যে তোতা পাখির কোন দোষ আছিল না, কিন্তু হে তোতাকেই হইত্যা[৩] কইরছে এই কথা চিন্তা কইরা রাজা বাড়ীত থাইকা বাড়ায়া গ্যালো, আর কোনদিন রাজদরবারে আইসলো না। সন্ন্যাসী অয়া বনের মধ্যে বসবাস কইরবার নাইগলো।

৩। হত্যা।

টিয়া পকখীর কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'টিয়া পকখীর কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চরনবীপর, জেলা ঃ পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

রাজা এক টিয়া পাখির পরামর্শে সমস্ত কাজ করতো। একবার দেশের বাইরে যাবার সময় টিয়া পাখির উপর রাজ্যের ভার দিয়ে চলে গেলো। টিয়া পাখির কথামত বন পরিস্কার করে সেখানে ধান রোপণ করা হলো। ধান যখন পেকে গেল, তখন টিয়া সেই পাকা ধানে আগুন ধরিয়ে দিবার হুকুম দিলো। অতঃপর ধানগুলো পুড়ে খইয়ে পরিণত হয়। এর ফলে রাজ্যের ভিতরে যত টিয়া পাখি ছিল তারা এলো সেই খই খেতে। টিয়া পাখির হুকুমে সেই গু মাখানো ছাইগুলো গোলাঘরে এনে রাখা হলো। অতঃপর ছয়মাস পর রাজা ও রানী দেশে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে টিয়া পাখিকে মেরে ফেললো। পরে পাত্র-মিত্র নিয়ে রাজা গোলাঘরে গিয়ে দেখে যে, গোলাঘর সোনা-দানায় পরিপূর্ণ। রাজা ভুল বুঝতে পেরে অনশোচনায় কাতর হয়ে পড়লো।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আছিল এক রাজা। হে রাজার আবার কোন ছাওয়াল পাও-য়াল আছিল না। রাজাও বড়ো রাজ্যের রাজা। ধন সম্পত্তির কোন অভাব নাই। রাজা আবার খুব ধর্মটর্মও করে। তে হেই রাজার আবার আছিল এক টিয়া পকখী[১]। রাজা ঐ টিয়া পকখীকে খুব ভালবাসে, যত্ন কইর‍্যা খাওয়ায় আর ভালভাল কতা হিকায়[২]। টিয়া পাখিও মাইনষের মত কতা হেকে। ভাল মানুষের কাছে থাইক্যা[৩] তাই টিয়া পকখী ভাল ভাল কতাই হেকে। রাজা টিয়া পকখীকে এতোই ভালবাসে যে, তাকে নানা রহম ধর্মের কতা, নানা রহম জ্ঞানের কতা হিক্যাইয়া[৪] হিক্যাইয়া এমনিই কইরচে যে, রাজদরবারে টিয়া পকখীর মতো জ্ঞানের কতা আর কেউয়ি কয়া পারে না। আর টিয়া পকখী যা কয় তাই ঠিক অয়। তাই রাজা মশায় যে কোন কাজ কইরাবার নিলেই আগে টিয়া পকখীর কাছে হুইনা নেয়, তার পর হেই কাম কইরলেই তার ফল খুব ভাল অয়। তাই টিয়া পখকীরে ব্যাবাকেই[৫] ভালবাসে।

এইভাবে রাজা টিয়াকে নিয়া আর পাত্র-মিত্র নিয়া রাজ্য চালায়। এইভাবে অনেক দিন গ্যালো, আর রাজাও দিন দিন উন্নতি কইরবার ছিলো। তে একদিন রাজা আর রানী আলাপ কইরতাচে যে, বয়সতো ম্যালা অয়া গ্যালো, এহুন ইটটুক তীর্থস্থান ব্যাড়ান[৬] দরকার। রাজা মানুষ অয়াও যুদি হ্যাশ[৭] বয়সে তীর্থটির্থ কইরবার না পারে তালি আর কি অইল[৮]। কিন্তু কতা অইলো এক জাগায় যে, আমাগারে[৯] তো কোন ছাওয়াল পাওয়াল নাই, রাজ্য দেইকবো কেডা। খালি তাগারের[১০] উপর রাজ্য ছাইড়া থুইয়া গ্যালে রাজ্য অ্যাহাবারে[১১] আইল্যা[১২] ঝাইল্যা অয়া যাইবো। এহাকজনে এহাক কথা কইবো আর হেই রহম কাজ কইরবো। তহন চিন্তা কইরা কইতাছে, ক্যা আমাগারে তো টিয়া পাখি আছে। হে তো আমাগারে থিক্যা ভাল ভাল জ্ঞানের কতাই[১৩] জানে। তে তার উপর রাজ্যের ভার ছ্যাইড়া থুইয়া গ্যালেই তো মনে হয় ভাল অইব।

১। পাখি ২। শিখায় ৩। থেকে ৪। শিখিয়ে ৫। সবাই ৬। ভ্রমণ ৭। শেষ ৮। হলো ৯। আমাদের ১০। তাঁদের ১১। একেবারে ১২। এলোমেলো ১৩। কথা।

আর টিয়া পাখিকে তো সবাই মানে, আর কতাও হোনে। তাই রাজা আর রানী টিয়া পকখীর উপর উপর রাজ্যের ভার দিয়া তীর্থে যাওয়ার কতাই ঠিক কইরলো। তাই এক দিন দেইহা কাশীত যাওয়ার নিগ্যা ঠিকঠাক অইলো। তাই রাজ্যের পাত্র-মিত্রগরে ডাইহা কইতেচে যে, আইচকার থিক্যা এই টিয়া পকখী যা কয়, যে আদের দ্যায়, তোমরা তাই হুইনবা। আমি যত দিন পর্যন্ত না আসি হ্যাতদিন পর্যন্ত এই টিয়ার উপরি আমার এ রাজ্যের ভার থাইকলো। রাজা এই আদেশ দিয়া রাজার মত রাজা রানীকে নিয়া তীর্থে গ্যালো।

এদিকে টিয়া যে ভাবে যাকে যা কয় পাত্র-মিত্র তাই করে। ইচ্ছা সত্ত্বেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে। রাজার আদেশ মানা লাইগবই। এইভাবে বহুদিন গ্যালো। টিয়া যা কয় তাতে ভাল ছাড়া মন্দ অয় না। তাই টিয়ার বিরুদ্ধে কেউ কিছু কয়া পারেনা। তে ঐ রাজার বাড়ীর কাচেই আচিল এক প্রকাণ্ড বন। হেই পশু পাখি ভরা। মানুষ ভয় কইরাই ঐ জঙ্গলের কাছে কেউ যায় না। তে একদিন টিয়া পকখী পাত্র-মিত্র ডাইক্যা কইতাচে, এই যে আপনেরা যে বন দেখতাছেন, এই বন লোকজন দিয়া ছাপ করান। আর কি কইরবো। রাজার আদেশে টিয়া পকখীর হুকুম মান্য করাই লাইগবো। যে বনের কাছে কেউ ঘ্যাষে[১৪] না, আর হেই বন করা লাইগবো ছাপ। তহুন পাত্র-মিত্র ব্যাবাক লোকজনকে ঐ বন কাটার হুকুম দিল। লোকজনও আর কোন কতা না কয়া এক মুরা থিইকা জঙ্গল কাইটপার নিলো। কাইটতে কাইটতে সাতদিন লাইগলো। জঙ্গল কাইটা এহাবারে ছাপ কইরা ফালাইছে। আর জঙ্গলগুলা চাইরমুরা[১৫] দিয়া ফালাইয়া রাইখছে। এইভাবে আবার কয়েকদিন গ্যালো। তে আরাক দিন আবার টিয়া কইতাছে যে, গাছের যত মোতা[১৬] আছে, ব্যাবাক তুইল্যা ফ্যালাও। তহুন আবার হেই সব গাছের মোতা তুইল্যা ফালাইল। বন এহুন অইল প্রকাণ্ড এক জমি। এইভাবে আর দুই তিন দিন যাওয়ার পর একদিন অইল খুব বিষ্টি। আর তার পরের দিন টিয়া হুকুম দিল যে, যাও সব ঐ খ্যাতে হাল বও গা[১৭]। তহুন পাঁচশো গারস্ত আইলো হেই খ্যাতে হাল বইব্যার। এই ভাবে দুই তিন দিন হাল বওয়ার পর টিয়া কইলো যে এইবার তোমরা খয়্যা[১৮] ধান বুই-

১৪। নিকট দিয়ে ১৫। চারিদিক ১৬। শিকড় ১৭। চাষ করা
১৮। ধানের নাম বিশেষ।

নবা। তহন হেই খ্যাতে খয়্যা ধান বোনা অইলো। ধানও জালাইয়া উইটলো। টিয়া তহন মাঝে মাঝে নিড়াইবার হুকুম দ্যায়। এইভাবে অল্প কয়েকদিনের মইদেই ধান ফেঁাপাইয়া উইটলো। পাত্র-মিত্র তহন টিয়ার কিত্তি[১৯] কলাপ দেইহা তাজ্জব বইন্যা গ্যাছে যে, এই সাধারণ একটো টিয়া পকখী আর তার এত বুদ্ধি। রাজারা যা কোন দিন চিন্তা করে নাই আর এই টিয়ার এই কাম। দেইখতে দেইখতে ধান ফুইট্যা বারাইল। ধান বাত্তি[২০] অইলো আবার কয়েকদিন পর পাইকল ও। ব্যাবাকে তো ধান কাটার নিগ্যা তয়্যার[২১] অইয়্যা রইচে। এই সুন্দর ধান কাইটবার মনে কয়। কিন্তু টিয়াও হুকুম দ্যায় না, ধান কাটাও আর অয় না। ধান পাইককা এহুন মাটিত পইরতাছে, তাও টিয়া হুকুম দ্যায় না। ব্যাবাকে মনে মনে রাইগা গ্যাছে এই যে, টিয়ার এত বুদ্ধি হে আবার এইব্যা করে ক্যা। যে সুন্দর ধান আর হেই ধান মাটির হাতে এমুন মিইশ্যা যাইবে, তাও টিয়া কিছু কয় না। এইভাবে কয়েকদিন পর টিয়া হুকুম দিল কি যে, খ্যাতে সব আগুন দ্যাও। আর কি কইরবো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাবাকে যাইয়া খ্যাতে আগুন দিছে। আর ব্যাবাকে কইতাছে, শালা এই তো পাখির বুদ্ধি। এত সুন্দর ধান অইছে আর হেই ধান আগুন দিয়া পুড়াইল। যাইকগ্যা আমাগারে কি, রাজারি যাইবো।

আগুন দিয়া পুড়ার পর ধান পুইরা খয়[২২] অয়্যা খ্যাত ভইর্যা গ্যাছে। আর মুল্লকের যত টিয়া পকখী আছিলো, ব্যাবাক আইসা হেই খই পট্রি পট্রি[২৩] কইরা খাইছে আর হাইগছে[২৪]। তহন টিয়া কইতাছে, এহুন তোমরা ব্যাবাক ছাই গুদামে ভর। পাত্র-মিত্র তো রাইগ্যা পাইদ্যা[২৫] হেই ব্যাবাক গু মাহাইনা ছাই আইন্যা রাজার গুদামে ভইরছে আর ব্যাবাকে কইতাছে, রাজা আইসলেই অয়, দিমু তো কয়া, তহন দেইখপো টিয়ার কয় দিন যায়। রাজারও খাইয়া কাম নাই, একটো পকখী আর তারির উপর দ্যায় রাজ্যের ভার। মানুষি পারে না আর তো পকখী। নইলে যে ধান দিয়া রাজ্যের মানুষ এক বছর খাইয়া বাইচপো আর হেই ধান পুইড়্যা ব্যাবাক টিয়াক দিয়া খাওয়াইয়া গু মাহাইনা ছাই আইনা বোঝাই কইরলো রাজার গুদাম। নতুন নতুন ব্যাবাকেই ভাল কাম করে, পরে স্বার্থ নিয়া হইরা যায়।

১৯। কীর্তি ২০। পাকবার উপযুক্ত সময় ২১। তৈয়ার ২২। খই ২৩। একটার পর একটা ২৪। পায়খানা ২৫। বেশী রাগ হওয়া।

এই ভাবে এক দুই করইতে করইতে ছয় মাস পর রাজা আর রানী আইসলো। আইসতেই বাড়ী আর চেনে না। হে জঙ্গলের বদলে অইছে খ্যাত, তাও আবার পোড়া পোড়া দ্যাহা যায়। রাজার মনেও তাই সন্ধি[২৬] অইছে। কি বান কি অইলো। তে বাড়ীতে নাই উঠতিই ব্যাবাকে আইসা রাজাকে কইতাছে যে, আপনি কার উপর কি আদেশ দিয়া জান। মন্ত্রী উজির নাজির থাইকতে একটো পোশা টিয়ার উপর কি এই বিশাল রাজ্যের ভার চলে? তা না অইলে এত কণ্ট কইর‍্যা বন জঙ্গল কাইটা ধান জন্মাইল আর যে ধান আছিল তা দিয়া রাজ্যের মানুষ এক বছর খাইয়া বাঁইচলোনি কিন্তু ঐ টিয়ার হুকুমে খ্যাতে দ্যাওয়া অইলো আগুন আর ধান পুইড়া অইলো খই, হেই মুল্লকের যত টিয়া আছিল ব্যাবাক আইসা তাই খাইলো আর হাইগলো। হেই গু আলা ব্যাবাক ছাই আইন্যা গুদাম ভরা অইছে। রাজা এত বিশ্বাস কইরা টিয়ার উপরে রাজ্যের ভার দিয়াছিল আর তার একাম। তহন রাজা যায়া এককু টান দিয়া টিয়া পকখীর মাতা ছিড়া ফালাইলো। তে টিয়া তো গ্যালো মইর‍্যা। রাজা তহন পাত্র-মিত্র লিয়া গ্যাছে হেই গুদামে যে, গুদামও দেহি আর গুদামও ছাপ করি। তহন রাজা মশায় পাত্র-মিত্র লিয়া যাইয়া গুদাম খুইলছে আর দ্যাহে যে গুদাম ভরা খালি সোনার চাপ। রাজা তে দ্যাহাই ফিট। পাত্র-মিত্ররাও অবাক, যে অইলো কি। আর রাজা মশায় কয়, যে কইরলাম কি? এ টিয়া তো টিয়া না, এ লক্ষ্মী। আমি আগে জাইনা ক্যা লিলাম না। আমি যুদি জাইনা কোন কাম কই-লাম না, তালি তো আমার টিয়া মইরা যায় না। এ দোষ আমারি। কোন কাম আগে না জাইনা না বুইঝা কইরলি এই রহমি অয়। তাই রাজা আফসোস কইরবার নাইগলো। আর কি করে, যা মইরা গ্যাছে, তহুন আফসোস কইরা তো লাভ নাই। তহুন রাজা ভাল অয়া হেই সমস্ত সোনা দানা নিয়া টিয়ার কতা মনে কইর‍্যা কইর‍্যা রাজ্য চালান নিলো। টিয়ার হাস্তর[২৮] ফরাইল।

২৬। সন্দেহ ২৭। একবারে ২৮। শাস্ত্র।

শিয়াল ও প্রামাণিকের হাস্তোর

পাবনা জেলা থেকে 'শিয়াল ও প্রামাণিকের হাস্তোর'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : চরনবীপুর, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

বন্যা হবার দরুণ এক শিয়াল প্রামাণিকের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। প্রামা-ণিকের বউ শিয়ালকে ভাত দিতে নিষেধ করে। প্রামাণিক নিরুপায় হয়ে হাট থেকে গোপনে খাবার এনে শিয়ালকে খেতে দেয়। একদিন শিয়ালের খাবার আনতে গিয়ে জমিদারের নিকট কিছু ঋণী হয়। জমিদার ষড়যন্ত্র করে প্রামাণিকের সমস্ত জমাজমি নিতে চায়। এ উপলক্ষে জমিদার একটা বৈঠক ডাকে। উক্ত বৈঠকে শিয়াল এসে সব মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর প্রামাণিক সুখে দিন যাপন করতে থাকে।

কাহিনী শুরু

বাইশ্যা মাইশা দিনে হারাডা[১] জমিন ডুইবা গ্যাচে। হিয়ালরা কুনো জাগায় থাইকপার না পাইরা এ্যাডা বড় লোগের[২] গোয়াইল গরের হোলার চাঙ্গের পার যায়া বইয়া আচিল। ম্যালা দিন যায়, হ্যারা দুইজন কিচুই খাইবার না পায়া এ্যাক্কেবারে কাবু অয়া গ্যাচিল। দিরে রাইতে হেই হোলার পার এ্যাট্টু আদটু লড়াচড়া করে, হ্যার জন্য হোলাগুনা কচর মচর করে। তাই হঠাৎ কইরা হেই বড় বাড়ীর এ্যাডা চাহর কচর মচর হুইনা ভয় পায়া লোড়ায়া[৩] যায়া বাড়ীর পরামাণিকের লগে[৪] কয়া দিচিল। তহন পরামাণিক আস্তে আস্তে[৫] গোয়াইলে যায়া হোলার চাঙ্গের পার ফুচকী[৬] দিয়া দ্যাহা লইচিল। হেসম কাবু হিয়াল দুইডা কাঁদা কাঁদা চোখ দিয়া হ্যার[৭] তোরো চায়া আচিল। কাবু হিয়ালগারে চোক দ্যাইহা আর প্যাডের পান্নি[৮] চায়া পরামাণিকের মনে খুব দয়া অইলো। পরামাণিক হিগগীর[৯] যায়া বাড়ীর মিদ[১০] থাইহ্যা এ্যাক তাল[১১] বাত আইন্না হিয়ালগারে কাচে হন্নি[১২] কইরা দিল। তহন হিয়াল দুইডা খুশি অয়া হব ভাত খায়া ফালাইল। তিন চাইর দিন বাত খাওনের বাদে পরামাণিকের বউ আর হ্যার ছাওয়াল কইলো যে, হে জানি কাউরে বাত দ্যায় না। পরামাণিক হেই দিন থ্যা বিপদে পইড়া গ্যালো।

তাই হে আটে[১৩] যায়া চাইর পয়সার পচা ভুঁড়ি এ্যাক পাইল্ল্যা কিন্না আইনা হেই হিয়ালগারে খাওয়াইল। এমুনি কইরা আরও কয়দিন খাও-য়নের বাদে এ্যাকদিন আটে গ্যাচে কিন্তুক পয়সা না পায়া আর মাচ কিনবার পারে না। বাড়ীত থনে পয়সা ল্যাওয়ার[১৪] কতা হ্যার মনে আচিল না। তহন বাড়ীর কাচের দুইডা মানুষের কাচে আওলাত[১৫] চাইল, হ্যারাও দিল না। পরামাণিক বিপদে পইড়া গ্যালো, উপায়ডা যে কি, হেতা হে আর খুঁইজা পাইল না। তহন আরাক গাঁর এ্যাকটা বিরাট জমিদারের কাছে যায়া চিন্তা কইরা দ্যাহলো যে, এ্যাত বড় জমিদারের কাচে এ্যাত গুনা মানুষের হুমকে দুইডা পয়সা চাওয়ন কতবড় মুস্কিলের কতা। হেই লাইগা

১। সারা ২। লোকের ৩। দৌড়িয়ে ৪। নিকটে ৫। আস্তে ৬। উঁকি ৭। তার ৮। দিকে ৯। তাড়াতাড়ি ১০। মধ্যে ১১। এক থালা ভাত ১২। উচু ১৩। হাটে ১৪। নেয়ার ১৫। কর্জ।

জমিদারের কাচে কইল যে, আমাগো দুইডা মানিক্কি[১৬] আওলাত দ্যাওন লাইগবো। জমিদার চুমক্যা গ্যালো। তহন পরামাণিক হ্যারে আবার কয়া আত দইরা ফাহে[১৭] লিয়া আস্তে আস্তে কইল, দুইডা মানিক্কি লয়, দুইডা ট্যারা পয়সা অইলেই অইব। জমিদার চুপ কইরা ডাইনের থইলায় থ্যা দুইডা ট্যারা পয়সা বাইর কইরা হ্যার আতে দিয়া চইল্যা গ্যালো। পরামাণিক দুই পয়সার মাচ কিন্না বাড়ীত লিয়া চুপচাপ কইরা হিয়ালগারে খিলাইল। হ্যার দুইদিন বাদে হিয়ালরা হুকনা পায়া চইল্যা গ্যালো। কয়দিন পরে জমিদার চিন্তা কইরলো যে, মাইনষের মিদা হে মানিক্কি ল্যাওনের কতা কয়া মাত্রর দুইডা ট্যারা পয়সা লিচে। আইচা এ্যাহন আমি হ্যার কাচ থনে দুইডা মানিক্কি চাইমু, হাক্কি[১৮] হাবুদ তো নাই। যুতিল মানিক্কি না দেয়, তাইলি হ্যার হব জমিনই মানিক্কির বদলায় নিজের নামে লেইহা লিবো। কতাগুনা চিন্তা কইরা হে আবার হেই আটে গ্যালো। তহন যে দোহানের বগলে মানিক্কি চাইছিল হেই গরের মিদা পরামাণিককে চায়া দেইহা আইগ্যা যায়া এ্যাডা কাগজে লেইহা লিল যে, পরামাণিক হ্যার কাছ থনে দুইডা মানিক্কি লিছে। হুদু হেতাই[১৯] লয়, পরামাণিকের কাচ থনে[২০] নাম সইও লিল কাগজডার উপর। পরামাণিক কিন্তুক হোজা আলে নাম সই দেয় নাই। হ্যার কাচের মাইনষেরা ম্যালাডা[২১] কয়া কয়া হিকার[২২] করাইচিল।

জমিদার তহন বাড়ীত যায়া বিনদ্যাইশা, আবার নিজের গার পরামাণিক পেরদানের কাচে বিচার চাইলো। তহন পেরদানরা হেই পরামাণিকরে ডাহাইয়া আইনলো। পরামাণিক হ্যার বাড়ীত থনে পরায় দুই মাইল পত[২৩] চইলা আইয়া দরবারের মিদা খাড়াইল। হববাই পরামাণিকের কাচে মানিক্কির লেইগ্যা হক্ত কইরা চাপ দিল। পরামাণিক তহন হিমিস্যায় পইড়া হাত দিনের হোময় লিল।

হ্যার বাদে নিজের বাড়ীত যায়া পরামাণিক বড় পোলারে, বউরে কইল। তহন হব্বাই[২৪] দুখে পইড়া কাঁদা শুরু দিল। কোন থনে হ্যারা মানিক্কি দিবে আর ভাইবা পায় না। হ্যাষে বাচ করল কি, পাঁচদিন বাদে যায়া কইলো যে, আর দশ দিন হোময় না দিলি হ্যার পকে মানিক্কি ফেরৎ দ্যাওয়া হোজা

১৬। মানিক ১৭। দূরে ১৮। সাক্ষী ১৯। সেটাই নয় ২০। থেকে
২১। অনেক ২২। রাজী। ২৩। পথ ২৪। সকালে।

কাম অইবে না। জমিদারের বিচারকরা কতাডায় হায় দিয়া দিল। তহন পরামাণিক পত দিয়া বাইব্যা বাইব্যা বাড়ীত যাওন লইচিল। হেই হোমায় এ্যাডো হিয়াল হ্যার হুমকে[২৫] আইয়া জিগায়, "ক্যা গা পরামাণিক, কাঁদ ক্যান? পরামাণিক জব কইল, তোমাগো জাতের দুই হিয়ালরে বাঁচাইবার যায়া আমার এ্যাহন জান যায়। কও তো কি করমু? হিয়ালডা কইলো, তোমাগো অলেক দয়া[২৬], আমাগো দুই জনেরেই তুমি খিলাইয়া বাঁচাইছ। হে নাম ব্যাবাক বিত্তান্ত হুইনবার[২৭] চাইল হিয়ালডা। পরামাণিক এ্যাকে এ্যাকে হব ভাইঙ্গা চুইরা কইল। হিয়াল কইলো, বিচারের দিন কবে, হে দিন আমি যায়া ভালা কইরা কইরা দিমু। পরামাণিক বিচারের দিনডা কয়া বাড়ীত চইল্যা আইল। হ্যাষে বিচারের দিন আইয়া গ্যালো। তহন বিচারের জাগায় বিচারের মানুষরা বইয়া আচিল, পরামাণিক হিয়ালের আসার কথা কয়া বিচারডা থামায়া লাকচিল। হ্যাষে অলেক হোমায় বাদে হেই হিয়াল হ্যার হিয়ালনীর হাতে কইরা দরবারে আজির অইল। দরবারের মাইনষেরা হিয়াল আর হিয়ালনীরে বইবার দিল। হিয়াল তহন চেয়ারে বইল কিন্তুক হিয়ালনী না বইয়া দরবারের নিদা আটে আর পাও হনি্য[২৮] কইরা কইরা মোতে, আর মোত না বাড়ালি খালি কান্দে। খানিক বাদে বাদে জমিদা-রের হুমকে যায়া হিয়ালনী খাড়ায়। জমিদার হিয়ালরে জিগায় যে, কিহ্যামে হ্যাগারে আইতে দেরী অইল? হিয়াল কয়, ম্যালা জাগায় বিচার কইরা আইতে আইতে এ্যাতো দেরী অইলো। জমিদার হিয়ালনীর মোতার কতাডা জিগাইল। হিয়াল কইল, বিচারে যে ঠইগ্যা যায় হ্যার মুখ বইরা ও মুইতা দ্যায়। তাই এহানে আইয়া অর মুত ফুরায়া গ্যাচে নাহি, তাই পরোক্‌ক[২৯]করতাইচে। আইজ ম্যালা মাইনষের মুখ বইরা মুইতা থুইয়া আইছে। জমিদার কতাডা হুইনা মনে মনে কইল, বিচারে তো হ্যার নিজের ঠগা অইবার পারে, হেই লাইগ্যা হে কইল যে, বিচার আর অওন লাইগব না, তোমাগো হিয়ালনীডাও কাউরে খাওন লাইগবো না, তোমরা এ্যাহন যাও। হিয়াল কইল যে, না ওডা অয়না, বিচার করমুই, যার ঠগা অইবে হ্যার মুক ভইরা আমার হিয়ালনী দিয়া মোতামু, এ্যাক্কা-বারে খাড়ি বিচার করুম। জমিদার কইল, বিচারডা অয়া গ্যাচে, আমি

২৫। সামনে ২৬। অনেক ২৭। শুনতে ২৮। উপর দিকে।
২৯। পরীক্ষা।

আর মানিক্কির কতাডা মুহে আনমুনা। হিয়াল তহন বিচার না কইরা পরামাণিকরে কইল, আপনি চইলা যান, বিচার আর কুনোদিন অইবনা, এই জমিদার কুনো দিন আর মানিক্কি ও চাইবে না। পরামাণিক খুশী অয়া বাড়ীর পতে ম্যালা দিল। হ্যারপর হ্যার বড় পোলারে আর বউরে হিয়ালের কতাডা আগাথ্যা-গোরা[৩০] অস্তিক[৩১] কয়া দিল। বাড়ীর হগলি হুইনা আইসা কুটপাট অয়া গ্যালো।

৩০। আগা থেকে গোড়া ৩১। পর্যন্ত।

শিয়াল এবং বাঘের কিস্‌সা

পাবনা জেলা থেকে 'শিয়াল এবং বাঘের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক সুফিয়া বেগম। তাঁর ঠিকানা : প্রযত্নে : নুর মোহাম্মদ, গ্রাম : বলদী পাড়া, ডাকঘর : গাঁড়াদহ, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক জঙ্গলে একটি শিয়াল ও একটি বাঘ বাস করতো। বাঘের অত্যাচারে শিয়াল অতিষ্ঠ। একবার দেশে অভাব পড়লো। না খেয়ে খেয়ে বাঘ দুর্বল হয়ে পড়লো। শিয়ালের অত্যাচারে গ্রামের লোকজন মুরগীর খোপের নিকটে ফাঁদ পেতে রাখলো। শিয়াল মুরগী ধরতে না পেরে ফিরে যাবার সময় বাঘের সংগে দেখা হলো। শিয়াল কৌশলে সেই বাঘকে নিয়ে ফাঁদে আটকিয়ে দিল। অতপর গ্রামের লোকেরা এসে বাঘকে মেরে ফেললো। এরপর শিয়াল সুখে শান্তিতে সেই বনে বাস করতে লাগলো।

কাহিনী শুরু

এ্যাক দ্যাশে আছিল এ্যাক বিরাট জংগল। সেই জংগলে বাস কই-রতো শিয়াল ও বাঘ। বাঘ শক্তিশালী, কিন্তু বুদ্ধিতে এ্যাহাবারে[১] বোকা। আর শিয়াল যদিও শক্তিতে বাঘের চাইতে কম তবুও বুদ্ধিতে বাঘের চাইতে হাজার গুণে বেশী। যা হোক, বাঘ আর শিয়ালের মইদ্যে এ্যাকদিন গোলমাল লাইগা গ্যালো। তাদের জাগা দুই খানে অয়া গ্যালো। বাঘের মত বাঘ থাকে, আর শিয়ালের মত শিয়াল থাকে। যাক, সে বছর দ্যাশে খুব অভাব পইড়া গ্যালো। বাঘ আর শিয়াল কেউ খাবার যোগাইবার পারে না। শিয়াল তবুও আগারে-পাগারে, নদীতে, খালে ও বিলে যায়া যায়া মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি ছোড ছোড প্রাণী ধইরা খায়া কোন রহমে জীবন বঁাচায়া রাইখতে লাইগলো। এগুলো খাইতে খাইতে শ্যাষ অয়া গ্যালো। আর বাঘ তো নদীতে নাইমা মাছ ধইরা খাতি পারে না। তাই শিয়ালের চাইতে বাঘের অভাব বেশী পইড়া গ্যালো। না খায়া না খায়া বাঘের শরীরের শক্তি ধীরে ধীরে কইমা আইসতে লাইগলো। আর শিয়ালের শক্তি ঠিকই রইলো। শিয়াল দেইখলো, এই তো উপযুক্ত সময় বাঘকে মাইর-বার। শিয়াল মনে মনে চিন্তা কইরবার লাইগলো যে, কি ভাবে বাঘকে মারা যায়। শিয়াল প্রত্যেকদিন গেরস্তের বাড়ীত যায়া কুকড়া ধইরা ধইরা আনে আর খায়। এই রহম খাতি খাতি কুকড়া প্রায় শ্যাষ কইরা ফালাইছে। এ্যাকদিন গ্রামের সমস্ত কৃষকরা এক সাথে জুইটা আইসা বুদ্ধি কইরলো যে, কি ভাবে শিয়ালকে মারা যায়। সবাই যুক্তি কইরা কইলো, আইজই শিয়াল মারা ফঁাদ বানান লাগবি। নইলে যে কয়েকটা কুকড়া আছে তাও শ্যাষ অয়া যাবি। তারপর সবাই শিয়াল মারার ফঁাদ বানান আরম্ভ কইরা দিল। ফঁাদ বানায়া প্রত্যেক বাড়ীতে পাইতা রাইখলো। শিয়ালতো আর এ সংবাদ জানে না যে গেরস্থরা ফঁাদ বানায়া বইসা আছে বাড়ীর আশে পাশে। শিয়াল প্রতিদিনের মত সেদিনও রাতে গ্যাছে গেরস্থের বাড়ীতে কুকড়া ধইরতে। শিয়াল যায়া দ্যাখে যে, প্রত্যেক গেরস্থরা ফঁাদ বানায়া কুকড়া[২] দিয়া রাইছে হেই ফঁাদের মইধ্যে। শিয়াল বুদ্ধিমান। তাই কৃষকগারে বোকামী দেইখ্যা মনে মনে

১। একেবারে ২। মুরগী।

হাইসতে হাইসতে বাড়ী চইল্যা যাইতে লাইগলো। যাতি যাতি দ্যাখে যে, বাঘ একটা রাস্তায় বইসা আছে। বাঘের সাথে দ্যাখা অয়া গ্যালো শিয়া-লের। শিয়াল তো চিন্তায় পইড়া গ্যালো, কি কইরা বাঘের হাত থ্যাইকা বাঁচা যায়। হেই চিন্তা কইরতে লাইগলো। এদিকে বাঘ সাত দিন অইলো কিছু খায় না। বাঘের শরীরে আর শক্তি নাই। শিয়াল চালাকি কইরা দৌড়াইয়া বাঘের কাছে যায়া কইলো, 'মামা' আজ থাইকা আমরা বন্ধুর মত থাইকবো। কারণ দ্যাশে যে অভাব পইড়া গ্যাছে তাতে গোল-মাল কইরা লাভ নাই। শিয়াল কইলো, মামা আজ তোমার আর আমার এক জাগায় দাওয়াত আছে। দাওয়াত খাইবার যাওয়া লাগবি অতি তাড়া তাড়ি। তুমি তো আইজ সাত দিন ধইরা খাও না, আমিও তাই। চল তাড়াতাড়ি। বাঘ তো মহা খুশি অইলো শিয়ালের কথায়। শিয়ালরে পিঠের উপর চড়ায়া লিয়া রওয়ানা দিল দাওয়াত খাওয়ার জন্য। কোথায় দাওয়াত, কে দাওয়াত দিলো, এ গুলো বাঘের শোনা নাই। শিয়াল ব্যাটা তো মনে মনে খুশী অইতে লাইগলো। বাঘকে সে আজ বিপদে ফালাইবে, এই খুশীতে শিয়াল আটখান। যাহোক, দুইজনে গেরস্থের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল। বাড়ী যাওয়ার আগে শিয়াল বাঘকে কইলো, মামা আমি দেইখা আসি তো আমাদের লিতে[৩] আইছে কিনা। শিয়াল কিছুদূর বেড়ায়া আইসা কইলো, মামা ওরা আইছে চলো যাই। তারপর শিয়াল বাঘকে সাথে কইরা লিয়া সেই যে ফাঁদ পাইতা রাইছে সেইখানে গ্যালো। শিয়াল এ্যাকটা মজবুত দেইখ্যা ফাঁদের কাছে লিয়া কইলো, মামা এই তো আমা-দের জন্য পালকি রাইখ্যা গ্যাছে। তুমি তে খুব অসুস্থ। তাড়াতাড়ি কইরা এই পালকিতে উইঠা বইসো। আমি বেহারাগারে ডাইকা আনি। এই কথা যহন কইলো বাঘ তহন লাফ দিয়া পালকির মইধ্যে উইঠা বইসলো এবং এ্যাকটা কুকড়া ছিল, তাই খাইতে লাইগলো। এদিকে শিয়াল দেই-খলো ফাঁদের মুখ ভাল কইরা আটকা আইটা গ্যাছে কিনা। দেইখলো যে, ফাঁদের মুখ ভাল কইরা আইটা গ্যাছে. আর খোলার উপায় নাই। তখন শিয়াল কইলো, মামা আমি বেহারাগারে ডাইকা আনি। তুমি আরামে থাক। এই কইয়া শিয়াল যায়া এ্যাকটা গাছের ওতে বইসা রইলো। এ দিকে গেরস্থরা আইস্যা দ্যাহে যে তাদের ফাঁদে বিরাট এ্যাক বাঘ পইড়া

৩। নিতে।

রইছে। এই সংবাদ সারা গ্রাম ছড়াইয়া গ্যালো। যে যা হাতে পাইল তাই লিয়া বাঘকে মাইরবার জন্য চইল্যা আইলো। দাওয়াত খাইবার আইসা মরণের ফাঁদে পাও দিছে, এই চিন্তায় বাঘের ভীষণ রাগ, দুঃখ অইতে লাইগলো শিয়ালের উপর। রাগ কইরা আর কি কইরবে? মানুষ বুদ্ধির জোরেই রাজা অয়, নিবুদ্ধিতার ফলেই ফকির অয়। বাঘের সেই দশা অইল। একটু বুঝতেও পাইরলো না যে, শিয়ালের সাথে তার গোলমাল আছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই শিয়াল তাকে সংগে কইরা লিয়া আইছে। বোকা বাঘ তার নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাইকা আনছে। যাক, বাঘকে গ্রামের লোকজন বাইরা মাইরা ফালাইল। শিয়াল মনের আনন্দে বাড়ী চইলা আইলো। এদিকে বাঘকে মাইরা ফালাইছে তা বনের অন্য অন্য বাঘরা জাইনতে পাইরলো। তারা হায় হায় কইরতে লাইগলো। ক্যামন কইরা বাঘ ফাঁদে পইড়ছে, তার জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন কইরলো। অনুসন্ধান কমিটির দ্বারাই জাইনতে পাইরলো যে, শিয়াল দাওয়াত খাওয়ার ছুতা দিয়া বাঘকে লিয়া আইসা ফাঁদে ফালাইয়া দিয়া মাইরা ফালাইছে। সমস্ত বাঘ শিয়ালের উপর ক্ষ্যাইপা গ্যালো। বাঘরা ঘোষণা কইরা দিল যে, তাদের বনে যদি কোন শিয়াল আসে, তা অলি তার আর রক্ষা নাই। এই ঘোষণা শুইনা শিয়ালরা সাবধান অয়া গ্যালো। শিয়াল ও বাঘের মধ্যে গোলমালের মীমাংসা কইরবার চেষ্টা কইরলো সিংহ, যখন দেখল যে কোন দলই মাথা নোয়ায় না, তহন সিংহ কইলো যে, তোমাদের যার যা ইচ্ছা তাই করতে পারো কিন্তু কারো জাগায় নয়। সিংহের আদেশ সবাই মাইনা চইলবার লাইগলো। এই ভাবে শিয়াল আর বাঘ বসবাস কইরতে লাইগলো। বেশ কিছুদিন পর এ্যাকটা ঘটনা ঘইটা গ্যালো।

এ্যাকদিন শিয়াল কিছু আহার কইর্যা বাড়ীর দিকে যাইতাছে। পথেই বাঘের সংগে দেখা অইয়া গ্যালো। শিয়াল তো চিন্তা কইরবার লাইগলো যে আইজ আর রক্ষা নাই। বাঘের হাতেই আজ জীবন চইলা যাইবে। এই রকম চিন্তা কইরা কইরা এ্যাক বুদ্ধি বাইর কইরলো এবং ঝুমতে ঝুমতে বাঘের কাছে আইসা দ্যাখে যে বাঘের প্যাটে কিছু নাই। শিয়াল কোথা থাইকা মরা গরুর হাড় লিয়া আইছিল, বাঘের কাছাকাছি যায়া সেই হাড় কামড়াইতে লাইগলো। বাঘ কইলো, কে রে ভাই? আজ সাত দিন অইলো কিছুই খাইনা। শিয়াল কইলো, মামা আমি তি। আমিও আজ

একমাস অইলো কিছু খাই না। তাই আর কি করব। তবুও খাবারের যোগাড়ে বারাইছিলাম কিন্তু কোথাও কিছু না পায়া এহন এহানে বইসা 'নিজের হোল' নিজেই ছিড়া ছিড়া খাইতেছি। বাঘ কইলো, সত্যি তুমি নিজের হোল খাইতেছো ? তোমার চেয়ে তো আমার হোল বড়। তবে আমি চুপ কইরা বইসা থাকি কেন ? এই কয়া বাঘ নিজের হোল কামড়াইতে লাইগলো এবং খাইতে খাইতে খাইতে বাঘ নিজের হোল সবটুক খায়া ফালাইলো। এদিকে শিয়াল মনে মনে হাইসতে লাইগলো এবং আনন্দে আত্মহারা অয়া বাসায় চইল্যা গ্যালো। আর বাঘ নিজের হোল খায়া যেহানে বসে হোলে দুঃখ পায়, ঘা লাগে হোলে। বাঘ আর ঠিক থাইকতে পারে না। কয়েক দিন পর বাঘের হোলে পোকা পইড়া গ্যালো, যন্ত্রণায় বাঘের জ্বর আইসলো এবং শেষে এ্যাকদিন মইরা গ্যালো। মরা বাঘকে দ্যাইখা অন্য সব বাঘ অবাক। মরা বাঘের হোল নাই। এবার তারা জ্বইলা পুইড়া আগুন অয়া গ্যালো কিন্তু কাকে ধইরবে এবার। কিন্তু বাঘরা তো লাইগা আছেই শিয়ালের পাছে পাছে। কিন্তু শিয়ালের কিছুই কইরতে পাইরতাছে না বাঘরা বরং বাঘরাই শুধু বিপদে পইড়তাছে। ওখান থাইকাও শিয়াল বুদ্ধি খাটাইয়া বাইচা আইল এবং শ্যাষ পর্যন্ত বাঘ মইরা গ্যালো। এই জন্যে কয়, শিয়াল অইল বুদ্ধির রাজা। যাক, এইভাবে বাস করার পর বাঘের অত্যাচার একটু কইমা গ্যালো কিন্তু শিয়াল ভালাই রয়া গ্যালো। পরে আর কারো কোন গোলমাল অয় নাই।

এ্যাকটা বনের ধারে বালু মাটির মধ্যে খাল আছে, সেই খালে যায়া শিয়াল বাচ্চা তোলাইছে। শিয়াল আর শিয়ালনী অনেক কষ্ট কইরা বাচ্চাদের আহার যোগায়া আনে। দ্যাশে যে অভাব, তাতে ঠিক মত খাইতে দিতে পারে না। শিয়াল আর শিয়ালনী পালা কইরা লিছে।

একদিন শিয়াল যাবি খাবারের জন্য আর শিয়ালনী থাকবি বাচ্চাদের পহারায়। এই ভাবে থাইকতে থাইকতে এ্যাকদিন শিয়ালনী রইছে বাসায় আর শিয়াল গ্যাছে খাবারের জন্য। সেদিন শিয়াল খাবার যোগাড় কইরতে পারে নাই। তখন বিষন্ন মনে শিয়াল বাসায় রওয়ানা দিল। শ্যাষে আইসা দ্যাখে যে, রাস্তায় দুইডা বাঘ শুইয়া রইছে। শিয়াল আর আইসতে পারে না, একটা বাঘ বুড়া আর একটা বাঘ জুয়ানই আছে। তো জুয়ানটার পিঠের উপর বুড়াটা উইঠা বইছে আর জুয়ানটা হাইটা যাইতাছে। শিয়াল

তাদের পিছু লাইগছে। শিয়াল যাতে যাতে দ্যাখে যে, বাঘরা তাদের খালের দিকে যাইতেছে। তখন শিয়াল দৌড়াইয়া আগ দিয়া যায়া শিয়ালনীকে কইলো, এই শিয়ালনী, আইজ আর বাচ্চাদের বাঁচান গ্যালো না। শিয়ালনী কইলো, ক্যান কি অইছে। শিয়াল কইলো, দুইডা বাঘ আইতাছে আমাগারে বাচ্চাদের খাইতে। আমি দেইখ্যা আইলাম। এ্যাকটার পিঠের উপর আরেকটা চইড়া আইসতাছে। শিয়ালনী ভীষণ চিন্তায় পইড়া গ্যালো। শিয়াল এই কথা কয়া আবার দৌড়াইলো যে, বাঘরা আইসতেছে কিনা। যায়া দ্যাখে যে আইসতাছে, তাদের বাসার দিকে। এইভাবে শিয়াল একবার যায় আর একবার আসে। শিয়ালনী শিয়ালকে কইলো যে, তুমি অত চিন্তায় কইরতাছ ক্যান। এর সুরাহা আমি কইরব। তুমি কোন চিন্তা কইরো না, শুধু আমি যা কই তাই হুইনো। শিয়াল কইলো, কি কথা কও। শিয়ালনী কইলো, বাঘ যহন আমাদের খালের দিকে আইসা পইড়বে তখন তুমি আমাকে শুধু এইকথা কইবা যে, বাঘ এহন খালের ভিতরে নামবি। আমি বাচ্চাদের কাছে থাকবো আর তুমি থাইকবা খালের মুখের কাছে। দেইখবা কখন বাঘ আসে। শিয়ালনীর কথামত শিয়াল কাজ কইরলো। শিয়ালনী কইলো, যখন বাঘ আসে তখন আমি বাচ্চাদের চিমটি দিবানে আর তুমি কইবা, এ শিয়ালনী, বাচ্চাগুলি কানছে ক্যান? এই মাত্র তো খাওয়ান অইলো। তারপর যা কওয়ার দরকার তা আমি কবোনে। এই কথা শিয়ালকে শিখায়া দিল শিয়ালনী। তারপর কিছুক্ষণ যাতি না যাতি বিরাট বিরাট দুই বাঘ শিয়ালের খালের কাছে আইসা পইড়লো। খালের ভিতরে নামবি, এমন সময় শিয়াল কইলো, এই শিয়ালনী বাঘ কিন্তু খালের মুখের কাছে আইছে। শিয়ালনী তহন বাচ্চাদের চিমটাইতে লাইগলো। বাচ্চারাতো চিৎকার কইরবার লাইগলো। সে কি চিৎকার। ৫/৬ টা বাচ্চা যহন একবারে চিৎকার কইরতে লাইগলো তহন কি রহম অবস্থা অয় তা সহজেই বুঝা যায়। তহন শিয়াল কইলো, এই শিয়ালনী, বাচ্চারা কান্দে ক্যান? এই মাত্র তো খাওয়ালাম? শিয়ালনী কইলো, কি জানি একটু আগে খাওয়ালাম সাত বাঘ, তাও তাদের প্যাট ভরে নাই। তোমাকে কইলাম মাইরা খাওয়াও, না, তা তুমি মাইরা খাওয়াইলানা। এহন আবার ক্যামন কইরা যেন দেইখপার পাইয়াছে যে দুইটা তাজা বাঘ নাকি আমাদের এই দিকে আইসতাছে। বাচ্চারা রাগ ধইরছে যে, ঐ দুইতা তাজা বাঘ আইনা দাও, আমরা বাঘ দুইটা খাবো।

আমি বইলতাছি যে, কাইল আইনা দিম, তা তারা মানে না। এখন দুইডা তাজা বাঘ তারা চায়। জলদি কইরা চলো দুইডা বাঘকে তাজা ধইরা আইনা দেই। শিয়ালনীর এই কথা হুইনা বাঘরা থাইকতো শিয়ালের বাচ্চা খাবি, পিঠের উপরকার বুড়া বাঘকে ফালাইয়া থুইয়া দৌড় দিয়া ছুইলা গ্যালো। সে কি দৌড়। পিছনের দিকে আর ফিইরা চাইল না। বুড়া বাঘ আর দৌড়াইতে পারে না, সে মরার মতো পইড়া রইল। শিয়াল আর শিয়ালনী বুড়া বাঘকে ধইরা আইনলো এবং বাসার মইধ্যে রাইখলো। কিছুদিন যাবার পর বুড়া বাঘকে মাইরা খাইলো। এইভাবে শিয়াল আর শিয়ালনী সুখে বাস কইরতে লাইগলো এবং বাঘ আর কোন দিন ঐ রাস্তার নামই লিলনা। বুদ্ধির বলে শিয়াল বাইচা রইলো আর বুদ্ধি না থাকার লাইগা বাঘ মইরা গ্যালো। সেই জন্যেতেই কয়, শিয়াল বদ্ধির রাজা।

শিয়ালের বুদ্ধির কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'শিয়ালের বুদ্ধির কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক সুফিয়া বেগম। তাঁর ঠিকানা : প্রযত্নে : নূর মোহাম্মদ, গ্রাম : বল্লদী পাড়া, ডাকঘর : গাঁড়াদহ, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

বন্যার দরুণ শিয়াল-শিয়ালনী উচুঁ জায়গায় আশ্রয় নেয়। বর্ষা বেশী হওয়ায় তারা জায়গা পরিবর্তন করে ও এক বাঘের সংগে তাদের দেখা হয়। কিছুদিন থাকার পর তারা সে জায়গা ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যায়। অতঃপর এক মহিষের সংগে দেখা হয়। খাদ্যের অভাবে শিয়ালের অবস্থা কাহিল। তাই খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিয়াল বাঘ ও মহিষের সংগে কলহ বাঁধায়। এই কলহে বাঘ ও মহিষ অক্কা পায়। তখন মজা করে শিয়াল এদের মাংস খেয়ে জীবন রক্ষা করে।

কাহিনী শুরু

এ্যাক বছর দ্যাশে খুব বড় বান[১] অইলো[২]। এত বড় বান অইলো যে, দ্যাশের ঘর-বাড়ীর উপর বানের পানি উইঠ্যা ডুইব্যা গ্যালো। এ্যাতে দ্যাশের মানুষ বড় বিপদে পইড়লো। এমন কি, দ্যাশের বনের পশু-পাখালীও এই বিপদ থাইক্যা রক্ষা পাইলো না। শিয়াল ও শিয়ালনী এই বানে খুব বিপদে পইলো। তারা এ্যাক উচা জঙ্গলের মধ্যে চইল্যা গ্যালো। সেহানে যায়া ব্যাং ট্যাং যা আছিল তা ধইরা খায়া কোন মতে জীবন বাঁচায়া রাইখলো। কিছু-দিন বাদে যহন আর ব্যাং ট্যাং পায়না, তহন তারা খাইবার পায় না। এ্যার-পর সাঁতার কাইট্যা উচু জায়গায় চইল্যা গ্যালো এবং সেহানে যায়া দ্যাহে যে এ্যাক বিরাট বাঘ বইসা আছে। এই বাঘ দ্যাইহা শিয়াল শিয়ালনীকে কয়, তুই এহানে বইসা থাক, আমি আগে বাঘের সাথে দ্যাহা কইর‍্যা আসি। এই কথা কয়া শিয়াল বাঘের কাছে যায়া কইলো, বাঘ মিতা, সালাম, সালাম। তহন বাঘ কইলো—সালাম, সালাম। এ্যারপর শিয়াল কইলো, ভাল আছেন তো? বাঘ কইলো, এ্যাক রহম আছি, তুমি ক্যামন আছো? শিয়াল কইলো, কি আর থাকবো মিতা, ব্যাং ট্যাং আর পাইনা। বাঘ এ্যাটা উঁচু জায়গা দ্যাহাইয়া দিল, তহন শিয়াল ও শিয়ালনী হেখানে যায়া মনের সুখে ব্যাং ট্যাং ধইরা খাইয়া মনের আনন্দে কেয়া হুয়া কইরতে লাইগলো। কিছুদিন বাদে হেখানকার ব্যাং ট্যাং ও শ্যাষ অয়া গ্যালো। তহন শিয়াল আর শিয়ালনী পানিতে সাঁতার দিয়া অন্য জায়গায় চইল্যা গ্যালো।

সেখানে যায়া দ্যাহে, বিরাট এ্যাক বন মইষ বইসা আছে। শিয়াল তহন শিয়ালনীক কইলো, তুই এহানে থাক, আমি আগে মইষ মিতার সাথে দ্যাহা কইর‍্যা আসি। এই কয়া শিয়াল মইষের কাছে যায়া কইলো, মইষ মিতা, সালাম, সালাম। উত্তরে মইষ মিতা সালাম নিল। শিয়াল কইলো, মইষ মিতা ক্যামন আছেন? মইষ কইলো, এক রহম আছি। মইষ কইলো, মিতা তুমি ক্যামন আছ? শিয়াল কইলো, আমি খ'বার-টাবার পাইতেছি না, তাই খুব কষ্টে আছি। কথা-টথা[৩] কওয়ার পর উঁচা এক জায়গায় শিয়াল ও শিয়ালনী থাইতে রইলো। কিছু দিন যাওয়ার পর সেহানকার

১। বন্যা ২। হলো ৩। কথাবার্তা।

খাবারও শ্যাষ অয়া গ্যালো কিন্তু বানের পানি আর শুকায় না। তাই শিয়াল এবার এ্যাক বুদ্ধি কইরলো কিভাবে বাঘ আর মইষের মধ্যে বিবাদ বাজান যায়। তারপর সে পানিতে সাঁতার দিয়া যেহানে বাঘ থাকে সেহানে গ্যালো এবং বাঘকে কইলো, বাঘ মিতা, ঐহানে এ্যাক মইষ আছে, সে আপনাক যে গাল দিছে তা আর কওয়া যায় না। বাঘ এই কথা শুইনা খুব রাগ অইলো এবং কইলো, এ্যাহনই যায়া মইষের ঘাড় মটকায়া ফেলাব। শিয়াল খুশি মনে বাঘকে ছালাম দিয়া আবার সাঁতরাইয়া মইষের নিকটে গ্যালো এবং কইলো, মইষ মিতা, ঐ জংগলে এ্যাক বাঘ আছে, সে যা আপনাক গাল দিয়াছে তা আর কওয়া যায় না। এই কথা শুইনা মইষ খুব রাগ অইলো। মইষের চাইতে বাঘের রাগ খুব বেশী। তাই সে সাঁতরাইয়া যায়া মইষকে হলকুম টিপা মাইরা ফালায়া তার কলিজার রক্ত চুইষা খায়া ঘুমাইয়া পইড়লো। তহন শিয়াল আর শিয়ালনী মনের সুখে সেই মইষের গোস্ত খাইল আর তাগারে ডেরায় গোস্ত নিয়া সামলাইয়া[৪] রাইখলো। বাঘ ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা দ্যাহে শিয়াল আর শিয়ালনী মইষের গোস্ত খাইতেছে। বাঘকে ঘুম থাইকা জাগা দ্যাইহা শিয়ালনী খুব ভয় পাইল। বাঘ তহন কইলো, কোন ভয় নাই মিতানী, আপনারা যা পারেন খান।

কিছুদিন পরের কথা। বান তহনও যায় নাই। এদিকে বাঘ আর কিছু পায় না। শিয়াল তখন মইষের গোস্ত ডেরার মধ্যে থাইকা বাহির কইরা তার গোয়ার নীচে রাখে আর এ্যাকটু এ্যাকটু কইর্যা খায়। বাঘ তহন কইলো, শিয়াল মিতা, তোমরা কি খাও? শিয়াল কইলো, মিতা আজ সাতদিন ধইরা উপাস আছি, ক্ষিধার[৫] জ্বালায় আর থাকবার না পাইরা আমার নিজের গোয়ার গোস্ত নিজে খাইতেছি। বাঘ তহন কইলো, শিয়াল মিতা, তোমার নিজের গোয়ার গোস্ত খাইতেছো, তাহলে যে তোমার শরীরের গোস্ত কইমা যাবে। তহন শিয়াল কইলো, এহন আগে বাঁচি, যহন বানের পানি শুকায়া যাবে তহন খালেদালে আবার গোস্ত পুরন অইবে। বাঘ আছিল খুব বোকা, তাই শিয়ালের কথায় সে বিশ্বাস কইরা তার গোয়ার থাইক্যা গোস্ত ছিড়া খাইতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে বাঘের গোয়ায় ঘা অইলো। হে তহন ঘায়ের জ্বালায় ছটফট কইরতে লাইগলো। মাছি যায়া সেই ঘায় পোকা পারলো এবং পোকার কামড়ে বাঘ দিশেহারা হইয়া পাগলের মত ছুটা-

৪। লুকিয়ে ৫। ক্ষুধা।

ছুটি করতে লাইগলো। এইভাবে কয়েকদিন ছুট ছুটি করার পর হে দুর্বল অয়া আর কিছু খাইবার না পাইরা মইরা গ্যালো। তহন শিয়াল আর শিয়ালনীর খুশী দ্যাহে কে। তারা আস্তে আস্তে বাঘের গোস্ত মজা কইরা খাইতে খাইতে যেদিন গোস্ত শ্যাষ অয়া গ্যালো হেই দিন শিয়াল আর শিয়ালনী ডাঙ্গায় যাইয়া কইলো, কেয়া হুয়া। এইভাবে তারা বানের সময় খাইয়া দাইয়া জীবন রক্ষা কইরাছিল ॥

প্রামাণিক ও শকুনের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'প্রামাণিক ও শকুনের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক সুফিয়া বেগম। তাঁর ঠিকানা ঃ প্রযত্নে ঃ নুর মোহাম্মদ, গ্রাম ঃ বলদী পাড়া, ডাকঘর ঃ গাঁড়াদহ, জেলা ঃ পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক গ্রামে এক প্রামাণিক ছিল। একদিন সকালে প্রামাণিক পায়খানা করতে গিয়ে দুই বাড়ীর সীমানায় একটা মরা গরু দেখতে পায়। দুই বাড়ীর সীমানা থেকে মরা গরুটা সরানোর জন্য শকুনেরা প্রামাণিককে অনুরোধ করে। প্রামাণিক গরুটি সরিয়ে দেয়। অতঃপর শকুনদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে বহু ধন-রত্ন লাভ করে প্রামাণিক বড় লোক হয়।

কাহিনী শুরু

এ্যাক দ্যাশে আছিল এ্যাক পরামাণিক। তার অবস্থা বেশী ভাল আছিল না। পরামাণিকের গেরামেরই এ্যাকটা লোকের এ্যাকটা গরু মইরা গেছে। লোকটার গরুটা আবার এমন জাগায় ফালাইছে যে, দুই বাড়ীর সীমানার উপর। শকুনরা আবার হেই গরু খাইতে আইছে। কিন্তু দুই সীমানার উপর দেইখা শকুনরা খাইতেছে না। ঐ সময় আবার ঐ পরামাণিক সেখান দিয়া যাইবার লাইগছিল। তহন শকুনের মধ্যে যে প্রধান শকুন থাকে তার গলায় আবার লাল রংয়ের দুইডা ঝুঁটি থাকে। সে-ই পরামাণিককে ডাইকা কইলো, পরামাণিক সাহেব, যদি আপনি এই গরুটা ধইরা টাইনা একটা বাড়ীর সীমানায় রাখেন তা অইলে আমরা গরুটা খায়া যাতি পারি। পরামাণিক কইলো, আমি পরবো লয়। তহন শকুন কইলো, এমন একটা জিনিষ দিমু যে আপনি অল্প দিনের মধ্যে বড় লোক অইয়া যাইবেন। তহন পরামাণিক কইলো, তোমরা অইলা শকুন, তোমরা আমাকে কি জিনিষ দিতে পারবা? অনেক কথার পর পরামাণিক চিন্তা কইরল, এই গরুটা এহানে থাইকলেও তো গন্ধ বাইর অইবো। তাই সে গরুটাকে কোন রকমে ঠেইলা ঠুইলা একদিকে সরায়া দিল। তহন প্রধান শকুন তার একটা পালক দিয়া পরামাণিককে কইলো, এই পালকের সাহায্যে এ পৃথিবীতে যত পশু-পাখী, জীব-জানোয়ার আছে তাদের কথা-বার্তা শুইনতে পারবেন। এইটা নিয়া যান। তহন পরামাণিক সেইটা লিয়া আইসলো। আইসা ঘরের একা জাগায় রাইখা দিছে। পরের দিন সকালে গাভী দোয়াইতে গ্যাছে। পরামাণিকের বউ বাছুর ধইরছে। পরামাণিক দুধ দোয়াইতেছে, এমন সময় শুইনতে পাইরল, বাছুর কইতেছে, মা, সব দুধ যেন দিও না। আমার জন্য একটু দুধ রাইখো। তহন পরামাণিক এই কথা শুইনতে পাইরল এবং সে নিজেই কিছু দুধ রাইখ্যা হাইসতে হাইসতে উইঠা আইলো। তহন তার বউ কইলো, তুমি হাসলা কেন? পরামাণিক কইলো, এমনি। তার বউ কইলো, না আমাকে কইতে অইবো। পরামাণিক কইলো, কাউকেই কওয়া যাবি লয়। বউ কইলো, না তোমাকে কইতেই অইবো। পরামাণিক কইলো, তোমাকে কইলে কিন্তু আমি মইরা যামু। তার বউ কইলো, তবু আমারে কইতে অইবো। তহন পরামাণিক দেইখল যে, মইরা যাওয়ার কথা কই-

তেছি তবু হে হুনবই। তহন কইলো ঠিক আছে, কাইল কব তোমাকে। তারপর পরামাণিক ঘুমায়া রইছে রাইতে। সকাল বেলা ঘুম থাইকা উইঠাই হুইনবার পাইলো যে, তার বাড়ীত যে মুরগী ও মুরগগুলো আছে তার মধ্যে থাইকা মুরগ মুরগীরে কইতাছে, একি পরামাণিককে পাইছ যে, বউ যা কয় তাই সে হোনে[১]। মুরগ কইলো, আমি যদি পরামাণিক অইতাম তা অইলে ঝোপ থাইক্যা কাচা কুনচি কাইটা আইনা বারি আরম্ভ কইরা দিতাম। তহন পরামাণিক এই কথা হুইনবার পাইয়া চিন্তা কইরলো, ঠিকই তো রে, বউয়ের কথাই তো আমি হুইনলাম। তহন ঝোপ থাইকা কাচা কুন্চি কাইটা আইনা বউকে ডাইকা আইনা কইলো, আইস, তোমাকে আমার হাসার কথা শুনাই। এই কয়া বারি আরম্ভ কইরা দিল। আচ্চামত মাইরধর কইরলো আর কইলো ক, আর কোনদিন আমার গোপন কথা হুইনবার চাবি? বউ কইলো, না আমাকে আর মাইরও না, আমি আর কোনদিন তোমার কথা হুইনব না। তহন পরামাণিক মারা ছাড়ন দিল। এইভাবে সমস্ত পশু-পক্ষীর কথা পরামাণিক শুইনবার লাইগলো।

একদিন পরামাণিক নদীর ধার দিয়া যাতিছিল। নদীতে আবার অল্প পরিমান পানি আছিল। এক ছাইতান[২] মাছ ছাইতাননীকে কইতাছে, এই ছাইতাননী, এবার যা বর্ষা অইছিলো আগামী বৎসর কিন্তু বর্ষা একেবারেই অইবে না। কৃষকরা উপরের জমিতে যে ধান বোনে সে ধান যদি নিচের জমিতে আগামী বছরে বোনে, তা অইলেই গা ধান অইবো, না হইলে সব কৃষকের অবস্থা খারাপ অইয়া যাইবো। আর তুমি তোমার ছাও-পাও লিয়া বড় নদীতে যাওয়ার ব্যবস্থা কইরো। বর্ষা কিন্তু অল্প অল্প অইবো। আগেই কয়া দিলাম। পরামাণিক এই কথা হুইনবার পাইলো। হুইনা সে বছর উপরের জমিতে যে ধান বোনে সেই ধান লিয়া নিচের জমিতে বোনা আরম্ভ কইরা দিলো। গেরামের আর সবাই পরামাণিককে কইলো, পরামাণিক সাহেব, আপনার কি মাথা খারাপ অইলো নাকি যে, আপনি উপরের জমির ধান নিচের জমিতে বোনা আরম্ভ কইরছেন? পরামাণিক কিছুই না কয়া শুধু হাইসতে লাইগলো। আর কাউকে কইতেও পারে না। যদি ঠিক না অয় তা অইলে সবার কাছে দোষী অইবো। তাছাড়া সামান্য

১। শোনে ২। টাকি মাছ।

একটা ছাইতান মাছের বুলি। এই জন্য কাউকে গোপন কথা কইলো না। দেখা গেল, সে বছর সবার ধানের আবাদ পাখাল গ্যালো, পরামাণিকের আবাদই ভাল অইলো। সবাই পরামাণিকের বুদ্ধির তারিফ কইরতে লাইগলো।

তার পরের বছরও পরামাণিক জাইনতে পাইরলো যে, এ বছর বেশী বর্ষা অইবো। নীচের জমির ধান উপরে বুইনতে অইবো, তা অইলে ধান অইবো। তহন পরামাণিক তাই কইরলো। দেখা গেল, সে বছরও পরামা-ণিকের ধানই ভাল অইল আর সবার ধান পাখাল গেল। এইভাবে পরা-মাণিকের অবস্থা ফিরা গেল। সে ভাল ঘর দুয়ার এবং জমি-জমা কিনা ফালাইল। তারা সুখে সংসার কইরতে লাইগলো, আমার হাস্তর শ্যাষ অয়া গ্যালো।

টুনী পাখির কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'টুনী পাখির কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক সুফিয়া বেগম। তাঁর ঠিকানা—প্রযত্নে : নুর মোহাম্মদ, গ্রাম : বলদী পাড়া, ডাকঘর : গাঁড়াদহ, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

টুনী পাখি রাজবাড়ী থেকে একটা টাকা নিয়ে এসে তার বাড়ীতে রেখে দেয় এবং রাজাকে বলে, রাজ বাড়ীতে যে টাকা, তার বাড়ীতেও সেই টাকা। এ কথা শুনে রাজা রেগে টুনীর বাসা থেকে উক্ত টাকা নিয়ে আসে। এর ফলে টুনী প্রচার করে যে, আমার টাকায় রাজার ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজা তখন টুনীকে উক্ত টাকাটা ফেরৎ দেয়। ঘটনাচক্রে টুনীকে মারতে গিয়ে রাজা ব্যাঙ ভাজা খায়। অতঃপর রাজা কর্তৃক রানীদের নাক কাটা যায়।

কাহিনী শুরু

এক আছিল রাজা। তার ম্যালা[১] টাহা[২] পয়সা। অনেক দিন অইলো হে একঘরে টাহা পয়সা রাহে[৩]। একদিন দ্যাহে[৪] যে তার ট্যাহাত উই পোকা ধইরছে। হে তার লোকজনক ওহুম[৫] দিলো যে, কাইল সব ট্যাহা ঘর থাইহা বাইর হইরা আইনা উইদে[৬] দিয়া হুকাইবা। পরের দিন লোকজন সব ট্যাহা-পয়সা বাইরে হুকায়া ঘরে তুইলা থুইলো। সব ট্যাহা তুইলছে কিন্তু একটো টাহা আবার তারা না দেহার জন্য পাতার ওতে[৭] পইরা ওইছে[৮]। একটো টুনী হেই ট্যাহাডো লিয়া তার বাসাত লিয়া থুইছে। পরের দিন রাজা যহন কাচারীত লোকজন লিয়া দরবার কইরছে, হেই সময় ঐ টুনী রাজার মাতার উপর দিয়া ওরে আর কয়—

'রাজার ঘরে যে ধন আমার আছে হেই ধন'। রাজা তো এ কতা হুইনাই খুব রাগ। হে তার লোকজনক কইলো, ঐ টুনীর কাছ থাইহা যে ট্যাহা থাহে তাই কাইড়া লিয়া আইসো। রাজার কতামত কয়েকজন যায়া টুনীর বাসা থাইহা হেই ট্যাহাডো আইনা রাজার কাছে থুইবার দিলো। রাজা এরাকদিন[৯] রাজদরবার বইসা অইছে[১০], হেই সময় টুনী যায়া কইতাছে—

"হোন হোন ভাইগণ, রাজা বড় কেরপন
টুনীর ধনে বাড়ায় ধন"।

রাজা দরবারের মইদ্যে খুব লজ্জা পাইলো। হে আবার তার সেনাপতিক কইলো যে, টুনীর ট্যাহাডো তার বাসাত দিয়া আইসোন। সেনাপতি তার কতা হুইনা হেই ট্যাহাডো লিয়া টুনীর বাসাত লিয়া দিয়া আইসলো। টুনী তার বাসাত যায়া দ্যাহে যে তার বাসার মোদ্যে ট্যাহা। হে আবার রাজার দরবারে যায়া কওয়া লইলো—

"রাজা বড় ভয় পাইছে আর টুনীর ট্যাহা ফিরা দিছে"। রাজা হুইনা তা শিহারীগারে[১১] ডাইহা লিয়া কইলো, ঐ টুনী পাহীডোক[১২] না মাইরা যেবা হইরা পার জ্যান্ত ধইরা আইনা আমাক দিবা। রাজা তার সাত রানীক কইলো টুনিক ধইরা আইনা দিবানে। তোমের টুনীক ত্যালের

১। অনেক ২। টাকা ৩। রাখে ৪। দেখে ৫। হুকুম ৬। রৌদ্র ৭। আড়ালে ৮। রয়েছে ৯। অন্য ১০। রয়েছে ১১। শিকারীদের ১২। পাখিটা।

মোদ্যে ভাইজ্জা মচমচ কইরা আইনা আমাক দিবা। শিহারীরা টুনী ধইরা আইনা বড় রানীর কাছে দিল। সাত রানী নাড়াছাড়া কইরা দ্যাহা নাইগলো। একজনের আত থাইহা আর একজনের আতে লিয়া দেহতি দেহতি চট কইরা টুনী উইড়া গ্যালো। রানীরা চিন্তা হরা নইলো। কারণ রাজা খাইবার চাইছে, কিন্তু হে টুনীতো আত থাইহা উইড়া গ্যালো। তহন তারা যুক্তি হইরা কইলো, আচ্ছা এক কাম করি, তালি রাজা দিশ পাইবানে না। বড় রানী কইলো, কিকাম হরা যায়? তহন অন্যান্য রানীরা কইলো, ঐ ঘরের কোনাতে[১৩] একটো খসখসা ব্যাঙ আছে, তাই আইনা ভাইজ্জা রাহি। রানীরা হেই খস-খইসা ব্যাঙডো খুব ভাল হইরা মন্ন-মসলা দিয়া ভাইজ্জা রাজাক লিয়া ভাত খাইবার দিলো। রাজা খুব মজা হইরা হেই ব্যাঙ ভাজা দিয়া ভাত খাইলো। পরের দিন রাজা যায়া দরবারে বইছে, হেকানে লোকজন গিয়া পুরা অয়া গ্যাছে[১৪]। এমন সময় টুনী যায়া রাজার মাতার উপর দিয়া ছো দ্যায় আর কয়—

রাজা রে রাজা কেমন মজা
রাজা খায় ব্যাঙ ভাজা।

রাজা তো দেইহালো[১৫] ক্যারে, এতো শালার টুনীক ভাইজ্জা খাওয়া অয় নাই। সাত রানী তো আমাক ব্যাঙ ভাইজ্জা খিলাইছে। তহন রাজা তাড়াতাড়ি হইরা রাজদরবার ভাইঙ্গা দিয়া বাড়ীত আইলো। বাড়ীর মোদে যায়া রাগের চোডে থরথর হইরা কাঁপে আর সাত রানীকে ডাইহা[১৬] কাছে আইনা কইলো যে, কাইল[১৭] টুনীক ছাইড়া দিয়া আমাক ব্যাঙ ভাজা খাওয়াইছে কেডা? তহন রানীরা সব এহাকজন[১৮] এহাক জনের দোষ দেওয়া নইলো। তহন রাজা রাগ হইরা সব রানীরই নাক কাইটা দিলো। পরের দিন রাজা দরবারে যহন বইছে আবার টুনী যায়া ফের কওয়া নইলো—

"এক টুনী টুন টুনাইছে
আর সাত রানীর
নাক কাটা গ্যাছে"!

রাজা আর কি হইরবো। হে ভাইবলো যে, ও শালার টুনীক যতই কিছু হরা যাইব ততই ও আমাক খ্যাপাইবো। রাজা হেদিন থাইকা টুনীক কিছুই কইলো না। হাস্তর কওয়া এহনকার মত শ্যাষ অয়া গ্যালো।

১৩। কোনে ১৪। হয়ে গিয়েছে ১৫। দেখলো ১৬। ডেকে ১৭। গতকাল অর্থে ১৮। এক একজন।

কাকের কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'কাকের কিসসা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একা-ডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবু তাহের। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : ভাঙ্গাবাড়ী, ডাকঘর : সিরাজগঞ্জ, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

কাক চাউল আনতে গিয়ে গৃহস্থের বৌ-এর ধমক খেয়ে ঠোঁট থেকে চাউল গুলো এক গাছের খোলের মধ্যে ফেলে দেয়। কাক উক্ত জায়গা থেকে চাউল উদ্ধার করার জন্য যথাক্রমে কাঠুরিয়া, রাজা, রানী, সাপ, লাঠি, আগুন, বিল, বলদ, দড়ি, ইঁদুর ও বিড়ালের নিকটে যায়। অতঃপর চাউল উদ্ধার করে গৃহস্থের বৌকে সেই চাউল দিয়ে কাক প্রাণ বাঁচায়।

কাহিনী শুরু

এ্যাক দ্যাশে[১] আছিলো এক কাইয়া[২]। এ্যাকদিন এ্যাক গেরস্তের বৌ চাইল[৩] ঝাইড়বার নইছে। তে হেই কাইয়া যায়া তার কুলাত[৪] থাইকা এ্যাকটো চাইল ছো দিয়া লিয়া যায়া এ্যাক গাছে বইসলো[৫]। তহন গেরস্তের বৌ ঝ্যাংটা[৬] দিয়া উইঠা কইলো যে, মরার কাইয়া তোর এ্যাতো বড় সাহস যে আমারি কুলাত থ্যাইক্যা চাইল ন্যাস। তাড়াতাড়ি চাইল দিয়া যা। না দিলি তোর মাথা ভাইংগা ফালামু। তে গেরস্তের বৌয়ের ধমক খায়া কাইয়ার ঠোঁট থাইকা চাইল গ্যাছে গাছের খোলের মইধ্যে পইড়া। কাইয়া হেই চাইল বাইর কইরবার না পাইরা গ্যালো কাটুইরার কাছে। যায়া কইলো—

কাটুইরা ভাই হোনো কতা
কাইটপা গাছ নিমু চাইল।
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
ভাইঙ্গবো কাইয়ার মাথা॥

কাঠুরিয়া কইলো যে আমার, এ্যাহান[৭] ম্যালা কাম। আমি এ্যাহন যাইবার পারুমনা। তহন কাইয়া রাগ কইরা যায়া রাজার কাছে নালিশ কইরলো—

রাজা মশাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাটুইরা গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলেনা
কাটুরিয়াক শুলে চড়ান॥

রাজা কয় যে, আমার আর খায়া কাম নাই। যা, ভাগ এহ্যান থাইক্যা[৮]। তহন কাইয়া গ্যালো রানীর কাছে এবং যায়া কইলো—

রানী মা নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন।

১। দেশে ২। কাক ৩। চাউল ৪। কুলা ৫। বসলো ৬। ঝাঁকি
৭। এখন ৮। থেকে।

কাটুইরা গাছ কাটেনা
আমার চাইল মেলে না ।
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
আপনে তাকে বুইঝা কন ॥

রানী কয় যে, দেখছি মরার কাইন্নার কতা। যা এ্যাহান থাইক্যা[৯]। তহন রাগ কইরা কাইয়া গ্যালো সাপের কাছে এবং কইলো—

সাপ ভাই নালিশ হোসেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাটুইরা গাছ কাটেনা
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায়না
রানী তাক বুঝায় না
আপনে রানীক কামুড় দ্যান ॥

সাপ কয় যে, রানী আমার কি ক্ষতি কইরচে যে আমি তাক কামুড় দিমু? যা এ্যাহান থাইকা। তহন কাইয়া গ্যালো লাঠির কাছে এবং যায়া কইলো-

লাঠি ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন।
কাটুইরা গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপ রানীক কামড়ায় না
আপনে সাপকে মারেন।

লাঠি তা স্বীকার ওইলোনা[১০]। তহন কাইয়া গ্যালো আগুনের কাছে এবং কইলো—

আগুন ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাটুরিয়া গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলে না

৯। এখান থেকে ১০। হলো না।

রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপকে কামড়ায় না
আপনি লাঠি পোড়ান।

আগুনও তা স্বীকার অইলোনা। তহন কাইয়া গ্যালো বিলের কাছে ও কইলো—

বিল ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাটুরিয়া গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপকে মারে না
আগুন লাঠিক পোড়ে না
আপনি আগুন নিভা দ্যান।

আগুন তা স্বীকার অইলো না। তহন কাইয়া গ্যালো এ্যাক বলদের কাছে এবং কইলো—

বলদ ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাটুইরা গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপকে মারে না
আগুনে লাঠি পোড়েনা
বিলে আগুন নিভায় না
আপনে পানি খায়া ফালান।

বলদ কয় যে, দূর ! অত পানি আমি খামু কেবা কইরা। তহন কাইয়া গ্যালো দড়ির কাছে এবং যায়া কইলো---

দড়ি ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাঠুরিয়া গাছ কাটেনা
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপকে মারে না
আগুনে লাঠি পোড়ে না
পানি আগুনকে নিভায় না
বলদে পানি খায় না
আপনে বলদেক বাঁদেন।

কিন্তু দড়ি তা স্বীকার অইলো না। তহন কাইয়া[১১] গ্যালো এন্দুরের কাছে এবং কইলো—

এন্দুর ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাঠুরিয়া গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলেনা
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপেক মারে না
আগুনে লাঠি পোড়ে না
পানি আগুনেক নিভায় না
বলদে পানি খায় না
দড়ি বলদেক বাঁধে না
আপনি দড়ি কাইটা দ্যান।

১১। কাক।

কিন্তুক এন্দুর ও তো স্বীকার ওইলোনা। তহন কাইয়া গ্যালো বিলাইয়ের কাছে এবং যায়া কইলো—

বিলাই ভাই নালিশ হোনেন
গেরস্তের বৌ রাইগা আগুন
কাঠুরিয়া গাছ কাটে না
আমার চাইল মেলে না
রাজা তাক শুলে চড়ায় না
রানী তাক বুঝায় না
সাপে রানীক কামড়ায় না
লাঠি সাপেক মারে না
আগুনে লাঠি পোড়ে না
পানি আগুনেক নিভায় না
বলদে পানি খায় না
দড়ি বলদেক বাঁধে না
এন্দুর দড়িক কাটে না
আপনে এন্দুরেক ধরেন।

বিলাই[১২] তো খুশীত বাগ বাগ[১৩]। তহন কি অইলো?

বিলাই এন্দুরেক ধইরবার আইলো
এন্দুর দরিক কাইটপার গ্যালো।
দড়ি বলদেক বান্দবার গ্যালো
বলদ পানি খাইবার গ্যালো।
পানি আগুন নিভাইবার গ্যালো
আগুন লাঠিক পুড়াইবার গ্যালো।
লাঠি সাপ মাইরবার গ্যালো
সাপে রানীক কাইটবার গ্যালো।
রানী রাজাক বুইঝা কইলো
রাজা কাঠুইরাক শুল দিবার গ্যালো।
কাঠুরিয়া গাছ কাইটবার গ্যালো।

১২। বিড়াল ১৩। আত্মহারা।

করাত দিয়া গাছ কাইটলো।
কাইয়ার চাইল মিল্যা গ্যালো
গেরস্তের বৌ এর কুলাত দিলো।
কাইয়ার মাথা বাঁইচলো।

শিয়াল মানুষকে দেখে ডরায়

পাবনা জেলা থেকে 'শিয়াল মানুষকে দেখে ডরায়' কিসসাটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবু তাহের। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : ভাঙ্গাবাড়ী, ডাকঘর : সিরাজগঞ্জ, জেলা : পাবনা।

কাহিনী সংক্ষেপ

অনেক দিন আগের কথা, তখন শিয়াল মানুষকে ভয় করতো না। তারা অবাধে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতো। এ ভাবে চলতে চলতে তারা লোভী হয়ে গৃহস্থের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি ধরতে শুরু করলো। সকলে শিয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের মোড়লকে জানালো। মোড়ল কৌশলে সমস্ত শিয়ালকে তার বাড়ীতে উপস্থিত করে আচ্ছামত জব্দ করলো। তখন হতে শিয়াল মানষকে ভয় করে।

কাহিনী শুরু

আগেকার দিনে হিয়াল[১] আর মানুষ এ্যাক সাতে চলাফেরা কইরতো। মানুষ দেইহা হিয়াল ডরাইতো না, মাইনষেও হিয়ালেক পণ্ডিত মশাই কয়া ডাইকতো। তে হিয়াল আর মাইনষে ছাড়াছড়ি অইলো কোন কাজে, তাই হোন। এ্যাকবার হিয়ালরা করে কি, মাইনষের বাড়ীত থাইকা মুরগী-টুরগী, ছাগল-টাগল ধইরা খুব উপদ্রব আরম্ভ কইরলো। মাইনষে দেইকলো যে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। তারা যায়া হেই গাঁয়ের মণ্ডলেক কইলো যে, মণ্ডল সাব এই রহম সমাচার। মণ্ডল কইলো কি? এ্যাকদিন ব্যাবাক হিয়ালেক দাওয়াত দিলো। হিয়ালেরা তো মহা খুশি অয়া দাওয়াত খাইবার আইলো। মণ্ডল তাগারে গোইল[২] ঘরে বইসপার দিয়া কইলো, বেশী কিছু খিলাইবার পারুমনা, কিছু কাঁকড়ার তরকারি দিয়া ভাত খিলামু খালি। তে এ্যাকটা কতা। তোমরা তো হিয়াল জাত। খাইবার দিলেই তো এ্যাকজনের হাতে আর একজন মারামারি কইরা ব্যাবাক খাইবার জিনিষ নষ্ট কইরা ফালাইবা। তার চায়া এ্যাক কাজ করি। তোমাগোরে দড়ি দিয়া আলাদা আলাদা কইরা বান্দি। তোমরাও আরাম কইরা ভাল ভাবে খাইবার পাইরবা, আমারও জিনিষ নষ্ট অইবো না। কাঁকড়ার লোভে হিয়ালেরা রাজি অইলো। মণ্ডল কইরলো কি, ব্যাবাক হিয়ালেক ভালো কইরা কইষা বান্ধিলো। বাইন্ধা সাইরা তার ছলগোরে ডাক দিয়া কইলো, তোরা নাস্তা নিয়া আয়। ভাতের আগে নাস্তা। হিয়ালেরা তো আরও খুশি, কিন্তুক মণ্ডলের ব্যাটারা কইরলো কি, নাস্তার বদলে লাঠি আইনা ব্যাবাক হিয়ালেক পিটান শুরু কইরলো। আর কইবার নইলো, শালার ব্যাটা শালারা আর যদি কোনদিন তোগোরে বাড়ীর উপর দেহি তাইলে এ্যাহেবারে শ্যাষ কইরা ফালামু। পেটন দিয়া এ্যাহেবারে আদা-মরা কইরা কইরা হিয়ালগোরে ছাইড়া দিলো। হেকাল থাইকা হিয়ালেরা মানুষ দেইহা ডরায়।

কুটুম পাখি
গরু ও
কাঠ ঠোকরার কিসসা

পাবনা জেলা থেকে 'কুটুম-পাখি, গরু ও কাঠ-ঠোকরা'র কিসসাগুলো' সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবু তাহের। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ঃ ভাঙ্গাবাড়ী, ডাকঘর ঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা ঃ পাবনা।

কুটুম পাখি

কুটুম[১] পহী[২] গাছে বইসা 'ইষ্টি কুটুম' ডাহে[৩]। কিন্তুক এই পহী আগে পহী আছিল না। কুটুম পহী এ্যাক গেরস্ত বাড়ীর বৌ আছিল। এ্যাক দিন হেই গেরস্তো বাড়ী এ্যাক কুটুম আইলো। কুটুম আইসলে হরী[৪] ভালো ভালো জিনিস আইনা হেই বৌয়েক কয় যে, ভাল হইরা[৫] আন্ধো[৬]। হেদিন[৭] আবার বৌডোর আছিল জ্বর। তরকারীত ওলদী[৮] দিবার সময় ওলদী বেশী অয়। এ্যার ফলে হরী আইসা কুটুমের খাইবার দিয়া দ্যাহে যে, তরকারীত ওলদী বেশী অয়া গ্যাছে। তহন হরী রাগ কইরা তরকারীর পাইল্ল্যা[৯] বৌয়ের মাথা মিহা[১০] ট্যাল[১১] দ্যায় আর অভিশাপ দ্যায়। হেই অভিশাপে বৌ পহী অয়া যায়। তরকারীর ওলদীর রঙ্গে তার গতরের[১২] রং ওলদী আর কালিআলা পাইল্লার ট্যাল খায়া তার মাথা অয় কালা। লক্ষ্য হইরা দেইহো, কুটুম পহীর মাথা কালো আর গতর কিন্তু ওইলদ্যা[১৩]।

১। আত্মীয় ২। পাখী ৩। ডাকে ৪। শাশুড়ী ৫। করে ৬। রান্না ৭। সেদিন ৮। হলুদ ৯। পাতিল ১০। দিকে ১১। ঢিল ছুঁড়ে ১২। শরীর ১৩। হলুদ রঙের।

গরু

গরুর উপরের পাটির দাঁত নাই। তার কারণ আছে, কারণ অইলো এই যে, আগে গরুর দুই পাটি দাঁতই আছিলো। ঘোড়ার দুই পাটি দাঁত আছিলো না, খালি নীচের পাটিত আছিলো। বহু দিন আগে গরু আর ঘোড়া খুব মিল আছিলো। এ্যাকবার[১] এ্যাক জঙ্গলের রাজা ঘোড়াক দ্যাওয়াত দ্যায়। তহন ঘোড়া দ্যাহে যে, আমাকতো দাওয়াত দিলো, কিন্তু খাবো ক্যাবা কইর‍্যা[২]। আমার তো মাত্রক এ্যাক পাটি দাঁত, খাইতে খুবই অসুবিধা ওবো। তহন ঘোড়া কইরলে কি, গরুক যায়া কইলো যে ভাই, আমি তো দাওয়াত খাইবার যামু। তে তোমার উপরের পাটির দাঁত আমারে কর্জ দাও, দাওয়াত খায়া আইসা আবার দিয়া দিমুনি। তহন উপরের পাটির দাঁত খুইলা ঘোড়াকে দিয়া দিলো। ঘোড়া দাওয়াত খাইবার যায়া দ্যাহে[৩] যে দুই পাটি দাঁত দিয়া খায়া খুব আরাম। তহন দাওয়াত খায়া আইসা হেই কর্জ আর শোধ কইরল না। হেই সময় থাইকা গরুর এক পাটি দাঁত আর ঘোড়ার দুই পাটি দাঁত। ঘোড়া যহন গরুক দাঁত দিল না তহন গরু ঘোড়াকে অভিশাপ দিলো, তুই যা খাবি তা যান অজম অয়না[৪]। হেই সময় থাইকা ঘোড়া যা খায় তা অজম অয় না, তাই হে ছোবা ছোবা আগে[৫]।

১। একবার ২। কেমন করে ৩। দেখে ৪। হয় না ৫। পায়খানা

কাঠ ঠোকরা পক্ষী

কাঠ ঠোকরা পক্ষীর[১] গতরে[২] কালা[৩] দাগ আছে। ওগুলো অইলো রামের আতের[৪] পাঁচ আঙ্গুলের দাগ। রাম-সীতা যহন বনবাসে যায়, তহন ব্যাবাক কিছুই সাতে নিছিল, কিন্তুক আগুন নিতে মনে আছিল না। বনবাসে যায়া আগুনের অভাবে রাম-সীতার দুঃখের সীমা নাই। তিরপীল জঙ্গল, এ্যার মইধ্যে আগুন পাইবো কোনে। হেই জঙ্গলে আছিলো এ্যাক কাঠ-ঠোকরা পক্ষী। একদিন হেই কাঠ ঠোকরা দ্যাহে যে দারুণ শীতে সীতার অবস্থা খুব শোচনীয়, আর এ্যাকটু আগুন দিবার না পাইরা রাম কাইন্দা জারেজার ওইতেচে। কাঠ-ঠোকরার মনে দয়া অইলো, হে কইরলো কি, ওইড়া যায়া বহুত দূর দ্যাশ থাইক্যা আগুন লিয়া আইসা রামের আতে দিলো। রাম আগুন পায়া এ্যাতো খুশি ওইলো যে, কাঠ-ঠোকরার গতরে আত দিয়া আদর কইরা কইলো, তুই আমাকে যে উপকার কইরলি, ভগবান তোক এই রহম শক্তি দিবো যে, কঠিন গাছের মইধ্যে থাইক্যা তুই আহার কইরা কইরা খাইবার পাইরবি।

তহন থাইক্যা কাঠ-ঠোকরা পক্ষীর গতরে ওই কাল দাগ ওইছে। আর যত শক্ত গাছই হউক না ক্যা কাঠ-ঠোকরার ঠোঁটের কাছে হেই গাছ কিছু না।

১। পাখী ২। শরীর ৩। কালো ৪। হাত

গোয়ালা ও বাঘের কিসসা

মোমেনশাহী জেলা থেকে 'গোয়ালা ও বাঘের কিসসাটি' সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুল জলিল। তাঁর ঠিকানা : ৫৬, নং মহারাজা রোড, মোমেনশাহী।

কাহিনী সংক্ষেপ

একদিন একটি বাঘ পুকুরের কাদায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেখান থেকে কিছুতেই সে উঠতে পারছিল না। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে একজন গোয়ালা যাচ্ছিল। বাঘের অনুরোধে গোয়ালা তাকে পুকুর থেকে তুলে দিল। অতঃপর বাঘ গোয়ালাকে খেতে চাইলো। গোয়ালা শিয়ালকে সালিশী মানলো। যথা সময়ে শিয়াল এসে সব ঘটনা শুনে বাঘকে বলল, তুমি কোথায় পড়েছিলে, কেমন ভাবে ছিলে তা না দেখা পর্যন্ত আমি কোন রায় দিতে পারি না। অতঃপর বাঘ পুকুর ধারে গিয়ে পুকুরে লাফিয়ে পড়ল এবং আগের মত কাদা মাটিতে হাবুডুবু খেতে লাগলো।

কাহিনী শুরু

এ্যাকদিন এ্যাক গোপা[১] দইয়ের ভাড় কান্দ লইয়া এ্যাক জঙ্গলের বারা[২] দিয়া যাইতেছিল। জঙ্গলে আছিলো একটো হরিণের বাচ্চা। বাঘে ঐ বাচ্চাডারে দেইখ্যা খাওনের লাইগ্যা খাপ[৩] ধইরছে। কতক্ষণ পরে হরিণের বাচ্চাডা যেই বাঘের সামনে দিয়া যাইতেছে, তহন বাঘে বাচ্চাডা ধরনের লাইগ্যা ফাল[৪] দিছে। বাঘ আছিল শেরীমর্দ[৫]। ফাল দিয়া গিয়া পইড়ছে এক পাগারের মইধ্যে। হেকানে পইড়া একদম লুদের[৬] মধ্যে গাইড়া গ্যাছে। হেকানে আজার[৭] চেষ্টা করে পাগারেত্বে উঠনের লাইগ্যা, কিন্তু পারে না। খুব চেষ্টা কইরতাছে।

এমন সময় পাগারের বার দিয়া গোপ মাশাই দইয়ের ভাড় কান্দ লিয়া যাইতাছে। গোপকে দেইখা বাঘে কয়, ও গোপ মশাই, আমারে উঠাইয়া দেও। আমি তো বিপদে পইড়া গেছি। অহন তুমি যদি আমারে উপকার না কর তাইলে এই পাগার থাইক্যাই[৮] আমার মরণ অইব। গোপমশাই বাঘের কথা হুইন্যা মনে মনে চিন্তা করে, বাঘ বিপদে পইড়্যা উপকার করনের লাইগ্যা কইতাছে। এহন কি করি, যদি বাঘেরে পাগার থাইক্যা উঠাই, আর পরে যদি আমারে খায়া ফালাইতে চায় তাইলে তো আমার বিপদ অইব।

গোপ মশাই খাড়াইয়া খাড়াইয়া চিন্তা করতাছে দেইখ্যা বাঘে কয়, কি গো গোপ মশাই, তোমারে কইলাম আমার একটু উপকার করনের লাইগ্যা। তুমি চুপ কইরা খাড়াইয়া রইলা। তহন গোপ মশাই দইয়ের ভাড়টা আগাইয়া দিল আর বাঘে দইয়ের ভার ধইর্যা পাগারেত্বে উইটল।

পাগার থাইক্যা উইঠা বাঘে তো তহন গোপ মশাইরে খায়া ফালাইতে চায়। গোপ মশাইর মহা বিপদ। গোপ মশাই কইতাছে, মহারাজ আমি তোমার উপকার কইরলাম। এহন তুমি আমারে খায়া ফালাইতে চাইতেছো। তাইলে তুমি উপকারের মাথা খাওনের বাও[৯] কইরছো। বাঘ

১। গোয়ালা ২। ধার দিয়ে ৩। ওত পেতে ৪। লাফ ৫। শক্তিশালী
৬। কাদা ৭। হাজার। ৮। থেকে ৯। যোগাড়

কয়, হ, খাওন যায়। তহন গোপ মশাই কইতাছে, আরে মহারাজ, এই দুনিয়াতে বিচার নাই নাকি। যদি বিচারে কয় যে, উপকারের মাথা খাওন যায় তাইলে আমিও রাজী আছি। তবে বিনা বিচারে তুমি আমারে খাইতা পারতা না।

বাঘে কয়, তাইলে চল সামনের গাছটার কাছে যায়া বিচার দেই। গাছ যে বিচার করে তাই অইবো। গোপ মশাই বাঘের লগে গ্যালো। গাছের কাছে বিচার দেওনের পরে গাছ কয়, হ উপকারীর মাথা খাওন যায়। এই কথা হুইনা বাঘও খুশী অইয়া গোপ মশাইরে খাওনের লাইগ্যা লোভে জিব্বার লোলি[১০] ফলাইতাছে আর নেঙ্গুর[১১] লড়াইতাছে। কিন্তু গোপ মশায় গাছেরে জিগায়, ক্যামনে তুমি কইল্যা যে উপকারীর মাথা খাওন যায়?

তহন গাছে বয়, আরে গোপ মশায়, আমি যে এই রাস্তার কিনারে খাড়াইয়া থাইক্যা মাইনষরে ছেমা[১২] দিতাছি, আমার ছেমার নীচে রইদে পুইরা অয়া মানুষ জিরাইত, বয়[১৩]। আর বওনের আগেই আমার ডাল-পাতা ভাইঙ্গা লইয়া মাটির উরপে[১৪] বিছান্না বিছানা কইরা লয়। এইডা কি উপকারীর মাথা খাওয়া অইলো না? এইডা যদি উপকারীর মাথা খাওয়া অইয়া থাকে তাইলে বাঘে তোমারে কেরে[১৫] পারতা না।

বাঘে কয়, কি গোপ মশায়, এহন আর খাড়াইয়া থাকলে কি অইবো, বিচার তো অইলই। গোপ মশাই কয়, না বিচার অইছে না। একজনের বিচার আমি মানতাম না। আমি যায়াম শিপু পণ্ডিতের কাছে। শিয়াল পণ্ডিতের বহুত বুদ্ধি আছে। শিয়াল ভাল বিচার কইরতে পারবো। যদি শিয়াল পণ্ডিত কয় যে উপকারের মাথা খাওন যায়, তাইলে আমার আর কোন আপত্তি থাইকবো লয়[১৬]।

বাঘ আর গোপ মশাই দুই জনেই গ্যালো শিয়াল পণ্ডিতের আস্তানায়। হেকানে যায়া শিয়াল পণ্ডিতরে ডাইকতাছে। পণ্ডিত মশায়, ও পণ্ডিত মশায়, বাড়ীত আছইন। বাঘের ডাক হুইনা শিয়াল পণ্ডিত খুব তাড়াতাড়ি ঘর থ্যা বাইর অইয়া আইলো। তহন গোপ মশাই শিয়াল পণ্ডিতরে কইলো যে, পণ্ডিত মশাই, আপনি অইল্যান[১৭] হগতানের[১৮] পণ্ডিত। আপনের কাছে

১০। লালা ১১। লেজ ১২। ছায়া ১৩। বসে ১৪। উপরে ১৫। কেন ১৬। না ১৭। হলেন ১৮। সকলের।

বিচারের লাইগ্যা আওন লাগে হগলেরই। আমারও এ্যাকটো বিচার লইয়া আইছি। আপনে আমাগরে বিচারডা ভাল কইর‍্যা দিন। শিয়াল পণ্ডিত কয়, কও তো তোমাগরে কি বিচারডা। তহন গোপ মশাই কয়, পণ্ডিত মশাই, আমি বাঘের একটো উপকার কইরছিলাম। কিন্তুক বাঘে এহোন আমারে খায়া ফালাইবার চাইতাছে। আপনে এই বিচারডা কইর‍্যা দেও-হেনছে[১৯] যে, উপকারীর মাথা খাওন যায় কিনা।

গোপের কথা হুইনা শিয়াল পণ্ডিতে কয় যে, এইডা তো খুব শক্ত বিচার। তবে এইডা এইভাবে করণ যাইতো না। তোমরা যে যেই ভাবে যে জাগাত ছিলা, হেই জাগায় যায়া বস, আমি আইয়া বিচার কইরা দিতাছি। তোমরা প্রথম কই আছিলা? তহনে গোপে কয়, আমরা ওমুক জাগায় আছিলাম। শিয়াল পণ্ডিত কইলো, যাও তোমরা আগের জাগায় যাও। আমি আইতাছি।

শিয়াল পণ্ডিতের কথা মত বাঘ আবার হেই আগের পাগারে লাফাইয়া পইড়লো আর গোপ মশাই দইয়ের ভাড় কান্দে লইয়া গিয়া খাড়াইল পাগা-রের পাড়ে। কতক্ষণ পরে শিয়াল পণ্ডিত লাডি আতে[২০] লিয়া গোপের বারাত[২১] আয়া কইতাছে, আরে বোধাই[২২] অহনও তুমি এই জায়গায় খাড়-ইয়া রইছ ক্যারে? ভাগ তাড়াতাড়ি। তহন তো গোপ মশাই দইয়ের ভাড় কান্দ লইয়া কিছু দৌড়, কিছু আইট্যা পালাইল। আর বাঘে কাদার মইধ্যে থাইক্যা দাঁত কিড়মিড় কইরতাছে।

গোপেরে বাঁইচায়া দিয়া শিয়াল বাঘেরে কয়, ও মামা, আপনে পাগারে বইয়া আরাম করহইন[২৩] আমি আইতাছি। এই কয়া শিয়াল চম্পট দিল।

১৯। দেখেন। ২০। হাতে। ২১। কাছে ২২। বোকা ২৩। করতে থাকুন